নমঃ পরমদৈবতশ্রীমদম্বায়ৈ সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ ॥

পীঠমালা।

" ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজয়েচ্চান্যদেবতাং
ভৈরবৈ হ্রিয়তে সর্ব্বং জপপূজাদি সাধনং ॥
অজ্ঞাত্বা ভৈরবং পীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেত্তু কল্পকোটিজপাদিভিঃ ॥"

(কুব্জিকাতন্ত্রম্)

সর্ব্বমঙ্গলা-সভা।

হইতে ———

সম্পাদক শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক
ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত।

১২৯৮। পৌষ

কুমারখালী—

মথুরানাথ-যন্ত্রে প্রিণ্টার শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৷৹ বার আনা।

নমঃ পরমদৈবতশ্রীনদম্বায়ৈ সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ ॥

পীঠমালা।

নিজ-চিদংশলসৎ-কুলভৈরবী—
কুলকদম্ব-কুলালয়মণ্ডলীং।
নিখিলপীঠনিকুঞ্জ-সুগুঞ্জিত—
ধ্বনিময়ীং কলয়ে কুলকুণ্ডলীম্ ॥

যোগিনীহৃদয়ে—

গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্-মন্ত্র সংসিদ্ধিকাম্যয়া ॥ ১ ॥
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণ হীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥
তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ বুধঃ।
গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতং ॥ ৩ ॥
স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতং।
স্ত্রিয়ং বা সদ্গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিয়োজয়েৎ ॥ ৪ ॥

শুদ্ধান্তঃকরণ সাধক প্রথমে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎপর মন্ত্রের সংসিদ্ধিকামনায় পুরশ্চরণ করিবেন ॥ ১॥ জীবহীন পুরুষ যেমন সর্ব্বকর্ম্মে অসমর্থ, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ নিখিল সিদ্ধিসাধনে অসমর্থ ॥ ২ ॥ সেই

হেতু, সাধক স্বয়ং মন্ত্রপুরশ্চরণ করিবেন, অথবা (স্বয়ং অসমর্থ হইলে) গুরুর দ্বারা করাইবেন। গুরুর অভাব হইলে সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত স্নেহার্দ্রহৃদয় শাস্ত্রবেত্তা নানাগুণসমন্বিত মিত্রকে, অথবা সদ্‌গুণসম্পন্না পুত্রবতী পত্নীকে নিজমন্ত্র পুরশ্চরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩--৪।

যোগিনীহৃদয়ে——

আদৌ পুরক্রিয়াং কর্ত্তুং স্থান নির্ণয় উচ্যতে।
পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকং।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনং ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ং ॥
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহং ॥
সাধনে তু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাং।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥

পুরশ্চরণ কার্য্যের জন্য যেরূপ ও যে সকল স্থানের প্রয়োজন, আদিতে তাহাই নির্ণীত হইতেছে।

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশিখর, তীর্থপ্রদেশ সমস্ত, নদীগণের পরস্পর সম্মিলন স্থান, পবিত্র বন, নির্জ্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, (উপত্যকা) তুলসীকানন, গোষ্ঠ, বৃষমূর্ত্তিশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থমূল, আমলকীমূল, গোশালা, জলমধ্য (চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত স্থলভাগ অথবা কেবল জলমধ্য) দেবমন্দির, সমুদ্রকূল, নিজগৃহ, মন্ত্রসাধকগণের সাধনাকার্য্যে এই সমস্ত স্থান প্রশস্ত। অথবা, সাধক সেই স্থানে আসন

পরিগ্রহ করিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিবেন, যে স্থানে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়।

তথা ——

" গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ।
কোটি দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥

সাধারণ স্থানে মন্ত্র জপ অপেক্ষা নিজ বাস গৃহে জপ করিলে তাহা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ হইবে, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ এবং শিবসান্নিধ্যে পুণ্য অনন্তগুণ হইবে।

রুদ্রযামলে ——

জপ মেকগুণং গেহে গোষ্ঠে দশগুণং ভবেৎ।
বনান্তরে শতগুণং তড়াগে চ সহস্রকং।
নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটিসম্মিতম্।
শিবালয়ে কোটিশত মনন্তং গুরুসন্নিধৌ ॥

জপফল গৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, বনমধ্যে শতগুণ, সরোবরে সহস্রগুণ, নদীতীরে লক্ষগুণ, পর্ব্বতশিখরে কোটীগুণ, শিবমন্দিরে শতকোটিগুণ, গুরুদেবের সন্নিধানে অনন্তগুণ হইবে ॥

" গৃহে গোষ্ঠে তড়াগে চ নদী-নগ-শিবালয়ে।
গুরোর্ব্বা সন্নিধি র্যত্র স জপঃ পরমো মতঃ ॥

গৃহ, গোষ্ঠ, তড়াগ, নদী, পর্ব্বত, শিবালয়, অথবা যে স্থান গুরুর সান্নিধ্য, সেই স্থানে জপই প্রশস্ত।

" ম্লেচ্ছ-দুষ্টমৃগ-ব্যাল শঙ্কাতঙ্ক বিবর্জ্জিতে।
একান্ত পাবনে নিন্দারহিতে ভক্তি সংযুতে ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।

রম্যে ভক্তজন স্থানে নিবসেত্তাপসঃ প্রিয়ে ॥
গুরূণাং সন্নিধানেচ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা ।
প্রেতভূম্যাদিকঞ্চৈব তত্তৎ-কল্পপ্রকাশিতং ।
এষা মন্যতমং স্থান মাশ্রিত্য জপ মাচরেৎ ॥

ম্লেচ্ছ, দুষ্ট মৃগ অথবা দুষ্টজন এবং মৃগ (বন্যজন্তুমাত্র) সর্প, ইহাদিগের হইতে আশঙ্কা-আতঙ্ক-বিবর্জ্জিত, একান্ত পবিত্র, নিন্দারহিত, ভক্তিসংযুত (যে স্থানে উপস্থিত হইলে স্বতএব দেবভক্তির উদয় হয়) সুদেশ, (প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে স্থান সুন্দর) ধার্ম্মিকদেশ, (ধর্ম্মানুষ্ঠানযুক্ত দেশ) সুভিক্ষ, (ভিক্ষা যে দেশে অনায়াসলব্ধ) নিরুপদ্রব, রম্য, ভক্তজনের অধিষ্ঠান স্থান, প্রিয়ে! তাপস পুরুষ এই সকল স্থানে নিবাস করিবেন। গুরুদেবের সন্নিধান ও চিত্তৈকাগ্রস্থল (যে স্থানে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে চিত্তের একাগ্রতা হয়) তাহাও প্রশস্ত। অতঃপর, শ্মশান প্রভৃতি যে সকল সাধন স্থান তৎ তৎ কল্পে (বীরাচার কৌলাচার প্রভৃতি কল্পে) প্রকাশিত হইয়াছে, সাধক নিজ অধিকার অনুসারে, ইহারই অন্যতম স্থান আশ্রয় করিয়া জপ আরম্ভ করিবেন।

বায়বী সংহিতায়াং——

সূর্য্যাস্থাগ্রে গুরো রিন্দো দীপস্য চ জলস্যচ ।
বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ ॥

সূর্য্যের সম্মুখে, গুরুর সম্মুখে, চন্দ্রের সম্মুখে এবং দীপ, জল, ব্রাহ্মণ, গো, ইহাঁদিগের সমীপে জপ প্রশস্ত।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে—

নদীতীরে বিল্বমূলে শ্মশানে শূন্যবেশ্মনি।
একলিঙ্গে পর্ব্বতে বা দেবাগারে চতুষ্পথে ॥
শবস্যোপরি মুণ্ডে বা জলে বা কণ্ঠপূরিতে।
সংগ্রামভূমৌ যোনৌ বা স্থানে বা বিজনে বনে ॥
যত্র কুত্র স্থলে রম্যে যত্র বা স্যান্মনোলয়ঃ ॥

নদীতীরে, বিল্বমূলে, শ্মশানে, শূন্যগৃহে, [যে গৃহে মানুষের বাস নাই] একলিঙ্গে * পর্ব্বতে, দেবাগারে, চতুষ্পথে, [চারিদিক হইতে চারিটী পথ আসিয়া যে স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে] যথাবিহিত শবের উপরিভাগে, মুণ্ডে [যথাশাস্ত্র একমুণ্ড, ত্রিমুণ্ড, পঞ্চমুণ্ড প্রভৃতি আসনে] আকণ্ঠপূরিত জলমধ্যে, সংগ্রামভূমিতে, শক্তিসমীপে, [শ্মশান, শূন্যগৃহ, চতুষ্পথ, মুণ্ড, শব, শক্তি ইত্যাদি এ সমস্তই কুলাচার অধিকারে] নিজ স্থানে, বিজনবনে, অথবা যে কোন রমণীয় স্থলে, অর্থাৎ যেখানে মন ইষ্টদেবতার চরণাম্বুজে বিলীন হয়, সাধক সেই স্থানকেই আশ্রয় করিবেন।

" হর্ম্ম্যে বা সাধয়েদ্দেবীং সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িনীং।"

অথবা, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী দেবীকে হর্ম্ম্য মধ্যে সাধন করিবে।

---

* পঞ্চ ক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তর মীক্ষ্যতে।
তদেকলিঙ্গ মাখ্যাতং তত্র সিদ্ধি রনুত্তমা ॥"

যে স্থানে অনাদি শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন এবং সেই স্থান হইতে পঞ্চক্রোশের মধ্যে যদি আর দ্বিতীয় অনাদি লিঙ্গ দৃষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের নাম একলিঙ্গ। সাধক সেই স্থানে সাধনা করিলে অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ করিবেন।

পুরশ্চরণরসোল্লাসে ——

" গোষ্ঠং চতুষ্পথঞ্চৈব ত্রিপথঞ্চ বরাননে !"

+ + + + +

অশ্বত্থবৃক্ষমূলে চ বটবৃক্ষতলে তথা।
ধাত্রীবৃক্ষ তলে দেবি তথৈব বকুলস্য চ।
যত্র পদ্মবনং ভদ্রে শুক্লং রক্তং বরাননে।
দ্রোণপুষ্পস্য চার্ব্বঙ্গি যদি ভাগ্যেন লভ্যতে ॥
অরুণাদিত্য সঙ্কাশং জপকালং পরাৎপরম্ ॥

বরাননে! গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ত্রিপথ + + × অশ্বত্থবৃক্ষমূল, বটবৃক্ষতল, ধাত্রীবৃক্ষতল, বকুলবৃক্ষমূল, যে স্থানে শুক্লবর্ণ এবং রক্তবর্ণ পদ্মবন, চার্ব্বঙ্গি। সৌভাগ্যবশতঃ যদি দ্রোণপুষ্পের বন লাভ হয়, তবে তাহাও সুপ্রশস্ত জপক্ষেত্র। প্রাতঃসূর্য্যের অরুণকিরণ প্রসারিত হইলে সেই কালে এই সকল ক্ষেত্রে জপ সাধন শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। [চতুষ্পথে ও ত্রিপথে জপ দিবা কর্ত্তব্য নহে]

নিত্যাতন্ত্রে ——

পাতালভবনে বাপি গিরৌ বা দীর্ঘিকাতটে।
শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিল্বমূলে শিবালয়ে ॥

পাতালভবনে [ভূগর্ত্তে] পর্ব্বতে, দীর্ঘিকাতটে, সাধারণ-শক্তিক্ষেত্রে, মহাপীঠে, বিল্বমূলে, শিবালয়ে, সাধক এই সকল ক্ষেত্রে জপ সাধনার আরম্ভ করিবেন।

সময়াচারতন্ত্রে——

" জপস্থানানি দেবেশি সিদ্ধপীঠানি যানি চ ॥ "

দেবেশি! সিদ্ধপীঠ যত, সে সমস্তই জপস্থান ॥

মহাপীঠম্ ।

তন্ত্রচূড়ামণৌ——

ঈশ্বরউবাচ । মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরি ।
কথ্যতাং মে সর্ব্বপীঠং শক্তৈর্ভৈরব দেবতাঃ ॥
দেব্যুবাচ । শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দয়ালো ভক্তবৎসল ।
যাভির্ব্বিনা ন সিধ্যন্তি জপসাধনতৎক্রিয়াঃ ॥
একপঞ্চাশতং পীঠং শক্তৈর্ভৈরব দেবতাঃ ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ ॥
মমাস্য বপুষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ ।
কোট্টরী সা মহাদেব ত্রিগুণা যা দিগম্বরী ॥ ১ ॥
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ।
ক্রোধীশো ভৈরব স্তত্র ॥ ২ ॥ সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা
দেব স্ত্র্যম্বক নামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা ॥ ৩ ॥
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর-ভৈরবঃ ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা ॥ ৪ ॥
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরবঃ ।
অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী ॥ ৫ ॥ স্তনং জালন্ধরে মম
ভীষণো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী ॥ ৬ ॥
হৃৎপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা ॥ ৭ ॥ নেপালে জানু মে শিব ।
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা ॥ ৮
মানবে দক্ষহস্তং মে দেবী দাক্ষায়ণী হর ।

অমরো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৯ ॥
উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথ স্তু ভৈরবঃ ॥ ১০ ॥
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাত শ্চ তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণি স্তু ভৈরবঃ ॥ ১১ ॥
বহুলায়াং বামবাহু র্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ১২
উজ্জয়িন্যাং কূর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষা দ্দেবী মঙ্গল চণ্ডিকা ॥ ১৩ ॥
চট্টলে দক্ষ বাহু র্মে ভৈরব শ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥ ১৪ ॥
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুর সুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশ শ্চ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিরহে দ্দেবী তত্র মুক্তি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্রদেবতা।
প্রচণ্ডচণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্মিকা।
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সধুমিনী।
এতানি নবপীঠানি সংশন্তি বরভৈরবাঃ ॥
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখর মারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শতযোজনবিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং ॥
দেবা মরণ মিচ্ছন্তি কিংপুন র্মানবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ ॥ ১৮
জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ ॥ ১৯
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম ॥ ২০ ॥
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ ॥ ২১ ॥
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরব স্তথা ॥ ২২ ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মম শ্রুতেঃ। ২৩ ॥
কাল্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিষো ভৈরব স্তথা।
শর্ব্বাণী দেবতা তত্র ॥ ২৪ ॥ কুরুক্ষেত্রে চ গুলফতঃ।
স্থাণু নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্ত ভৈরবঃ ॥ ২৫ ॥
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দ স্তু ভৈরবঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মী স্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
কাঞ্চী দেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ব্ভাখ্যা ॥ ২৮ ॥ নিতম্বঃ কালমাধবে।
ভৈরব শ্চাসিতাঙ্গ শ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্বা মন্ত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥
শোণাখ্যো ভদ্রসেনস্ত নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে। ৩০ ॥
রামগিরৌ তথা নাসা শিবানী চণ্ডভৈরবঃ। ৩১ ॥

বৃন্দাবনে কেশজাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৩২ ॥
সংহারাখ্য ঊর্দ্ধদন্তে দেবী নারায়ণী শুচৌ ॥ ৩৩ ॥
অধোদন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে ॥ ৩৪ ॥
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ ॥
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা ॥ ৩৫ ॥
শ্রীপর্ব্বত দক্ষগুল্ফং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরা সর্ব্বা সুনন্দানন্দ ভৈরবঃ ॥ ৩৬ ॥
কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্ফং বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব ! সর্ব্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ ॥ ৩৭ ॥
উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী।
বক্রতুণ্ডো ভৈরবশ্চো ॥ ৩৭ ॥ র্দ্ধোষ্ঠে ভৈরবপর্ব্বতে।
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ ॥ ৩৮ ।
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্যা জলে স্থলে।
ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৩৯ ।
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা।
দণ্ডপাণি র্ভৈরবস্তু । ৪০ । বামগণ্ডেতু রাকিনী।
ভৈরবো বৎসনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ ॥ ৪১ ।
রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধে কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ ॥ ৪২ ।
মিথিলায়াং মহাদেবী বামস্কন্ধে মহোদরঃ ॥ ৪৩ ।
নলহট্ট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৪৪ ।
কালীঘট্টে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী ॥ ৪৫ ।

বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথ স্তু ভৈরবঃ।
নদীপাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী ॥ ৪৬ ।
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭ ।
অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥ ৪৮ ।
হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ।
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা ॥ ৫০ ।
বিরাটদেশমধ্যেতু পাদাঙ্গুলিনিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা ॥ ৫১ ।
অত্রান্তে কথিতাঃপুত্র পীঠনাথাদি দেবতাঃ।
ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজয়েচ্চান্যদেবতাং।
ভৈরবৈ র্হ্রিয়তে সর্ব্বং জপপূজাদিসাধনং ॥
অজ্ঞাত্বা ভৈরবং পীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেত্তু কল্পকোটি জপাদিভিঃ ॥

মহাদেব বলিলেন——পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ি ঈশ্বরি মাতঃ! সমস্ত পীঠ এবং সেই সমস্ত পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ও তাঁহাদিগের ভৈরবগণের বিবরণ আমাকে বল।

দেবী বলিলেন——বৎস! তুমি ভক্তবৎসল ও দয়ালু অতএব তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবতার অভিজ্ঞান ব্যতীত জপ সাধনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ

হয় না। একপঞ্চাশত মহাপীঠ, সেই সকল পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি একপঞ্চাশত এবং তাঁহাদিগের ভৈরবও একপঞ্চাশত। দেব! বিষ্ণুচক্র পরিকৃত আমার এই (নিত্য-চিন্ময়) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতে যেরূপে মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে, ত্রৈলোক্য কল্যাণবিধান জন্য আমি তোমার নিকটে তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি।

হিঙ্গুলায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্রপাত হইয়াছে, তথাতে ভীমলোচন নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, ত্রিগুণময়ী দিগম্বরী দেবী তথাতে কোট্টরী নামে প্রসিদ্ধা ॥ ১ ॥ করবীরপুরে আমার ত্রিনেত্রপাত হয় তথাতে দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী ও ভৈরবের নাম ক্রোধীশ ॥ ২ ॥ সুগন্ধা নগরীতে আমার নাসিকা পাত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম ত্র্যম্বক, দেবীর নাম সুনন্দা ॥ ৩ ॥ কাশ্মীরে আমার কণ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্রিসন্ধ্যেশ্বর; গুণাতীতা হইয়াও মহামায়া বরদা, তথাতে ভগবতী নামে অভিহিতা ॥ ৪ ॥ জ্বালামুখীতে আমার জিহ্বা পাত হয়; তথাতে দেবের নাম উন্মত্তভৈরব, অম্বিকার নাম সিদ্ধিদা ॥ ৫ ॥ জালন্ধরে আমার স্তন পাত হয়; তথাতে ভীষণ নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী ॥ ৬ ॥ বৈদ্যনাথক্ষেত্র আমার হৃদয়পীঠ; তথাতে ভৈরব বৈদ্যনাথ, দেবী জয়দুর্গা ॥ ৭ ॥ নেপালে আমার জানু পাত হয়; তথাতে কপালী নামে ভৈরব অবস্থিত, দেবীর নাম মহামায়া ॥ ৮ ॥ মানবক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ হস্ত পাত হয়; তথাতে দেবী দাক্ষায়ণী নামে অধিষ্ঠিতা এবং অমর নামক ভৈরব তথাতে

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ॥ ৯ ॥ উৎকলে আমার নাভিদেশ পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রের নাম বিরজা ক্ষেত্র ; মহাদেবী তথাতে বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব। ১০। গণ্ডকী নদীতে আমার গণ্ডপাত হয়, তথাতে সাধকের সিদ্ধি নিঃসংশয়। চণ্ডী তথাতে গণ্ডকী নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম চক্রপাণি। ১১। বহুলায় আমার বামবাহু-পাত হয়; তথায় দেবীর নাম বহুলা, ভীরুক নামে ভৈরব তথাতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ১২॥ উজ্জয়িনীতে আমার কূর্পর [বাহু সন্ধির নিম্ন হইতে করতল পর্য্যন্ত] পতিত হয়, কপিলাম্বর নামে ভৈরব তথাতে মঙ্গলপ্রদ ও সাক্ষাৎ সিদ্ধিদায়ক, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩। চট্টলে আমার দক্ষবাহু পাত হয়; চন্দ্রশেখর তথাতে ভৈরব, ভবানী নামে ভগবতী তথাতে ব্যক্তরূপা, বিশেষতঃ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে নিয়ত বাস করি ॥ ১৪ ॥ ত্রিপুরা ক্ষেত্রে আমার দক্ষিণপাদ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরব তথাতে ত্রিপুরেশ্বর নামে সর্ব্বা-ভীষ্টপ্রদায়ক ॥ ১৫ ॥ ত্রিস্রোতা নদীতে আমার বামপাদ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম ঈশ্বর। ১৬। কামপর্ব্বতে আমার যোনিপীঠ পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম কামাখ্যা; যে পর্ব্বতে ত্রিগুণাতীতা হইয়াও আমি রক্তপাষাণরূপিণী, যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়গ্রীব মাধব এবং উমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্যবিহার, সেই নিত্য-প্রত্যক্ষপ্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশয়। তথাতে শ্রীভৈরবী, নক্ষত্র

দেবতা ‡ প্রচণ্ডচণ্ডিকা, (ছিন্নমস্তা) মাতঙ্গী, ত্রিপুরাত্মিকা, [ষোড়শী] বগলা, কমলাত্মিকা, ভুবনেশ্বরী এবং ধূমাবতী, বরভৈরবগণ এই নবপীঠের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। * আমি

---

‡ নক্ষত্র জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর ব্রহ্মার দর্প নির্ম্মূলনের জন্য প্রত্যক্ষ-জ্যোতির্ম্ময়ী জগজ্জননী কামাখ্যাপীঠ হইতে অন্তর্হিতা হইলে, তাঁহারই পুনরাদেশ অনুসারে ব্রহ্মা নক্ষত্রলোক হইতে একটি নক্ষত্র পাতিত এবং কামাখ্যা পীঠে তাহা স্থাপিত করিয়া জগদম্বার জ্যোতির অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কামাখ্যা পীঠকে আলোকিত করিয়া দর্শন এবং দেবীর উপাসনা করেন, ব্রহ্মার তপঃসিদ্ধিকালে দেবী কামাখ্যাপীঠে পুনর্জ্জাজ্বল্যমানা হইলে, সেই নক্ষত্রতেজঃ দেবীর তেজে মিলিত হইয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রে পঞ্চদশ পটলে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

* এ স্থানে দশমহাবিদ্যার দশপীঠের মধ্যে নবপীঠ কথিত হইল। তান্ত্রিক আচার্য্যসম্প্রদায়মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন— "কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যার দশমহাপীঠই অধিষ্ঠিত। পীঠমালায় উক্ত নবপীঠের মধ্যে কেবল কালী ও তারার নাম উল্লিখিত হয় নাই— নক্ষত্রদেবতাশব্দে এ স্থলে একত্বহেতু কামাখ্যার মূলপীঠই বুঝিতে হইবে— ঐ পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালী। এতদ্ভিন্ন কামাখ্যাক্ষেত্রে যে বশিষ্ঠাশ্রম আছে, তাহাই তারাপীঠ; কারণ বশিষ্ঠ তারার উপাসক।" বশিষ্ঠদেবের সাধনাসিদ্ধি বশতঃ বশিষ্ঠাশ্রমে তারাপীঠ অসম্ভব নহে, কিন্তু ঐ স্থান তারাপীঠ বলিয়াই বশিষ্ঠদেব তথাতে আশ্রম করিয়াছিলেন, কিম্বা বশিষ্ঠদেব আশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ স্থান তারাপীঠ, তাহার নিশ্চয় করা কঠিন। বিশেষতঃ কামাখ্যাপীঠকে নবযোন্যাত্মক বলিয়াই তন্ত্রসকল বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে দশপীঠের সমাবেশ নিষ্প্রয়োজন এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কেহ কেহ বলেন——বশিষ্ঠাশ্রম সিদ্ধপীঠ, মহাপীঠ গণনায় তাহার সন্নিবেশ সঙ্গত নহে। নক্ষত্রদেবতা বলিয়া মূলপীঠের যে উল্লেখ হইয়াছে— তাহা কালী, তারা ও ভুবনেশ্বরী এই তিন স্বরূপেরই অধিষ্ঠান স্থান। যোগিনীতন্ত্রের একাদশ পটলে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার অনুকূল প্রমাণও

পাওয়া যায়। যথা— [কামাখ্যাধিকারে] "যত্রকোটিযোগিনীভিঃ কালী বসতি তারিণী। × + × × + × +
উপবিদ্যাশ্চ যাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বাভিস্তাভিরেবচ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈ র্মহাকালী বসেৎ সদা। ব্রহ্মমুখাশ্রয়ং পীঠং উগ্রতারাধিদৈবতং। যে স্থলে যোগিনীকোটীর সহিত কালী ও তারিণী বাস করেন। + + × ×
অন্যান্য মহাবিদ্যা প্রভৃতি এবং যে সকল উপবিদ্যা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের সহিত মহাকালী সর্ব্বদা তথাতে বাস করেন। এই ব্রহ্মমুখ-স্বরূপ মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উগ্রতারা। এই প্রমাণে কালী ও তারা উভয়েরই অধিষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। অতঃপর আবার বলিয়াছেন—" মনোভবগুহাবস্তৌ দেবীশিখর মুন্নতং তন্মহোগ্রমিতিখ্যাতং পীঠং পরমদুর্লভং। সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী।" কামাখ্যার মূলপীঠে মহাযন্ত্রমধ্যোত্থিত বহ্নিমণ্ডলমধ্যে উন্নত দেবীশিখর অবস্থিত, সেই পরমদুর্লভ পীঠ মহোগ্র নামে খ্যাত, সেই পীঠের অধীশ্বরী ঘোরনামক দৈত্যবিনাশিনী ব্রহ্মরূপিণী স্বয়ং সিদ্ধিকালী এবং সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভুবনেশ্বরী। কেহ কেহ বলেন, "এই ভুবনেশ্বরী শব্দ সিদ্ধিকালীরই বিশেষণ, যে হেতু মহাপীঠ প্রকরণে ভুবনেশ্বরীর স্বতন্ত্র পীঠ উল্লিখিত হইয়াছে" এ স্থলে কিন্তু দেবতা শব্দের অব্যবহিত পরেই ভুবনেশ্বরী শব্দের প্রয়োগ দর্শনে ভুবনেশ্বরীকেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বোধ হয়। প্রসিদ্ধও সেইরূপই। আর—ভুবনেশ্বরীর স্বতন্ত্র পীঠ থাকিলেও এ স্থানে সেই স্বরূপের দ্বিতীয় অবস্থিতি অসম্ভব হইবারও কোন কারণ নাই। যাহা হউক, যোগিনী-তন্ত্রের উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে কামাখ্যার মূলপীঠকে কালী তারা ও ভুবনেশ্বরী এই তিন স্বরূপেরই অধিষ্ঠান স্থান বলিয়া নির্ব্বিরোধে মীমাংসা করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, মূল পীঠের অধীশ্বরী স্বয়ং কালী এবং সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা উগ্রতারা, ইহা অনেকাংশে সুসঙ্গতও, কারণ অন্যান্য মহাবিদ্যা অপেক্ষাও তারার সহিত কালীর নিতান্তই অভিন্নভাব, মূর্ত্তিও স্বতন্ত্র নহে; কেবল অবস্থার আংশিক পরিবর্ত্তন মাত্র। মহাপীঠের অভ্যন্তরস্থ দেবীশিখরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভুব-

নেশ্বরী। মূলপীঠের অধীশ্বরী কালী ইহা যোগিনী-তন্ত্রে পঞ্চদশ পটলে স্বতন্ত্ররূপেও কথিত হইয়াছে—"শ্রীদেব্যুবাচ। গুপ্তেন ত্বামহংপৃচ্ছে কামাখ্যা কা বদস্ব মে। ঈশ্বর উবাচ। যা কালী পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী। কামাখ্যা সৈব দেবেশি সর্ব্বসিদ্ধিবিনোদিনী।" দেবী বলিলেন—আমি তোমাকে গুপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি কামাখ্যা স্বরূপতঃ কে? তাহা আমাকে বল। মহাদেব বলিলেন—সুরেশ্বরি! যিনি ব্রহ্মরূপিণী সনাতনী পরমাবিদ্যা কালী, তিনিই সর্ব্বসিদ্ধিবিনোদিনী কামাখ্যা।

কামাখ্যাতন্ত্রেও মূলপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যা [দক্ষিণাকালী] ই কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, যথা——কামাখ্যা-তন্ত্রে নবমপটলে দেবীপ্রশ্নে——

"কামাখ্যা যা মহাদেব কথিতা সর্ব্বরূপিণী।
সা কা বদ জগন্নাথ কপটং মা কুরু প্রভো॥"

মহাদেব! তুমি যাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপিণী কামাখ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ, জগন্নাথ! স্বরূপতঃ তিনি কে, তাহা নিষ্কপট ভাবে বল। দেবীর এই প্রশ্নের পর ভগবান্ উত্তর করিয়াছেন——

"শৃণু দেবি মম প্রাণবল্লভে কথয়ামি তে।
যা দেবী কালিকা মাতা সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপিণী॥
কামাখ্যা সৈব বিখ্যাতা সত্যং সত্যং ন চান্যথা॥"

দেবি প্রাণবল্লভে! আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,——মাতা কালিকা দেবী সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপিণী, তিনিই কামাখ্যানামে বিখ্যাতা, ইহা সত্য সত্য, ইহার অন্যথা নহে। এই প্রসঙ্গেই শেষে বলিয়াছেন——

"যথা কর্ম্মসমাপ্তৌচ দক্ষিণা ফলসিদ্ধিদা।
তথা মুক্তিরসৌ দেবি সর্ব্বেষাং ফলদায়িনী।
অতোহি দক্ষিণাকালী কথ্যতে বরবর্ণিনি॥"

নিখিল যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমাপ্তি হইলে দক্ষিণা যেমন তাহার ফলসিদ্ধিদায়িনী, তদ্রূপ এই মুক্তকেশী মহেশ্বরীও নিখিল সাধনার মুক্তিফলবিধায়িনী, বরবর্ণিনি! এই জন্যই ইনি 'দক্ষিণাকালী' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন।

সর্ব্বত্র বিরলা হইলেও কামরূপ ক্ষেত্রে গৃহে গৃহে [শক্তিরূপে] অধিষ্ঠিতা। একবার এই গৌরীশিখর আরোহণ করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম নাই। করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী দেবীর অধিষ্ঠান স্থান পর্য্যন্ত এই শতযোজন বিস্তৃত ত্রিকোণ-ক্ষেত্র সাধকের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। এই স্থানে স্বয়ং দেবগণও মুক্তি কামনায় মৃত্যু ইচ্ছা করেন, মানবাদি জীব যে, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুপ্রার্থনা করিবে, ইহার আর বলিবার কি আছে?॥ ১৭ ॥ প্রয়াগে আমার হস্তের অঙ্গুলবৃন্দ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব ॥ ১৮ ॥ জয়ন্তীক্ষেত্রে আমার বামজঙ্ঘা পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর ॥ ১৯ যে স্থানে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়, (ক্ষীরগ্রাম); তথাতে ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্ঠ এবং দেবীর নাম যুগাদ্যা ॥২০॥ কালীপীঠে (কালীঘাটে) আমার দক্ষিণচরণের অঙ্গুলিদল নিপতিত হয়; তথাতে ভৈরব নকুলেশ্বর, দেবীর নাম কালী ॥ ২১ ॥ কিরীটদেশে আমার কিরীট পাত হয়; সিদ্ধরূপিণী ভুবনেশ্বরী তথাতে বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম সম্বর্ত্ত ॥ ২২ ॥ বারাণসীতে যে স্থলে আমার কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল পতিত হয়, সেই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। তথাতে দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম কালভৈরব ॥ ২৩ ॥

৺ কামাখ্যাক্ষেত্রে মূলপীঠ হইতে অতিরিক্ত যে আর একটী স্বতন্ত্র কালীপীঠ আছে, মহাপীঠ প্রকরণে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এজন্য বোধ হয়, অন্য কোন বিদ্যার পীঠই ঐ কালীপীঠ নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

কালিকাশ্রমে আমার পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম নিমিষ, দেবীর নাম শর্ব্বাণী। ২৪॥ কুরুক্ষেত্রে আমার গুল্ফ পাত হয়; তথাতে সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থাণু, ভৈরবের নাম অশ্বনাথ॥ ২৫॥ মণিবন্ধে আমার মণিবন্ধ পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম গায়ত্রী, ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ॥ ২৬॥ শ্রীপর্ব্বতে আমার গ্রীবা পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী, ভৈরবের নাম সম্বরনন্দ॥ ২৭॥ কাঞ্চীদেশে আমার কঙ্কাল পাত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। ২৮। কালমাধবে আমার নিতম্ব পাত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম অসিতাঙ্গ, সিদ্ধিদায়িনী দেবীর নাম কালী। দেবীকে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং প্রণাম করিয়া সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।২৯। শোণনদে আমার নিতম্ব পাত হয়; * তথাতে ভৈরবের নাম ভদ্রসেন, দেবীর নাম নর্ম্মদা। ৩০। রামগিরিতে (চিত্রকূট পর্ব্বতে) আমার নালা (জঘনাস্থি) পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম শিবানী, ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। ৩১। বৃন্দাবনে আমার কেশজাল পতিত হয়; তথাতে দেবী উমানামে অধিষ্ঠিতা এবং ভূতেশ নামে ভৈরব তথাতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ৩২। শুচিনামক দেশে আমার ঊর্দ্ধদন্ত পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম নারায়ণী, ভৈরবের নাম সংহারভৈরব॥ ৩৩। পঞ্চসাগরে আমার অধোদন্ত পতিত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম মহারুদ্র, দেবীর নাম বারাহী॥ ৩৪। করতোয়ানদীর

---

* সম্ভবতঃ বাম ও দক্ষিণভাগ ভেদে স্থানদ্বয়ে নিতম্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

বামতটে আমার তল্প [শয্যা, এস্থলে তল্প বা শয্যা শব্দে পরিধেয়, উত্তরীয় অথবা আসনাদি ই বুঝিতে হইবে] পতিত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম বামন, দেবীর নাম অপর্ণা এবং তথাতে করতোয়া নদীও ব্রহ্মরূপিণী। । ৩৫। শ্রীপর্ব্বতে আমার দক্ষিণগুলফ পতিত হয়: তথাতে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরী. সর্ব্বেশ্বরী পরাৎপরা ত্রিপুন্দরীর নাম সুনন্দা, ভৈরবের নাম নন্দভৈরব ।। ৩৬ ।। বিভাগে আমার বামগুলফ পতিত হয়, তথাতে ভীমরূপা দেবীর নাম কপালিনী, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ ।। ৩৭ ।। প্রভাসে আমার উদরদেশ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম চন্দ্রভাগা ও যশস্বিনী, ভৈরবের নাম বক্রতুণ্ড ।। ৩৮ ।। অবন্তীদেশে ভৈরব পর্ব্বতে আমার ঊর্দ্ধওষ্ঠ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ ।। ৩৯।। চিবুকদেশে জলে স্থলে উভয় ভাগে আমার চিবুক পাত হয়; তথাতে দেবী ভ্রামরীর নাম চিবুকা, ভৈরবের নাম সর্ব্বসিদ্ধীশ। এই মহাপীঠে সাধক সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪০ ॥ গোদাবরী নদীতীরে যেস্থানে আমার দক্ষিণ গণ্ডপাত হয়; তথাতে দেবীর নাম বিশ্বেশ্বরী ও বিশ্বমাতৃকা, ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি। যেস্থানে আমার বামগণ্ড পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম রাকিনী ভৈরবের নাম বৎস-নাভ। সাধক তথাতে নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১--১॥৪১--২॥ রত্নাবলী প্রদেশে আমার দক্ষিণস্কন্ধ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম কুমারী, ভৈরবের নাম শিব ॥ ৪২ ॥ মিথিলায় আমার বামস্কন্ধ পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহাদেবী,

ভৈরবের নাম মহোদর ॥ ৪৩ ॥ নলহাটীতে আমার নলা পাত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম যোগীশ এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী দেবীর নাম কালিকা ॥ ৪৪ ॥ কালীঘাটে * আমার মস্তক পতিত হয়,তথাতে ভৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম জয়দুর্গা ॥ ৪৫ ॥ বক্রেশ্বরে আমার মনঃ (ভ্রমধ্য) পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম বক্রনাথ,দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী এবং তত্রত্য নদী পাপহরা ॥ ৪৬ ॥ যশোরে আমার পাণিপদ্ম পতিত হয় ; তথাতে দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। সেই মহাপীঠে সাধক অবশ্য সিদ্ধিলাভ করেন ।। ৪৭ ।। অট্টহাসে আমার ওষ্ঠ পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম ফুল্লরা এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ভৈরবের নাম বিশ্বেশ্বর ।। ৪৮ ।। নন্দিপুরে আমার কণ্ঠহার পতিত হয় ; তথাতে ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী এই স্থানে সিদ্ধি নিঃসংশয় ॥ ৪৯ ॥ লঙ্কায় আমার নূপুর পতিত হয় ; তথাতে ভৈরবের নাম রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী। ইনি পূর্ব্বকালে ইন্দ্র কর্তৃক উপাসিতা হইয়াছিলেন ।। ৫০ ।। বিরাট দেশের মধ্যস্থলে আমার পদাঙ্গুলিসকল নিপতিত হয় ; সেস্থানে ভৈরবের নাম অমৃত এবং দেবীর নাম অম্বিকা ।। ৫১ ।। পুত্র! এই সকল মহাপীঠে যাঁহারা পীঠের অধিনাথ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা কথিত হইলেন ।। দেব ! এই সকল পীঠক্ষেত্রের অধীশ্বর ও অধীশ্বরীকে পূজা না করিয়া পীঠক্ষেত্রে অন্য দেবতার [পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্যতীত অন্যমূর্ত্তি দেবতার] যিনি পূজা করেন, তাঁহার জপ পূজাদি সমস্ত সাধনই

ভৈরবগণকর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পীঠ, পীঠের অধিষ্ঠাতা ভৈরব এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ও তত্ত্ব না জানিয়া সেই পীঠে নিজ ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিলে, প্রাণনাথ! কোটিকল্প কাল ব্যাপিয়া জপাদির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের সিদ্ধি হইবে না ॥

সিদ্ধপীঠম্।

বৃহন্নীলতন্ত্রে——

পীঠপ্রসঙ্গাদ্দেবেশি পীঠানি শৃণু ভৈরবি ॥ ৭ ॥
শৃণু তানি মহাপ্রাজ্ঞে শ্রেষ্ঠস্থানানি যানি চ।
সিদ্ধিপ্রদানি সাধূনাং মহদ্ভিঃ সেবিতানি চ ॥ ৮ ॥
পুষ্করঞ্চ গয়াক্ষেত্রং অক্ষয়াখ্যবটস্তথা।
বরাহপর্ব্বতশ্চৈব শিবশ্চামরকণ্টকং ॥ ১ ॥
নর্ম্মদা যমুনা পিঙ্গা গঙ্গাদ্বারং তথা প্রিয়ে।
গঙ্গাসাগরসঙ্গঞ্চ কুশাবর্ত্তঞ্চ বিল্বকং ॥ ২ ॥
শ্রীশৈলপর্ব্বতশ্চৈব কলম্ব কুব্জকে তথা।
ভৃগুতুঙ্গঞ্চ কেদারং সর্ব্বপ্রিয়মহালয়ং ॥ ৩ ॥
ললিতা চ সুগন্ধা চ শাকম্ভরীপুরং প্রিয়ং।
কর্ণতীর্থং মহাগন্ধা নগ্নিকাশ্রম মেবচ ॥ ৪ ॥
কুমারাখ্য-প্রভাসৌ চ তথা ধন্যা সরস্বতী।
অগস্ত্যাশ্রম মিষ্টং মে কণ্বাশ্রম মতঃ পরং ॥ ৫ ॥
কৌশিকী সরযূ-শোণ-জ্যোতিঃসর পুরঃসরং।
কালোদকং প্রিয়ং হিমং প্রিয় মুত্তরমানসং ॥ ৬ ॥

মতঙ্গবাপী গুপ্তার্চ্চি রহ্মদ্ বিষ্ণুপদং মহৎ।
বৈদ্যনাথং মহাতীর্থং প্রিয়ঃ কালঞ্জরো গিরিঃ ॥ ৭ ॥
রামোচ্ছেদং হরোচ্ছেদং গর্গোচ্ছেদং মহানলং।
ভদ্রেশ্বরং মহাতীর্থং লক্ষ্মণোচ্ছেদ মেব চ ॥ ৮ ॥
জানীহি প্রিয়শ্রেষ্ঠা চ কাবেরী কপিলোদকা।
সোমেশ্বরং শুক্লতীর্থং কৃষ্ণবেণ্যা-প্রভেদকং ॥ ৯ ॥
পাটলা চ মহাবোধি নগতীর্থং মদন্তিকা।
পুণ্যং রামেশ্বরং দেবি তথা মেঘবনং হরেঃ ॥ ১০ ॥
ঐলং রমণকঞ্চৈব গোবর্দ্ধন মজপ্রিয়ং।
হরিশ্চন্দ্রং পুরশ্চন্দ্রং পৃথূদকময়ং প্রিয়ং ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রনীলং মহানাদং তথৈব প্রিয় মৈলকং।
পঞ্চাসরং পঞ্চবটী বটী পর্ব্বতিকা তথা ॥ ১২ ॥
গঙ্গাবিল্বঞ্চ প্রাসঙ্গঃ প্রিয়নাদবট স্তথা।
গঙ্গা রামাচলঞ্চৈব তথৈব ঋণমোচনং ॥ ১৩ ॥
গৌতমেশ্বরতীর্থঞ্চ বশিষ্ঠতীর্থ মেব চ।
হারীতকং তথা দেবি ব্রহ্মাবর্ত্তং শিবপ্রদং ॥ ১৪ ॥
কুশাবর্ত্ত মতিশ্রেষ্ঠং হংসতীর্থং তথৈবচ।
পিণ্ডারকবনং খ্যাতং হরিদ্বারং তথৈবচ ॥ ১৫ ॥
তথৈব বদরীতীর্থং রামতীর্থং তথৈবচ।
জয়ন্তং বিজয়ন্তঞ্চ সর্ব্বকল্যাণদং প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥
বিজয়া সারদাতীর্থং ভদ্রকালেশ্বরং তথা।
অশ্বতীর্থং সুবিখ্যাতং তথা বেদশিরাঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
ওঘবতী নদী চৈব তীর্থমশ্বপদং তথা।
ছাগলিঙ্গং মাতৃগণং করবীরপুরং তথা ॥ ১৮ ॥

সপ্ত গোদাবরং তীর্থং সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদং।
অযোধ্যা মথুরা মায়া দুর্গা দ্বারাবতী হরেঃ ॥ ১৯ ॥
বিদ্যাপুর মবন্তী চ কামমঙ্গলকোটরং।
কালীঘট্টং গুপ্ততীর্থং সিদ্ধাখ্যং সর্ব্বমোহনং ॥ ২০ ॥
কিরীট মুত্তরাতীর্থং দক্ষিণাতীর্থ মুত্তমং।
বিশালতীর্থং কাল্যাশ্চ বনং বৃন্দাবনং তথা ॥ ২১ ॥
জ্বালামুখী হিঙ্গুলাচ মহাতীর্থং গণেশ্বরং।
জানীহি সর্ব্বসিদ্ধীনাং হেতুস্থানানি সুন্দরি ॥ ২২ ॥
অত্র সন্নিহিতা নিত্যং সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়ঃ।
পিতরো যোগিনশ্চৈব যে যে সিদ্ধিপরায়ণাঃ ॥ ২৩ ॥
আশুসিধ্যন্তি কার্য্যানি শ্রদ্ধাভক্তিমতাং প্রিয়ে।
পুণ্যকালে পঠেদ্ যস্তু তৎপুণ্য মক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্ যস্তু শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ।
অক্ষয়ং তদ্ ভবেদ্বাক্যং পিতৃণাং পরমং সুখং ॥
অস্মিন্ স্থানে জপেদ্ যস্তু সিদ্ধির্ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥

অথ বক্ষ্যে মহেশানি যত্র যা দেবতাঃ শৃণু।
তত্র তে যানি নামানি কথয়িষ্যামি তৎ শৃণু।
মগ্নোহহং পরমানন্দে ত্বৎ-কথামৃত-বারিধৌ। ১।
পুষ্করে কমলাক্ষী চ গয়ায়াঞ্চ গয়েশ্বরী।
অক্ষয়াক্ষয়বটকেহমরেশাৎ ধরকণ্টকে। ২।
বরাহপর্ব্বতে চ ত্বং বারাহী ধরণীপ্রিয়া।
দুর্ম্মদা নর্ম্মদায়াঞ্চ কালিন্দী যমুনাজলে। ৩।

শিবামৃতা চ গঙ্গায়া মন্থা দেহলিকাশ্রমে।
কুমারধামে কৌমারী প্রভাসে সুরপূজিতা। ৪।
কাশ্ম্যাঞ্চৈ বান্নপূর্ণা চ দ্রাবিড়ে চ সরস্বতী।
মহাবিদ্যা মন্তমেধা অগস্ত্যাশ্রমকে তথা। ৫।
কৌশিকাতি প্রিয়ং নাম কৌশিক্যমৃত কৌশিকে।
সারদা সরযূতীরে শোণে চ কণকেশ্বরী। ৬।
স্বপ্রকাশবশাদ্দেবি জ্যোতির্ম্ময্যব্ধি সঙ্গমে।
শ্রীরসি শ্রীগিরৌ চৈব কালী কালোদকে তথা। ৭
মহাদেবী মহাবুদ্ধি নীলা চোত্তর মানসে।
মাতঙ্গী স্যাম্মতঙ্গে চ গুপ্তার্চ্চি র্ব্বিষ্ণুপাদকে। ৮।
স্বর্গদা স্বর্গমার্গে চ গোদাবর্য্যাং গবেশ্বরী।
বিমুক্তি শ্চৈব গোমত্যাং বিপ্রগা বা মহাবলা। ৯।
শতপ্রভা শতরূপা চন্দ্রভাগা চ তত্র বৈ।
ঐরাবত্যাঞ্চ ঈর্নাম সিদ্ধিদা সিদ্ধিতীরকে। ১০।
দক্ষপঞ্চনদে চৈব দক্ষিণা ত্বং প্রকীর্ত্তিতা।
ঔরসে বীর্য্যদা চ ত্বং সঙ্গমা তীর্থসঙ্গমে। ১১।
বাহুদায়া মনস্তা ত্বং কুরুক্ষেত্রে রণেক্ষণা।
তপস্বিনী পুণ্যতমা ভারতী ভরতাশ্রমে। ১২।
সুকথা নৈমিষারণ্যে পাণ্ডৌ চ পাণ্ডুরাননা।
বিশাল্যাঞ্চ বিশালাক্ষী মুণ্ডপৃষ্ঠে শিবাত্মিকা। ১৩।
শ্রদ্ধা কনখলে তীর্থে শুদ্ধবুদ্ধি মুনীশ্বরে।
সুবেশা সুমনা গৌরী মানসে চ সরোবরে ॥ ১৪।
নন্দাপুরে মহানন্দা ললিতা ললিতাপুরে।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মশিরসি মহাপাতকনাশিনী ॥ ১৫ ॥

পূর্ণিমা চেন্দুমত্যাদ্যৈঃ সিঞ্চয়ন্তী প্রিয়া সদা।
জাহ্নবী সঙ্গমে তৃপ্তিঃ স্বধা ত্বং পিতৃতুষ্টিদা। ১৬।
পুণ্যা ত্বং বেণুবত্যাঞ্চ প্রপায়াং পাপনাশিনী।
শঙ্খসংহারিণী ঘোররূপা চৈব মহোদরী ॥ ১৭ ॥
স্বর্গোচ্ছেদে মহারাত্রিঃ প্রবলা চ মহাবনে।
ভদ্রা চ ভদ্রকালী চ ভদ্রেশ্বরীশ্বরপ্রিয়া ॥ ১৮ ॥
ভদ্রেশ্বরে, রমা বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপদে তথা।
দারুণা নর্ম্মদোচ্ছেদে কাবের্য্যাং কপিলেশ্বরী ॥ ১৯ ॥
ভেদিনী কৃষ্ণবেণ্যায়াং সংভেদে শুভবাসিনী।
শুদ্ধা চ শুক্রতীর্থে চ প্রভা রামেশ্বরে তথা। ২০
মহাবোধৌ মহাবুদ্ধিঃ পাটলে পাটলেশ্বরী।
সুরসা নাগতীর্থে চ নাগেশী নাগবন্দিতা। ২১।
মদন্তে চ মদন্তী চ প্রমদা চ মদন্তিকা।
মেঘস্বনা মেঘবনে বিদ্যুৎসৌদামিনীচ্ছটা। ২২।
রামেশ্বরে মহাসিদ্ধি র্ব্বারাচৈলাপুরে সতী।
প্রিয়ে রমণকে দুর্গা সুবেশা সুরসুন্দরী। ২৩।
কাত্যায়নী মহাদেবী গোবর্দ্ধনেঽম্বিকা তথা
শুভেশ্বরী হরিশ্চন্দ্রে পুরশ্চন্দ্রে পুরেশ্বরী। ২৪।
পৃথূদকে মহাবেগা মৈনাকেঽখিলবর্দ্ধিনী।
ইন্দ্রনীলে-মহাকান্তী রত্নবেশা সুশোভনা ॥ ২৫ ॥
মাহেশ্বরী মহানাদে মহাতেজা মহাবলা।
পম্পাসরসি শারঙ্গা পঞ্চবট্যাং তপস্বিনী ॥ ২৬ ॥
বটী পর্ব্বটিকায়াঞ্চ পঞ্চাবর্গা সুরঙ্গিনী।
সঙ্গমে বিন্ধ্যগঙ্গায়াং বিন্ধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ২৭।

মহানন্দা নন্দতটে গঙ্গা রামাচলে শিবা।
আর্য্যাবর্ত্তে মহার্য্যা ত্বং বিমুক্তি ঋণমোচনে॥ ২৮।
অট্টহাসে চ চামুণ্ডা তন্ত্রেশী গৌতমেশ্বরী।
বেদময়ী ব্রহ্মবিদ্যা বাশিষ্ঠে ত্ব মরুন্ধতী॥ ২৯।
হারীতে হরিণাক্ষী চ ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রতেশ্বরী।
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী কুশাবর্ত্তে কুশপ্রিয়া॥ ৩০
হংসেশ্বরী মহাতীর্থে পরহংসেশ্বরীতি চ।
পিণ্ডারকবনে ধন্যা সুরূপা সুখদায়িনী॥ ৩১।
নারায়ণী বৈষ্ণবী সা গঙ্গাদ্বারে বিমুক্তিদা।
শ্রীবিদ্যা বদরীতীর্থে রামতীর্থে মহাধৃতিঃ॥ ৩২।
জয়ন্তী চ জয়ন্তে ত্বং বিজয়ন্তেঽপরাজিতা।
বিজয়া চ মহাশুদ্ধিঃ সারদায়াঞ্চ সারদা॥ ৩৩।
সুভদ্রা ভদ্রদা ভব্যা ভদ্রকালেশ্বরে তথা।
মহাভদ্রী ভদ্রকালী হয়তীর্থে গবীশ্বরী॥ ৩৪।
বেদদা বেদমাতা চ বেদেশা বেদমস্তকে।
ওঘবত্যাং মহাবীর্য্যা মহানদ্যাং মহোদয়া॥ ৩৫।
চণ্ডাচ ত্রিপদে চৈব ছাগলিঙ্গে বলিপ্রিয়া।
মাতৃদর্শে জগন্মাতা করবীরপুরে সতী॥ ৩৬।
মলিনী রঙ্গিনী বাম্যা পরমা পরমেশ্বরী।
সপ্তগোদাবরীতীর্থে দেবশীর্ষাঽখিলেশ্বরী॥ ৩৭।
অযোধ্যায়াং ভবানী চ জয়দা জয়মঙ্গলা।
মাধবী মথুরায়াঞ্চ দেবকী যাদবেশ্বরী॥ ৩৮।
বৃন্দা গোপীশ্বরী রাধা রাসবৃন্দাবনে রসে।
কাত্যায়নী মহামায়া ভদ্রকালী কলাবতী। ৩৯।

চন্দ্রমালা মহাশান্তি র্মহাযোগিন্যধীশ্বরী।
ব্রজেশ্বরী যশোদেতি ব্রজশ্রী র্গোকুলেশ্বরী। ৪০।
কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যা দবন্ত্যামতিপাবনী।
বিদ্যা বিদ্যাপুরে চৈব বিমলা নীলপর্ব্বতে। ৪১।
রাজেশী শ্বেতগঙ্গেশী বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিরজা যাগপুর্য্যাঞ্চ ভদ্রেশী ভদ্রকর্ণিকা। ৪২।
তমোলিপ্তে তমোঘ্নী চ স্বাহা সাগরসঙ্গমে।
কুলশ্রী র্বংশবৃদ্ধিশ্চ মাধবী মাধবপ্রিয়া॥ ৪৩।
মঙ্গলা মঙ্গলে কোটে রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডিকা।
জ্বালামুখী শিবাপীঠে মন্দারে ভুবনেশ্বরী॥ ৪৪।
কালীবট্টে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গবাহিনী॥ ৪৫।
সাক্ষাৎ সর্ব্বত্র ভক্তানা মভক্তানাং কুতোঽপি ন॥ ৪৬॥

—ঃঃ—

দেবেশি মহাপ্রাজ্ঞে ভৈরবি! পীঠার্চ্চন প্রসঙ্গক্রমে পীঠসমূহ ও তদ্ভিন্ন, মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং সাধুগণের সিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠ স্থান সমস্ত শ্রবণ কর।

পুষ্করতীর্থ, গয়াক্ষেত্র, অক্ষয়বট, বরাহপর্ব্বত, শিবতীর্থ, অমরকণ্টক। ১। নর্ম্মদা, যমুনা, পিঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুশাবর্ত্ত, বিল্বকতীর্থ॥ ২॥ শ্রীপর্ব্বত, নীলপর্ব্বত, কলম্বতীর্থ, কুব্জকতীর্থ, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, সর্ব্বপ্রিয় মহালয়। ৩। ললিতা, সুগন্ধা, শাকম্ভরীপুর, কর্ণতীর্থ, মহাগঙ্গা, নন্দিকাশ্রম। ৪। কুমারাখ্য, প্রভাস, সরস্বতীতীর্থ, অগস্ত্যাশ্রম, কণ্বাশ্রম॥ ৫॥ কৌশিকী, সরযূ, শোণ,

নদ, জ্যোতিঃসর, পুরঃসর, কালোদক, উত্তরমানস ॥ ৬ ॥ মতঙ্গবাপী, গুপ্তার্চ্চিঃ এবং বিষ্ণুপদ, মহাতীর্থ বৈদ্যনাথ, কালঞ্জরগিরি ॥ ৭ ॥ রামোচ্ছেদ, হরোচ্ছেদ, গর্গোচ্ছেদ, মহানল, ভদ্রেশ্বর, লক্ষ্মণোচ্ছেদ ॥৮॥ কপিলোদকা কাবেরীকেও এইরূপ আমার প্রিয়শ্রেষ্ঠা বলিয়া জানিও। সোমেশ্বর, কৃষ্ণবেণ্যা নদী, প্রভেদক, শুক্লতীর্থ। ৯। পাটলা, মহাবোধি, নগতীর্থ, মদন্তিকা, রামেশ্বর, মেঘবন। ১০। ঐল. রমণক, গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, হরিশ্চন্দ্র, পুরশ্চন্দ্র, পৃথূদকময়। ১১। ইন্দ্রনীল, মহানাদ, ঐলক. পম্পাসরঃ (পম্পাসরঃ) পঞ্চবটী, বটী, পর্ব্বতিকা। ১২। গঙ্গাবিল্ব, প্রাসঙ্গ, প্রিয়নাদ বট, গঙ্গা রামাচল, ঋণমোচন। ১৩। গৌতমেশ্বর তীর্থ, বশিষ্ঠতীর্থ, হারীতক, ব্রহ্মাবর্ত্ত। ১৪। কুশাবর্ত্ত, হংসতীর্থ, পিণ্ডারকবন, হরিদ্বার ॥ ১৫ ॥ বদরীতীর্থ, রামতীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়ন্ত ॥ ১৬ ॥ বিজয়াতীর্থ, সারদাতীর্থ, ভদ্রকালেশ্বর, অশ্বতীর্থ, বেদশিরাঃ ॥ ১৭ ॥ ওঘবতী নদী, অশ্বপদতীর্থ, ছাগলিঙ্গ, মাতৃগণ, করবীরপুর ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদ সপ্তগোদাবর তীর্থ, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, দুর্গা, দ্বারাবতী। ১৯। বিদ্যাপুর, অবন্তী, কাঞ্চী, মঙ্গলকোটর, সিদ্ধাখ্য সর্ব্বমোহন গুপ্ততীর্থ কালীঘট্ট ॥ ২০ ॥ কিরীট, উত্তরাতীর্থ, দক্ষিণাতীর্থ, বিশালতীর্থ, কালীবন, বৃন্দাবন। ২১। জ্বালামুখী, হিঙ্গুলা ও গণেশ্বর।

সুন্দরি! এই সকল স্থানকে সর্ব্বসিদ্ধির হেতু বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥ এই সকল ক্ষেত্রে সমস্ত দেবগণ, মহর্ষিগণ পিতৃলোক, যোগিগণ এবং যে সকল মহাপুরুষ সিদ্ধিপরায়ণ,

তাঁহারা নিত্য সন্নিহিত ॥ ২৩ ॥ শ্রদ্ধাভক্তিবিশিষ্ট সাধকগণ এই সকল ক্ষেত্রে কার্য্যের অ_ষ্ঠান করিলে তাহা শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। পুণ্যাক এই পীঠমালার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পুণ্য অক্ষয় হয়। শ্রাদ্ধকালে যিনি ইহা পাঠ করেন বা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধমন্ত্র সকল অক্ষয় ফলপ্রদ এবং পিতৃপুরুষগণের পরম সুখকর হয়। মৎকীর্ত্তিত এই সকল সিদ্ধপীঠে যিনি মন্ত্রাদি জপ করিবেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মন্ত্র সিদ্ধি হইবে ।২৪। ২৫।

— ঃঃ —

মহেশানি! উল্লিখিত এই সকল সিদ্ধপীঠে যে যে স্থলে যে যে দেবতা এবং সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগের যে নাম, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! তোমার লীলাগুণকথারূপ অমৃতসমুদ্রে আমি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছি। ১। পুষ্করে তুমি কমলাক্ষী, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, অক্ষয়বটে অক্ষয়া, অমরকণ্টকে অমরেশা। ২। বরাহ পর্ব্বতে তুমি ভূভারধারিণী বারাহী, নর্ম্মদায় নর্ম্মদা, যমুনাজলে কালিন্দী ॥ ৩ ॥ গঙ্গাতে শিবামৃতা, দেহলিকাশ্রমে অম্বা, কুমারধামে কৌমারী, প্রভাসে সুরপূজিতা ॥ ৪। কাশীধামে অন্নপূর্ণা, দ্রাবিড়ে সরস্বতী, অগস্ত্যাশ্রমে মহাবিদ্যা ও মন্তমেধা। ৫। কৌষিকি! অমৃতকৌশিকে তোমার প্রিয়নাম কৌশিকী, সরযূতীরে সারদা, শোণনদে কনকেশ্বরী।
দেবি! স্বপ্রকাশবশতঃ সমুদ্রসঙ্গমেও তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী, শ্রীপর্ব্বতে তুমি শ্রী [লক্ষ্মী], কালোদকে কালী ॥ ৭ ॥ উত্তর-

মানসে মহাদেবী, মহাবুদ্ধি এবং নীলা, মতঙ্গাশ্রমে (মেহারে) মাতঙ্গী, বিষ্ণুপাদকে গুপ্তার্চ্চিঃ। ৮। স্বর্গপথে স্বর্গদা, গোদাবরীতে গবেশ্বরী, গোমতীতে বিমুক্তি, বিপ্রগা, মহাবলা, শতপ্রভা, শতরূপা ও চন্দ্রভাগা, ঐরাবতী নদীতে তোমার নাম ঈ, সিদ্ধিতীরে সিদ্ধিদা ॥ ৯। ১০ ॥ দক্ষিণপঞ্চনদে তুমি দক্ষিণা, ঔরসতীর্থে তুমি বীর্য্যদা, তীর্থসঙ্গমে সঙ্গমা। ১১। বাহুদাতে তুমি অনন্তা, কুরুক্ষেত্রে রণেক্ষণা, ভরতাশ্রমে তপস্বিনী, পুণ্যতমা ও ভারতী। ১২। নৈমিষারণ্যে সুকথা, পাণ্ডুদেশে পাণ্ডরাননা, বিশালীক্ষেত্রে বিশালাক্ষী; মুণ্ডপৃষ্ঠে শিবাত্মিকা। ১৩। কনখলতীর্থে শ্রদ্ধা, মুনীশ্বরে [বৃদ্ধক্ষেত্রে] শুদ্ধবুদ্ধি, মানসসরোবরে সুরেশা, সুমনাঃ এবং গৌরী। ১৪ ॥ নন্দাপুরে মহানন্দা, ললিতাপুরে ললিতা, ব্রহ্মশিরা তীর্থে মহাপাতকনাশিনী ব্রহ্মাণী এবং ইন্দুমতী প্রভৃতি পঞ্চদশকলা দ্বারা তুমি অমৃতসেচনকারিণী পূর্ণিমা, জাহ্নবী সঙ্গমে তুমি তৃপ্তি এবং পিতৃগণের তুষ্টিদায়িনী স্বধা। ১৫। ১৬ ॥ বেণুমতী নদীতে তুমি পুণ্যা, প্রপাতীর্থে তুমি পাপনাশিনী, শঙ্খসংহারিণী ঘোররূপা এবং মহোদরী ॥ ১৭ ॥ স্বর্গোচ্ছেদে মহারাত্রি, মহাবনে প্রবলা, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, ভদ্রকালী, ভদ্রেশ্বরী এবং ঈশ্বরপ্রিয়া ॥ ১৮ ॥ বিষ্ণুপদে রমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া, নর্ম্মদোচ্ছেদে দারুণা, কাবেরী নদীতে কপিলেশ্বরী ।১৯। কৃষ্ণবেণ্যা নদীতে ভেদিনী, সংভেদে শুভবাসিনী, শুক্লতীর্থে শুদ্ধা, রামেশ্বরে প্রভা। ২০। মহাবোধতীর্থে মহাবুদ্ধি, পাটলে পাটলেশ্বরী, নাগতীর্থে সুরসা, নাগেশী এবং নাগবন্দিতা। ২১। মদন্তীর্থে মদন্তী, প্রমদা

এবং মদন্তিকা, মেঘবনে মেঘস্বনা, বিদ্যুৎ এবং সৌদামিনীচ্ছটা। ২২। রামেশ্বরে মহাসিদ্ধি, এলাপুরে বারা এবং সতী, রমণকতীর্থে দুর্গা, সুবেশা এবং সুরসুন্দরী। ২৩। গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে কাত্যায়ণী, মহাদেবী এবং অম্বিকা, হরিশ্চন্দ্রে শুভেশ্বরী, পুরশ্চন্দ্রে পুরেশ্বরী। ২৪। পৃথূদকতীর্থে মহাবেগা, মৈনাকক্ষেত্রে অখিলবর্দ্ধিনী, ইন্দ্রনীলে মহাকান্তি, রত্নবেশা এবং সুশোভনা। ২৫। মহানাদে মাহেশ্বরী, মহাতেজা এবং মহাবলা, পম্পাসরোবরে শার্ঙ্গী, পঞ্চবটীতে তপস্বিনী। ২৬। পর্ব্বতিকায় বটী, পঞ্চবর্ণা এবং সুরঙ্গিনী, বিন্ধ্যাচল ও গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে তুমি বিন্ধ্যশ্রী এবং বিন্ধ্যবাসিনী। ২৭। নন্দনদতটে মহানন্দা এবং গঙ্গা, রামাচলে (চিত্রকূটে) শিবা, আর্য্যাবর্ত্তে তুমি মহার্য্যা, ঋণমোচনক্ষেত্রে তুমি বিমুক্তি। ২৮। অট্টহাসে চামুণ্ডা, গৌতমক্ষেত্রে তন্দ্রেণী এবং গৌতমেশ্বরী, বশিষ্ঠক্ষেত্রে বেদময়ী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং অরুন্ধতী। ২৯। হারীতক্ষেত্রে হরিণাক্ষী, ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রতেশ্বরী, গায়ত্রী এবং সাবিত্রী, কুশাবর্ত্তে কুশপ্রিয়া। ৩০। হংস মহাতীর্থে হংসেশ্বরী এবং পরহংসেশ্বরী, পিণ্ডারকবনে ধন্যা, সুরসা ও সুখদায়িনী। ৩১। গঙ্গাদ্বারে নারায়ণী, বৈষ্ণবী এবং বিমুক্তিদা, বদরীতীর্থে শ্রীবিদ্যা, বামতীর্থে মহাধৃতি। ৩২। জয়ন্তীর্থে তুমি জয়ন্তী, বিজয়ন্তে অপরাজিতা, বিজয়া এবং মহাশুদ্ধি, সারদাতীর্থে তুমি সারদা ॥ ৩৩ ॥ ভদ্রকালেশ্বরে সুভদ্রা, ভদ্রদা, ভব্যা, মহাভদ্রী এবং ভদ্রকালী। হয়তীর্থে গবীশ্বরী ॥ ৩৪ ॥ বেদমস্তকে বেদদা, বেদমাতা এবং বেদেশা, ওঘবতী মহানদীতে তুমি মহাবীর্য্যা ও মহোদয়া ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপদতীর্থে

চণ্ডা, ছাগলিঙ্গে বলিপ্রিয়া, মাতৃদর্শে জগন্মাতা, করবীরপুরে সতী, মলিনী, রঙ্গিনী, রামা, পরমা এবং পরমেশ্বরী, সপ্তগোদাবরতীর্থে দেবশার্যা এবং অখিলেশ্বরী ॥ ৩৬। ৩৭॥ অযোধ্যাক্ষেত্রে ভবানী, জয়দা এবং জয়মঙ্গলা, মথুরাক্ষেত্রে মাধবী, দেবকী এবং যাদবেশ্বরী ॥ ৩৮॥ রাস-রসময় বৃন্দাবনধামে তুমি বৃন্দা, গোপাশ্বরী, রাধা, কাত্যায়ণী, মহামায়া, ভদ্রকালী, কলাবতী, চন্দ্রমালা, মহাশান্তি, মহাযোগিনী, অধীশ্বরী, ব্রজেশ্বরী, যশোদা, ব্রজশ্রী এবং গোকুলেশ্বরী ॥ ৩৯। ৪০ ॥ কাঞ্চীতীর্থে কনককাঞ্চী, অবন্তীতীর্থে অতিপাবনী, বিদ্যাপুরে বিদ্যা, নালপর্ব্বতে বিমলা ॥ ৪১ ॥ পুরুষোত্তমে তুমি রাজেশী, শ্বেতাঙ্গেশী, বিমলা এবং বিরজা, যাগপুরীতে ভদ্রেশী ও ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৪২ ॥ তমোলিপ্তপুরে তমোঘ্নী, সাগরসঙ্গমে স্বাহা, মাধবতীর্থে কুলশ্রী, বংশবৃদ্ধি, মাধবী এবং মাধবপ্রিয়া ॥ ৪৩ ॥ মঙ্গলকোটে মঙ্গলা, রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডিকা, শিবাপাঠে জ্বালামুখী, মন্দারে ভুবনেশ্বরী ॥ ৪৪ ॥ কালীঘট্টে গুহ্যকালী, কিরীটতীর্থে মহেশ্বরী, কিরীটেশ্বরী এবং মহাদেবী, লিঙ্গতীর্থে লিঙ্গবাহিনী ॥ ৪৫ ॥

দেবি! আমি যে সমস্ত পীঠ মহাপীঠের কীর্ত্তন করিলাম, অনুরক্ত ভক্তের চক্ষুতে এ সকল পীঠ মহাপীঠ কেন? তুমি সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপিণী; কিন্তু অভক্ত হইয়া লক্ষকোটি পীঠ পর্য্যটন করিলে তুমি কোথায়ও তাহার চক্ষুতে প্রত্যক্ষ নও। (অন্যত্র প্রত্যক্ষ হইবে সে কথা দূরে থাকুক, তোমার নিত্যপ্রত্যক্ষ-দর্শনস্থান পীঠ মহাপীঠ সিদ্ধপীঠেও তাহার সেই ভক্তিহীন দৃষ্টি হইতে তুমি তোমার

নিত্য জাজ্জ্বল্যমান ব্রহ্মতেজঃও সম্বরণ করিয়া অন্তর্হিতা হও)॥ ৪৬॥

---*---

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি সুন্দরি।
সর্ব্বপাপবিনাশার্থি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং। ১।
নির্ম্মিতানি শিবেনেহ সিদ্ধিস্থানানি যানি চ।
শ্রুত্বা মনসি ভাব্যানি প্রকাশ্যান্যধিকারিষু। ২।
অমরেশ-মহাপীঠে ঈশ ওঙ্কারসজ্ঞকঃ।
যত্র দুর্গাদ্বয়ং নাম চণ্ডিকা চ মহেশ্বরী। ৩।
প্রভাসে সোমনাথাদৌ দেবী চ পুষ্করেক্ষণা।
দেবদেবাধিপঃ শম্ভু নৈমিষে চ মহেশ্বরঃ। ৪।
তত্র প্রজ্ঞা চ দেবী চ শিবানী লিঙ্গধারিণী।
পুষ্করে চ রাজগন্ধিঃ পুরুহূতা মহেশ্বরী। ৫।
শ্রীপর্ব্বতে প্রিয়ং নাম শঙ্কর স্ত্রিপুরান্তকঃ।
মায়াবা শঙ্করী তত্র ভক্তানা মখিলার্থদা। ৬।
জপ্যেশ্বরে মহাস্থানে শঙ্করী চ ত্রিশূলিনী।
ত্রিশূলী শঙ্কর স্তত্র সর্ব্বপাপবিমোচকঃ। ৭।
আম্রাতকপুরে সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মাখ্যা পরমেশ্বরী।
মহাকালে মহাকালো মহাকালী মহেশ্বরী। ৮।
মধ্যে শিবশ্চ সর্ব্বত্র শর্ব্বাণী পরমেশ্বরী।
কেদারেশ্বর ঈশানো দেবী সন্মার্গদায়িনী। ৯।
ভৈরবে ভৈরবঃ শম্ভু র্ভৈরবী পরমেশ্বরী।
গণক্ষেত্রে মঙ্গলাখ্যা শিবোয়ং প্রপিতামহঃ। ১০।
কুরুক্ষেত্রে শিবঃ স্থাণুঃ শিবা স্থাণুপ্রিয়া পয়া।

ইষ্টনাভে স্বয়ম্ভূশ্চ দেবী স্বায়ম্ভুবা মতা। ১১।
উগ্রঃ কনখলে প্রোক্তঃ শিবোগ্রা শিববল্লভা।
বিমলেশ্বরে বিশ্বঃ শম্ভুর্ব্বিশ্বা বিশ্বপ্রিয়া সদা। ১২
অট্টহাসে মহানন্দো মহানন্দা মহেশ্বরী।
মহান্তকো মহেন্দ্রে চ পার্ব্বতী চ মহান্তকা। ১৩।
ভীমেশ্বরো ভীমপীঠে শিবা ভীমেশ্বরী তথা।
বস্ত্রপাদে ভবোনাম ভবানী ভুবনেশ্বরী। ১৪।
অদ্রিকূটে মহাযোগী রুদ্রাণী পরমেশ্বরী।
অবিমুক্তে মহাদেবো বিশালাক্ষী শিবা পরা। ১৫।
মহালয়ে হরো রুদ্রো মহাভাগা শিবা তথা।
মহাবলশ্চ গোকর্ণে শিবা জ্ঞেয়াচ চণ্ডিকা।১৬।
ভদ্রকর্ণে মহাদেবো ভদ্রা চ কর্ণিকা তথা।
সুবর্ণাখ্যে সহস্রাক্ষ উৎপলা পরমেশ্বরী। ১৭।
স্থাণুসংজ্ঞে শিবঃ স্থাণ্বীশ্বরঃ স্থাণ্বীশ্বরা শিবা।
কমলালয়ে মহাস্থানে কমলাক্ষো মহেশ্বরঃ। ১৮।
কমলাক্ষী মহেশানী সকলার্থ-প্রদায়িনী।
ছাগলাণ্ডে কপর্দ্দী চ প্রসন্নাচ মহেশ্বরী। ১৯।
ঊর্দ্ধরেতা সুরন্দেচ সন্ধ্যাখ্যা পরমেশ্বরী।
মাকোটাখ্যে মহাকোটঃ শিবা চ মুণ্ডকেশ্বরী। ২০।
মণ্ডলেশ্বর পীঠে চ শঙ্করঃ খাণ্ডবী শিবা।
কালঞ্জরে নীলকণ্ঠো হরকালী শিবা মতা। ২১।
স্থলেশ্বরে স্থলোনাম্না স্থলাখ্যা পরমেশ্বরী।
মাতুলেশ্বরপীঠে চ করবীরাচলেশ্বরঃ। ২২।
শ্রীমদ্ব্যাঘ্রপুরে সাক্ষাদ্ধরো নাম সভাপতিঃ।

শিবঃ সভাপতি র্নাম যত্র নৃত্যতি শঙ্করঃ। ২৩।
আত্মানন্দমহামোদ পূর্ণানন্দমহার্ণবং।
নৃত্যন্তং যত্র দেবেশং দেবেশী পরিপশ্যতি। ২৪।
যত্র আশুমহাদেবো ভক্তানাং বরদো ভবেৎ।
নৃত্যন্তং যত্র দেবেশং বীক্ষ্য লোকো বিমুচ্যতে। ২৫।
পুণ্যস্থানেষু সর্ব্বেষু স্থান মেতন্মহোত্তমং।
যত্র কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি অক্ষয়াণি ভবন্তি বৈ। ২৬।
অস্মিন্ মহোত্তমে স্থানে শিবগঙ্গাখ্যমদ্ভুতং।
তড়াগমস্তি তত্তীরে দক্ষিণে নৃত্যতীশ্বরঃ। ২৭।
তটকেঽস্মিন্ বসন্ স্নাত্বা সভানাথং সমীক্ষতে।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপেৎ শ্রদ্ধামুদান্বিতঃ। ২৮।
যানি তে কথিতান্যত্র সদা তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ। ২৯।
অত্র দত্তং হুতং জপ্তং স্নান মক্ষয়পুণ্যদং।
যদ্ যৎ প্রকীর্ত্তিতং নাম তেনৈব পরিপূজ্য চ।
প্রণবাদি হৃদন্তেন লভতেঽভীষ্ট মুত্তমম্। ৩০।
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ যোঽত্র সোঽক্ষয়ংফলমশ্নুতে।
ইহ নানা সুখং ভুঙ্ক্ত্বা হরগৌরীপুরং ব্রজেৎ। ৩১।
শোকদুঃখবিনাশায় করুণানিধিরীশ্বরঃ।
নির্ম্মমে সর্ব্বসম্পত্ত্যৈ পুণ্যক্ষেত্রানি ভূতলে। ৩২।
অনেকপুণ্যশুদ্ধানা মনেককালসাধনৈঃ।
আস্তিকানাং ভবেদত্র নিবাসো সাধনং প্রতি।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্য মত্র সাধন মুত্তমৈঃ। ৩৩।

সুন্দরি! অতঃপর অন্যান্য সিদ্ধিস্থান সমূহের নাম-কীর্ত্তন করিতেছি, মানবগণের সর্ব্বপাপবিনাশকারী সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ যে সকল সিদ্ধিস্থান স্বয়ং শিবকর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ ও অনুধ্যান পূর্ব্বক যথার্থ অধিকারিগণের নিকটে প্রকাশ করিবে। ১। ২। অমরেশ নামক মহাপীঠে মহাদেবের নাম ওঙ্কার, তথাতে দুর্গা দ্বিবিধা, তাঁহাদিগের নাম চণ্ডিকা ও মহেশ্বরী। ৩। প্রভাসে সোমনাথাদি তীর্থে দেবীর নাম পুষ্করেক্ষণা, দেবাধিদেবের নাম শম্ভু; নৈমিষক্ষেত্রে দেবের নাম মহেশ্বর, তথাতে দেবীর নাম প্রজ্ঞা, শিবানী এবং লিঙ্গধারিণী; পুষ্করক্ষেত্রে দেবের নাম রাজগন্ধি, মহেশ্বরীর নাম পুরুহূতা ।।৪।।৫।। শ্রীপর্ব্বতে আমার প্রিয়নাম শঙ্কর, ত্রিপুরান্তক এবং মায়াবী; তথাতে ভক্তকুলের অখিলার্থদায়িনী দেবীর নাম শঙ্করী।৬। জপ্যেশ্বর মহাক্ষেত্রে শঙ্করীর নাম ত্রিশূলিনী এবং সর্ব্ব-পাপবিমোচক শঙ্কর তথাতে ত্রিশূলী। ৭। আম্রাতকপুরে দেবের নাম সূক্ষ্ম, পরমেশ্বরীর নাম সূক্ষ্মা; মহাকাল-ক্ষেত্রে মহেশ্বরের নাম মহাকাল, মহেশ্বরীর নাম মহাকালী।৮ মধ্যক্ষেত্রে দেবের নাম শিব, দেবীর নাম শর্ব্বাণী; কেদারেশ্বরে দেবের নাম ঈশান, দেবীর নাম সন্মার্গদায়িনী। ৯। ভৈরবক্ষেত্রে শম্ভুর নাম ভৈরব, দেবীর নাম ভৈরবী; গণক্ষেত্রে দেবীর নাম মঙ্গলা, শিবের নাম প্রপিতামহ।১০। কুরুক্ষেত্রে শিবের নাম স্থাণু, শিবার নাম স্থাণুপ্রিয়া; ইষ্টনাভক্ষেত্রে দেবের নাম স্বয়ম্ভু, দেবীর নাম স্বয়ম্ভুবা। ১১ কনখলে শিবের নাম উগ্র, দেবীর নাম শিবোগ্রা এবং

শিববল্লভা ; বিমলেশ্বরে দেবের নাম বিশ্ব, দেবীর নাম বিশ্বা এবং বিশ্বপ্রিয়া। ১২। অট্টহাসে দেবের নাম মহানন্দ, দেবীর নাম মহানন্দা ; মহেন্দ্রক্ষেত্রে দেবের নাম মহান্তক, পার্ব্বতীর নাম মহান্তকা। ১৩। ভীমপীঠে দেবের নাম ভীমেশ্বর, দেবীর নাম ভীমেশ্বরী ; বস্ত্রপাদে দেবের নাম ভব, দেবীর নাম ভুবনেশ্বরী ও ভবানী। ১৪। অদ্রিকূটে দেবের নাম মহাযোগী, দেবীর নাম রুদ্রাণী ; অবিমুক্ত [কাশী] ধামে দেবের নাম মহাদেব, দেবীর নাম বিশালাক্ষী। ১৫। মহালয়ক্ষেত্রে হরের নাম রুদ্র, শিবার নাম মহাভাগা ; গোকর্ণক্ষেত্রে শিবের নাম মহাবল, শিবার নাম চণ্ডিকা। ১৬। ভদ্রকর্ণে দেবের নাম মহাদেব, দেবীর নাম ভদ্রা ও কর্ণিকা ; সুবর্ণাখ্যে দেবের নাম সহস্রাক্ষ, দেবীর নাম উৎপলা। ১৭। স্থাণুক্ষেত্রে শিবের নাম স্থাণ্বীশ্বর, শিবার নাম স্থাণ্বীশ্বরী ; কমলালয়ক্ষেত্রে মহেশ্বরের নাম কমলাক্ষ, সকলার্থদায়িনী মহেশ্বরীর নাম কমলাক্ষী। ১৮। ছাগলাণ্ডে দেবের নাম কপর্দ্দী, মহেশ্বরীর নাম প্রসন্না। ১৯। অরন্দক্ষেত্রে দেবের নাম ঊর্দ্ধরেতাঃ, দেবীর নাম সন্ধ্যা ; মাকোটাখ্যে দেবের নাম মহাকোট, দেবীর নাম মুণ্ডকেশ্বরী। ২০। মণ্ডলেশ্বরপীঠে দেবের নাম শঙ্কর, দেবীর নাম খাণ্ডবী ; কালঞ্জরপর্ব্বতে দেবের নাম নীলকণ্ঠ, দেবীর নাম হরকালী। ২১। স্থূলেশ্বরে দেবের নাম স্থূল, দেবীর নাম স্থূলা ; মাতুলেশ্বরপীঠে দেবীর নাম করবীরা, দেবের নাম অচলেশ্বর॥ ২২॥ ব্যাঘ্রপুরে মহেশ্বর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত এবং সভাপতি নামে নিরন্তর নৃত্যানন্দে নিমগ্ন॥ ২৩॥ যে স্থানে

সুরেশ্বরী গৌরী নৃত্যমান দেবদেবকে আত্মানন্দ-মহামোদে পরিপূর্ণ আনন্দের অপার-অর্ণবস্বরূপ দর্শন করেন। ২৪। যে স্থানে মহেশ্বর ভক্তগণকে আশু বরপ্রদান করেন এবং যে স্থানে দেবাধিদেব ভগবানকে নৃত্য--ভরমন্থর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোক সকল বিমুক্ত হয়॥ ২৫ ॥ সমস্ত পুণ্যস্থান মধ্যে এই স্থান মহোত্তম। এই স্থানে যে কোন পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সে সমস্তই অক্ষয় ফলজনক হয়॥ ২৬॥ এই মহোত্তম স্থানে শিবগঙ্গা নামে আশ্চর্য্য সরোবর আছে, তাহারই দক্ষিণতীরে ভগবান মহেশ্বর নৃত্যলীলার অভিনয় করেন॥ ২৭॥ এই তটে বাস করিলে এবং এই সরোবরে স্নান করিলে সাধক, ভগবান্ সভানাথকে দর্শন করিবার অধিকারী হয়েন। এইস্থানে সাধক সানন্দহৃদয়ে অন্ততঃ অষ্টোত্তর সহস্র জপও করিবেন॥ ২৮॥ দেবি! এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পীঠের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা দেবগণ, পিতৃলোক, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, অণিমাদিসিদ্ধি এবং সেই সকল সিদ্ধিপ্রদ দেবতাগণ অধিষ্ঠিত আছেন॥ ২৯॥ এই সকল স্থানে দান করিলে, হোম করিলে, জপ করিলে, স্নান করিলে, তাহার পুণ্য অক্ষয় হয়। যে স্থানে দেবের নাম, দেবীর নাম এবং পীঠের নাম যাহা কীর্ত্তিত হইল, সেই সকল নামের আদিতে প্রণবমন্ত্র এবং অন্তে হৃদয় মন্ত্র সংযোগ পূর্ব্বক পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে সাধক উত্তম অভীষ্ট ফল লাভ করেন। ৩০॥ যিনি এই সকল ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দান করেন, তাঁহার সেই পুণ্যফল অক্ষয় হয় এবং এই সকল

পুণ্যপ্রভাবে সাধক ইহলোকে নানা সুখভোগ পুরঃসর দেহান্তে পরব্রহ্মদম্পতি জগৎপিতা-জগদম্বার নিত্যধামে যাত্রা করেন ॥ ৩১ ॥ করুণানিধি মহেশ্বর ত্রৈলোক্যের শোক দুঃখ বিনাশ এবং সাধককুলের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব-সম্পত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত ভূতলে এই দেবলোক-দুর্ল্লভ পুণ্য-ক্ষেত্র সকল নির্ম্মিত করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ অনেক জন্ম জন্মান্তরোপার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ-প্রতাপে অন্তঃকরণ যাঁহাদের বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল আস্তিক পুরুষগণেরই অনেককালের অনুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে এই সকল ত্রিলোকদুর্ল্লভ পুণ্য-ক্ষেত্রে জগদম্বা-জগৎপিতার সাধনার্থ নিবাসের অধিকার লব্ধ হয়, সেই হেতু অর্থাৎ সেই অধিকার রক্ষার নিমিত্ত সাধকোত্তম মহাপুরুষগণও যত্ন পূর্ব্বক এই সকল ক্ষেত্রে সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন ।৩৩ ।

—ঃঃ—

ইদানীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি পীঠং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং ।
অক্ষমালাময়ং পীঠং শৃণু মে পরমেশ্বরি । ১ ।
যত্র সিধ্যন্তি কার্য্যাণি স্থিতি স্তে শঙ্করস্য চ ।
বিষ্ণো রগাধবোধস্য তৎ প্রিয়ায়া মহেশ্বরি । ২ ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং যুস্মৎপদনিবাসিনাং ।
প্রসাদোহি ভবত্যাশু তত্র মে প্রীতিরুত্তমা । ৩ ।
প্রিয়ে তে কথয়িষ্যামি অক্ষমালাত্মকং পরং ।
সান্নিধ্যং যত্র সর্ব্বেষা মস্মদাদি দিবৌকসাং । ৪ ।
অস্মাভিশ্চ মহদ্ভিশ্চ যদ্ যৎ স্থান মলঙ্কৃতং ।
তত্তন্মহোত্তমং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং প্রিয়ে । ৫ ।

মহান্তো যত্র তিষ্ঠন্তি সাধয়ন্তি পরং পদং ।
তত্তন্মহোত্তমং স্থানং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাং । ৬ ।
সতীভিঃ সাধুভিঃ কান্তে যদ্যৎ স্থান মলঙ্কৃতং ।
তত্তন্মহোত্তমং স্থানং সর্ব্বকল্যাণদং প্রিয়ে । ৭ ।
অমরেশপুরঞ্চৈবাসুরান্তকপুরং তথা ।
অম্বিকাপীঠমত্যন্ত মনন্তপুর মেব চ । ৮ ।
অনিরুদ্ধপুরং বেৎসি তথা দিতিপুরং পরং ।
অণিমাদিপুরঞ্চৈব অশ্বমেধপুরং পরং । ৯ ।
অন্নপূর্ণা মহাপীঠ মম্বুজাক্ষপুরং তথা ।
আদিপীঠানন্দপীঠৌ চামোদ বাদিশূকরৌ । ১০
আশুসিদ্ধিপুরঞ্চৈব তথাদ্যন্তপুরং মুখং ।
অকম্পাদিতপীঠৌ চ আদ্যাদিনাথ পীঠকৌ । ১১ ।
ইষ্টনামপুরঞ্চৈব ইন্দিরাপুর মেব চ ।
ইলোদয়গিরিশ্চৈব ইলান্তেন্দুপুরে প্রিয়ে । ১২ ।
ইন্দ্রানীন্দ্রেশ্বরশ্চৈব ইন্দ্রানন্দপুরং তথা ।
পুর মিন্দুবতী নাম তবেন্দুবিজয়ং পুরং । ১৩ ।
ঈশ্বরেশ্বরযোগৌ চ ঈশানেন্দ্রেশ্বরীপুরং ।
ঈশানৈশপুরং দেবি কথিতং পীঠ মুত্তমং । ১৪ ।
কামরূপং প্রিয়ং বারাণসী নৈপাল মেবচ ।
পৌণ্ড্র বর্দ্ধনপীঠঞ্চ পাবক্যং কান্যকুব্জকং ॥ ১৫ ॥
পুষ্যাদ্রি মর্ব্বুদঞ্চৈব একাম্রমাম্রকেশ্বরং ।
ত্রৈপুরং কামকোটঞ্চ তথা গুপ্তপুরং পরং ॥ ১৬ ॥
কৈলাসপীঠং কেদার-শুভচন্দ্র পুরং তথা ।
শ্রীপুরঞ্চ তথা কাল্যাঃ পুরং জালন্ধরং তথা ॥ ১৭ ॥

মানবং বিল্বপীঠঞ্চ দেবীকোটিং তথৈবচ।
গোকর্ণং মারুতেশঞ্চ তথাট্টহাস মেবচ ॥ ১৮ ॥
অমুকানাম গোত্রঞ্চ এলাপুর মপিপ্রিয়ং।
মহাপথপুরঞ্চৈব ওঙ্কারপুর মেব চ ॥ ১৯ ॥
জয়দঞ্চ জয়পুর মুজ্জয়িনীপুরং তথা।
হরিদ্রাপীঠকঞ্চৈব প্রিয়ঙ্কারপুরং প্রিয়ং ॥ ২০ ॥
গঙ্গাহ্বয়পুরঞ্চৈব উড্ডনপুর মেব চ।
প্রয়াগঞ্চ তথা ষষ্ঠীপুর মেবং শিবপ্রদং ॥ ২১ ॥
মায়াপুর মতিশ্রেষ্ঠং পুরঞ্চ পরমেশ্বরং।
শ্রীশৈল-মেরুপীঠঞ্চ হিমালয়মহাগিরিঃ ২২ ॥
মহেন্দ্রপুর পীঠঞ্চ তথা বলিপুরং প্রিয়ং।
হিরণ্যপুরপীঠঞ্চ মহালক্ষ্মীপুরং তথা ॥ ২৩ ॥
চণ্ডীপুর মতিশ্রেষ্ঠং তথা চ্ছায়াপুরং প্রিয়ে।
জ্ঞাত্বা পীঠ মিদং দেবি মদ্‌ভক্তেষু প্রকাশয় ॥ ২৪ ॥
সমুদ্ধর ইমান্ লোকান্ মৎসম্বন্ধবিধানতঃ।
সংসারানলসন্তপ্তান্ চিন্তাবায়ুবিঘূর্ণিতান্।
কৃপয়ামৃতবর্ষিণ্যা অভিষিচ্যোদ্ধর প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥
পুণ্য মস্তি মহৎ কান্তে যশোপ্যস্তি মহৎসুখং।
মহাজনপ্রসাদোঽস্তি মৎপ্রাপ্তি র্লোকরক্ষণে। ২৬।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মৎসঙ্গো মদনুগ্রহঃ।
মৎকর্ম্ম মম সম্বন্ধো মন্নাম মম চিন্তনং। ২৭।
মৎকথা মদনুধ্যানং মদাবেশো মদর্চ্চনং।
মদীক্ষণং মদৈক্যঞ্চ মম্মতি র্মন্নতিঃ স্তুতিঃ। ২৮।
মদ্‌গানং মে পদে নাট্যং মৎকর্ম্মোদ্যোগ এব চ।

মন্নাম বৈ মন্মনবো মচ্চেষ্টা মৎপ্রিয়স্পৃহা।
একেনৈব কৃতার্থশ্চ মদনুগ্রহভাগ্ভবেৎ। ২৯।
যদেতৎ তীর্থপীঠেষু তদাশু লভতে প্রিয়ং।
মন্মন্ত্রগ্রহণাদেব নিষ্পাপো জায়তে পুনঃ।
সাধনাল্লভতে সিদ্ধীঃ সিদ্ধক্ষেত্রেষ্বদীর্ঘতঃ। ৩০।
মন্মনুগ্রহণং ন্যূনং মত্তোষকারণং পরং।
গৃহীত্বা চার্চ্চয়েদ্ যস্তু ন জানে কিং স মে পুনঃ। ৩১।
সফলঃ সুরবৃক্ষোঽপি স বৈ ভবতি কামদঃ।
নাশ্রয়েদ যদি তন্মূলং কো দোষ স্তস্য তৎপ্রিয়ে। ৩২।
চিন্তামণি র্গৃহেঽপ্যস্তি ন তত্র কাপি চ স্পৃহা।
কো দোষ স্তস্য যত্নেন সিধ্যন্তি সকলাঃ ক্রিয়াঃ। ৩৩।
তস্মাদ্ যৎ কথিতং তুভ্যং তত্র যত্নঃ ফলপ্রদঃ।
বিনা যত্নেন কিং কিং স্যান্ন জানে বিজয়াসখি। ৩৪।
সন্তি তীর্থানি সর্ব্বাণি ভাস্করোয়ং হুতাশনঃ।
তারকা চন্দ্রমা জ্যোতি র্জলদা জল মেব চ। ৩৫।
বসুধাদিগ্রহা যেঽন্যে দিশো বিদিশ এব চ।
তুলসী ব্রাহ্মণশ্চৈব পুরাণানি বহূনি চ। ৩৬।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সারো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
মদ্ভক্ত্যবিতথশ্রদ্ধা শরণাশ্চ নিরন্তরং। ৩৭।
উপায়া বিবিধাঃ সন্তি স্বপরিত্রাণহেতবঃ।
তথাপি ন যতন্তেঽহো তথা চেচ্ছন্তি কিল্বিষং।
রাজকোপপ্রশামার্থং কিং কিং নস্যাৎ তদর্থিনঃ। ৩৮।
সুখদুঃখোপভোগশ্চ দেশাদ্দেশান্তরং তথা।
প্রাপ্যাপ্রাপ্যো তথা যজ্ঞ দিবারাত্রি স্তথৈকচ। ৩৯।

ইন্দ্রিয়স্পর্শভোগাশ্চ মেধ্যামেধ্যঞ্চ দর্শনে।
যত্নাযত্ন-কৃতং কার্য্যং সিক্তাসিক্তমহোদধিঃ। ৪০।
ভুক্তাভুক্তশরীরস্ত সুবেশশ্চ কুবেশকঃ।
প্রিয়বাগপ্রিয়বাক্ চ দূরংনিকট মেব চ। ৪১।
সুখং দুঃখং তথা ক্ষুত্তৃড় নানাকর্ম্ম প্রিয়াপ্রিয়ং।
সর্ব্বেষাং হ্রাসবৃদ্ধী চ বপুষা নির্গমাগমৌ। ৪২।
ধনানাং স্থিতিনাশে চ গন্ধানাঞ্চ ক্ষয়স্থিতী।
বয়োযৌবনরূপানাং প্রক্রমং সর্ব্বমেব চ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তো জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনঃ সদা। ৪৩।
তস্মাৎ শ্রদ্ধাময়ং সর্ব্বং শ্রদ্ধাহি ভাবসিদ্ধিদা।
অস্মাসু ভাবনা যস্য সোঽস্মাসু প্রতিপদ্যতে। ৪৪।
তস্মাৎ সাধুপদে সদ্ভি র্গন্তব্য মতিযত্নতঃ।
প্রমাদাদপি নাসাধুপদে বৈ জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ। ৪৫।
ইতি সর্ব্বং সমালোচ্য যথার্থং বুধ্য পণ্ডিতে।
আচরস্ব প্রিয়ং ধর্ম্মং প্রবর্ত্তয় শুচিব্রতান্। ৪৬।
মৎপদাম্বুজসেবাস্ত ব্রজন্তো মম সন্নিধিং।
ক্রীড়ন্তো মজ্জনৈঃ সার্দ্ধং প্রাপুঃপরমনির্ব্বৃতিং। ৪৭।
এতৈ র্মদুপদেশৈ স্ত্বং শৃণু বার্ত্তাং মহামতে।
ত্বৎপ্রসাদা দিমে লোকাঃ সুখিনঃ স্যু র্মহাপ্রিয়ে।

—ঃঃ—

চার্ব্বঙ্গি! এক্ষণে আমার অক্ষমালাময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনান্য পীঠ সকল শ্রবণ কর॥ ১। পরমেশ্বরি! যে স্থানে কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়, যে স্থানে তোমার, শঙ্করের, অগাধবোধ বিষ্ণুর, তৎপ্রিয়া লক্ষ্মীর ও তোমার

চরণাশ্রিত অন্যান্য দেবগণেরও নিয়ত অবস্থিতি, এবং শীঘ্র তোমার প্রসাদ লাভ হয়, এজন্য এই সকল স্থলে আমারও পরমা প্রীতি ॥ ২ ॥ প্রিয়ে! এক্ষণে তোমার নিকটে অক্ষমালাত্মক পরমপীঠ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, যে স্থানে অমরপুরনিবাসী অস্মদাদি সমস্ত দেবগণের নিয়ত সান্নিধ্য ॥ ৪ ॥ আমাদিগের কর্ত্তৃক এবং মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যে যে স্থান নিয়ত অলঙ্কৃত রহিয়াছে, প্রিয়ে! সেই সকল ক্ষেত্রই মহোত্তম এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ ৫ ॥ মহাপুরুষগণ যে স্থানে অবস্থিত হয়েন এবং পরমপদ সাধন করেন, সেই সেই স্থানই মহোত্তম এবং মানবগণের সর্ব্বসিদ্ধিকর ॥ ৬ ॥ কান্তে! সতীগণ এবং সাধুগণ কর্ত্তৃক যে যে স্থান অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানই মহোত্তম এবং সর্ব্বকল্যাণপ্রদ ॥ ৭ ॥

অমরেশপুর, অসুরান্তকপুর, অম্বিকাপীঠ, অনন্তপুর ॥ ৮ ॥ অনিরুদ্ধপুর, দিতিপুর, অণিমাদিপুর, অশ্বমেধপুর ॥৯। অন্নপূর্ণা-মহাপীঠ, অমুক্তপুর, আদিপীঠ, আমোদ, আদিশঙ্কর। ১০। আশুসিদ্ধিপুর, আদ্যন্তপুর, অকম্পপীঠ, আদিত্যপীঠ, আদি-পীঠ, আদিনাথপীঠ। ১১। ইষ্টনামপুর, ইন্দিরাপুর, ইলোদয়-পর্ব্বত, ইলান্তপুর, ইন্দুপুর ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রাণীপীঠ, ইন্দ্রেশ্বর-পীঠ, ইন্দ্রানন্দপুর, ইন্দুবতীপুর, ইন্দুবিজয়পুর ॥ ১৩। ঈশ্বর-পীঠ, ঈশ্বরযোগ, ঈশানেন্দ্রেশ্বরীপুর, ঈশানি! ঐশপুর।১৪। কামরূপ, বারাণসী, নেপাল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, পাবক্য, কান্যকুব্জ।১৫। পুষ্যাদ্রি, অর্ব্বুদ, একাম্র, মাত্রকেশ্বর, ত্রৈপুর, কামকোট, গুপ্তপুর ॥ ১৬ ॥ কৈলাসপর্ব্বত, কেদারপীঠ, চন্দ্রপুর, শ্রীপুর,

কালীপুর, জালন্ধর ॥ ১৭ ॥ মানবপীঠ, বিল্বপীঠ, দেবীকোট, গোকর্ণ, মারুতেশ্বর, অট্টহাস । ১৮ ॥ অমুকাপীঠ, গোত্রপীঠ, এলাপুর, মহাপথপুর, ওঙ্কারপুর ।১৯। জয়দপীঠ, জয়পুর, উজ্জয়িনীপুর, হরিদ্রাপীঠ, প্রিয়ক্ষীরপুর।২০। গজাহ্বয়পুর (হস্তিনাপুর) উড্ডীনপুর, প্রয়াগ, ষষ্ঠীপুর। ২১। মায়াপুর, পরমেশ্বরপুর, শ্রীশৈলপর্ব্বত, মেরুপীঠ, হিমালয়পর্ব্বত।২২। মহেন্দ্রপুর, বলিপুর, হিরণ্যপুর, মহালক্ষ্মীপুর। ২৩। চণ্ডীপুর, ছায়াপুর;

দেবি। এই সকল পীঠতত্ত্ব অবগত হইয়া মন্তুক্‌মণ্ডলে ইহার প্রকাশ কর। ২৪। সংসারানলসন্তপ্ত এবং চিন্তাবায়ু-বিঘূর্ণিত এই লোকসকলকে সাধনক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধ বিধান পূর্ব্বক অমৃতবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া উদ্ধার কর। ২৫। কান্তে! ইহাতে পুণ্য আছে, যশঃ আছে, মহাসুখ আছে, মহাজনপ্রসাদ আছে এবং লোকরক্ষণ দ্বারা আমারও প্রীতি আছে। ২৬। আমার প্রসঙ্গ, আমার আলাপ, আমার অনুবর্ত্তন, আমার অনুগ্রহ, আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, আমার সম্বন্ধ, আমার নামগ্রহণ, আমার লীলাগুণমূর্ত্তি-চিন্তন, আমার কীর্ত্তিকথা, আমার অনুধ্যান, আমার আবেশ, আমার অর্চন, আমার দর্শন, আমাতে ঐক্যস্থান, আমাতে মতি, আমাতে নতি, আমাতে স্তুতি, আমার গুণগান, আমার মন্দিরে নাট্য, আমার বিষয়ে কর্ম্মের উদ্যোগ, আমার নাম, আমার মন্ত্র, আমার চেষ্টা, আমার প্রিয় অনুষ্ঠানের স্পৃহা, ইহার যে কোন একটী কার্য্যের দ্বারাই সাধক কৃতার্থ এবং অনুগ্রহভাজন হইবেন ॥ ২৭। ২৮। ২৯ ॥ এই সকল তীর্থপীঠে উপাসনাদ্বারা সাধক যাহা

লাভ করেন, আমার অনুগ্রহবলে সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা ব্যতিরেকেও ইহার কোন একটী কার্য্যদ্বারাই তাহা শীঘ্র লাভ করেন। আমার মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই জীব নিষ্পাপ হয়, তাহার পর সিদ্ধক্ষেত্র সমূহে সাধনার দ্বারা অদীর্ঘকালমধ্যে সিদ্ধিসকল লাভ করে॥ ৩০॥ আমার মন্ত্র গ্রহণ মাত্রই নিশ্চয় আমার পরম সন্তোষের কারণ; সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে উপাসনা করে, জানি না--সে আবার আমার কত প্রিয়? ॥ ৩১॥ সুরবৃক্ষ (কল্পবৃক্ষ) ফলপূর্ণ হইলেও তাহা সকলের ভাগ্যে কামপ্রদ হয় না; দুর্ভাগ্যপুরুষ যদি তাহার মূল আশ্রয় না করে, প্রিয়ে! তাহাতে বৃক্ষের কি দোষ? ॥ ৩২॥ গৃহমধ্যে চিন্তামণি মণি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, অথচ তাহাতে কোন স্পৃহা নাই, সে পুরুষ যদি দৈন্য দারিদ্র্য ভোগ করে, তবে তাহাতে মণির কি দোষ? সকলক্রিয়াই যত্ন করিলে তবে সিদ্ধ হয়॥ ৩৩॥ সেই হেতু, তোমার নিকটে যাহা কিছু কথিত হইল, তাহার সর্ব্বত্র সকলকার্য্যে যত্নই ফলপ্রদ। বিজয়া-সখি! বিনা যত্নে এ জগতে কি সিদ্ধ হয়, তাহা আমি জানি না॥ ৩৪॥ ভূলোকে সমস্ত তীর্থই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন--ভাস্কর, হুতাশন, তারকা, চন্দ্রমা, জ্যোতিঃ, জলদ, জল, বসুধা প্রভৃতি, অন্যান্য যাহা কিছু গ্রহ, দিক্ বিদিক্ তুলসী, ব্রাহ্মণ, পুরাণসমূহ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সনাতন ধর্ম্ম, মদীয়-ভক্তি-সহকৃত সত্যশ্রদ্ধা-সহায় এরূপ বিবিধ উপায় জীবের আত্মপরিত্রাণের হেতুস্বরূপ রহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্য! জীব তথাপি তাহাতে যত্ন করে না; অধিকন্তু পাপরাশিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে। এই পাপ-

কার্য্যের অনুষ্ঠানবশতঃ লোকরাজ্যেও রাজা কুপিত হয়েন, তাঁহার সেই কোপপ্রসাধনের নিমিত্ত অপরাধীকে কত না কষ্ট সহিতে হয়। ॥ ৩৫—৩৮ ॥ সুখ দুঃখের উপভোগ, দেশ হইতে দেশান্তর গমন, প্রাপ্যবস্তু, অপ্রাপ্যবস্তু, দিন রাত্রি ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রিয়ের বিষয় যাহা কিছু ভোগ, পবিত্র, অপবিত্র, যত্নকৃতকার্য্য, অযত্নকৃতকার্য্য, মহোদধিতে স্নান অস্নান ॥৪০॥ শরীরে ভোজন অভোজন, সুবেশ কুবেশ, প্রিয়বাক্য অপ্রিয়বাক্য, দূর ও নিকট ॥৪১॥ সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রিয় অপ্রিয় বিবিধ কর্ম্ম, সর্ব্বভূতের হ্রাসবৃদ্ধি, শরীরদ্বারা নির্গম আগম ॥ ৪২ ॥ ধনের স্থিতি ও নাশ, গন্ধের ক্ষয় ও স্থিতি, বয়ঃক্রম যৌবন এবং রূপের প্রক্রম, (পরিণাম) এসকল (এ সমস্ত বিচিত্রতা যে, কেবল জীবের কর্ম্মফল, তাহা) দেখিয়াও দেখে না, জ্ঞানী হইয়াও জীব সর্ব্বদা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয় ॥ ৪৩ ॥ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল, সেই হেতু, শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কার্য্যই শ্রদ্ধাময় জানিবে; শ্রদ্ধাই জীবের ভাবসিদ্ধিদায়িনী। যে, যেরূপে ভাবনা করে, তাহার সেই ভাবেই সিদ্ধি হয়। তোমাতে আমাতে যাহার ভাবনা, সেও তোমাতে আমাতেই প্রতিপন্ন হয় ॥ ৪৪ ॥ অতএব, জ্ঞানদৃষ্টি সৎপুরুষগণ অতিযত্নসহকারে সাধুপথেই গমন করিবেন। প্রমাদবশতঃও কখন অসাধুপথে পদক্ষেপ করিবেন না ॥ ৪৫ ॥ পার্ব্বতি! এই সমস্ত সমালোচনা পূর্ব্বক যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বয়ং আমার প্রিয়ধর্ম্মের আচরণ কর এবং শুচিব্রত সাধকবর্গকেও প্রবৃত্ত কর ॥ ৪৬ ॥ আমার পদাম্বুজসেবার প্রভাবে সাধকগণ আমার সন্নিধি লাভ

করুন এবং মদ্ভক্তজনগণের সহিত ক্রীড়মান হইয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হউন। ৪৭। মহামতে! শেষ কথা এই শ্রবণ কর, আমার এই সকল উপদেশের প্রভাবে এবং তোমার প্রসাদে লোকসমস্ত নিত্য সুখ শান্তি লাভ করুক্।। ৪৮ ।।

অত্র তে প্রিয়নামানি শৃণুষ্ব নগনন্দিনি।
কামেশা কামরূপে ত্বং পূর্ণা কাশ্যাং বিমুক্তিদা। ১।
নেপালে পুণ্যদা পুণ্যা সুকেশা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে।
ধর্ম্মবুদ্ধিঃ সুধাচৈব সুখদা পাপমোচনী। ২।
পারস্যে পরমানন্দা ব্রহ্মাণী কান্যকুব্জকে।
পুণ্যাদ্রৌ চ মহাপুণ্যা পূর্ণা যজ্ঞফলেশ্বরী। ৩।
কাত্যায়ন্যর্ব্বুদে দেবি ধনদা শিববল্লভা।
একাচৈকাম্রকে দেশে সুরেশাম্রকেশ্বরে। ৪।
ত্রিপুরে সুন্দরী দিব্যরূপাখিল-মনোহরা।
কামকোটে মহাপীঠে প্রমদা মদনালসা। ৫।
কামেশ্বরী রতিশ্চৈব ভৃগুপর্য্যাং ব্রজেশ্বরী।
ব্রজেশা চ তপোলক্ষ্মীঃ কৈলাসে ভুবনেশ্বরী। ৬।
কেদারে বারদা চৈবামৃতা চন্দ্রপুরে সিতা।
কলাবতী প্রভাসে চ শ্রীপুরে শ্রী রমাপ্রিয়া। ৭।
কুমারী ব্রহ্মচর্য্যা চ কন্যা চ কন্যকাপুরে।
জালন্ধরে মহাপীঠে নাগর্য গ্নিমুখী শুভা। ৮।
জ্বালামুখী লোলজিহ্বা সুবেশা চ সুরঙ্গিনী।
মালবে চ মহাবিদ্যা বিল্বপীঠে চ রূপিণী। ৯।
রূপবতী মহাদেবী দেবীকোটেঽখিলেশ্বরী।

গোকর্ণে প্রিয়পীঠে ত্বং রুদ্রাণী সর্ব্বমঙ্গলা। ১০।
পবনে হরপীঠে চ গন্ধশ্রীশ্চ সুগন্ধিকা।
অট্টহাসে মহাপাঠে ভীমকালী চ কালিকা। ১১।
বিরজে মুক্তিহেতুশ্চ নমঃ-স্বস্তি-স্বধাময়ী।
জয়শ্রী রাজলক্ষ্মীশ্চ সুবেশা রাজপর্ব্বতে। ১২।
এলাপুরে মহাসম্পৎ মহেশ্বরী মহাপথে।
গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা চ তৎসদোঙ্কারপীঠকে। ১৩।
জয়া জয়পুরে দেবী জয়দা জয়মঙ্গলা।
বিজয়া মঙ্গলা গৌরী উজ্জয়িন্যাং সদাশিবা। ১৪।
গৌরীশ্বরী মহাদেবী হরিদ্রাপীঠকে শিবা।
ক্ষীরপীঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরাখ্যা নিয়মপ্রভা॥ ১৫।
রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী হস্তিনাপুরবাসিনী।
কমলা বিমলা ভক্তী রৌদ্রী চ নীলপর্ব্বতে॥ ১৬।
যোগেশ্বরী ত্রিবেণী চ ত্রিস্রোতা ব্রহ্মরূপিণী।
সিন্ধুস্থলী কামধেনুঃ ষষ্ঠী ষষ্ঠীপুরে প্রিয়ে॥ ১৭।
মায়া মায়াপুরে দেবি সুরভিঃ সৌরভেশ্বরী।
বিলাসিনী মহানন্দা প্রিয়চন্দনপর্ব্বতে॥ ১৮।
মহাব্রহ্মেশ্বরী শ্রেষ্ঠা শমনেশ্বরপীঠকে।
ভবানী ভবভক্তা চ শ্রীশৈলে শিববল্লভা॥ ১৯।
দেবতা বা স্বর্গলক্ষ্মীঃ কনকামরপর্ব্বতে।
উমা গৌরী সতী সত্যা পার্ব্বতী হিমপর্ব্বতে॥ ২০।
ইন্দ্রেশ্বরী সুরারাধ্যা মাহেন্দ্রে জগদীশ্বরী।
অম্পা ভোগেশ্বরী নিত্যা শ্রীমদ্বলিপুরে শিবা॥ ২১।
সুবর্ণা কনকা রামা হিরন্যপুর পীঠকে।

মহালক্ষ্মী মহেশানি মহালক্ষ্মীপুরেঽম্বিকা ॥ ২২ ।
চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডবতী শিবা ।
ছন্নে মেঘস্বনা চৈব মায়া ছত্রেশ্বরী তথা ॥ ২৩ ।
কালীঘট্টে মহাপীঠে কালী কালাত্মিকা তথা ।
লিঙ্গাখ্যে ভৈরবী বিদ্যা বিজয়া জাহ্নবীতটে ॥ ২৪ ।
ইতি তে কথিতং দিব্যং পীঠক্রম মুদাহৃতং ।
অতিগুহ্যং মহেশানি কথিতং সুরগণার্চ্চিতে ॥ ২৫ ।
মদ্‌ভক্তেভ্যো মহেশানি প্রকাশ মুপপাদয় ।
তেষাং ভাগ্যবশেনৈব কথিতং সমুদ্যোদিতং ॥ ২৬ ।
অকথ্যং কথিতং ভদ্রে অতিপ্রিয়তমে শিবে ।
সারাৎসারতরং সর্ব্বং কথিতং তব সুন্দরি ॥ ২৭ ।

নগনন্দিনি ! এই সকল (পূর্ব্বোক্ত) পীঠে তোমার প্রিয়নাম সকল শ্রবণ কর। কামরূপে তুমি কামেশা, কাশীধামে মোক্ষদায়িনী অন্নপূর্ণা ॥ ১ ॥ নেপালে পুণ্যদা এবং পুণ্যা, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তুমি সুবেশা, ধর্ম্মবুদ্ধি, সুধা, সুখদা এবং পাপমোচনী। ২। পারস্যে পরমানন্দা, কান্যকুব্জে ব্রহ্মাণী, পুণ্যপর্ব্বতে মহাপুণ্যা, পূর্ণা এবং যজ্ঞফলেশ্বরী। ৩। অর্ব্বুদে কাত্যায়নী, ধনদা এবং শিববল্লভা, একাম্রদেশে একা, আম্রকেশ্বরে সুরূপেশা। ৪। ত্রিপুরক্ষেত্রে সুন্দরী, দিব্যরূপা, অখিলমনোহরা কামকোটমহাপীঠে প্রমদা, মদনালসা, কামেশ্বরী এবং রতি; ভৃগুপুরীতে ব্রহ্মেশ্বরী, ব্রহ্মেশা ও তপোলক্ষ্মী, কৈলাসে ভুবনেশ্বরী। ৫॥ ৬। কেদারে বরদা, চন্দ্রপুরে অমৃতা ও সিতা, প্রভাসে কলাবতী, শ্রীপুরে শ্রী ও রমাপ্রিয়া ॥ ৭ ॥

কন্যকাপুরে কুমারী, ব্রহ্মচর্য্যা ও কন্যা। জালন্ধর মহাপীঠে নাগরী, অগ্নিমুখী, শুভা, জ্বালামুখী, লোলজিহ্বা, সুবেশা ও সুরঙ্গিনী। মালবে মহাবিদ্যা, বিল্বপীঠে রূপিণী, রূপবতী ও মহাদেবী, দেবীকোটে অখিলেশ্বরী, গোকর্ণপীঠে রুদ্রাণী ও সর্ব্বমঙ্গলা।৮।৯।১০। পবনে গন্ধশ্রী, হরপীঠে সুগন্ধিকা, অট্টহাস মহাপীঠে ভীমকালী ও কালিকা। ১১ ॥ বিরজে মুক্তিহেতু ও নমঃ-স্বস্তি-স্বধাময়ী, রাজপর্ব্বতে জয়শ্রী, রাজলক্ষ্মী ও সুবেশা ১২ ॥ এলাপুরে মহাসম্পৎ, মহাপথে মহেশ্বরী, ওঙ্কারপীঠে গায়ত্রী, ব্রহ্মরূপা ও তৎসৎ। ১৩। জয়পুরে জয়া, জয়দা, জয়মঙ্গলা, বিজয়া, মঙ্গলা ও গৌরী। উজ্জয়িনীতে সদাশিবা। ১৪। হরিদ্বারপীঠে গৌরীশ্বরী, মহাদেবী ও শিবা। ক্ষীরপীঠে যুগাদ্যা, ক্ষীরাখ্যা ও নিয়মপ্রভা।১৫। হস্তিনাপুরে রাজেশ্বরী ও মহালক্ষ্মী। নীলপর্ব্বতে কমলা, বিমলা, ভক্তি ও রৌদ্রী। ।১৬। (প্রয়াগে) যোগেশ্বরী, ত্রিবেণী, ত্রিস্রোতাঃ, ব্রহ্মরূপিণী, সিন্ধুস্থলী ও কামধেনু। ষষ্ঠীপুরে ষষ্ঠী।১৭। মায়াপুরে মায়া, চন্দনপর্ব্বতে সুরভি, সৌরভেশ্বরী, বিলাসিনী ও মহানন্দা।১৮। শমনেশ্বরপীঠে মহাব্রহ্মেশ্বরী ও শ্রেষ্ঠা। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ভবানী, ভবভক্তা ও শিববল্লভা ॥১৯॥ অমরপর্ব্বতে (সুমেরুপর্ব্বতে) কনকা ও স্বর্গলক্ষ্মী, হিমালয়ে উমা, গৌরী, সতী, সত্যা ও পার্ব্বতী ॥ ২০ ॥ মহেন্দ্রপর্ব্বতে ইন্দ্রেশ্বরী, সুরারাধ্যা ও জগদীশ্বরী। বলিপুরে অম্পা, ভোগেশ্বরী, নিত্যা ও শিবা ॥ ২১ ॥ হিরণ্যপুরপীঠে সুবর্ণা, কণকা ও রামা, [বামা] মহালক্ষ্মীপুরে মহালক্ষ্মী ও অম্বিকা ॥ ২২ ॥ চণ্ডপুরে প্রচণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী ও শিবা। ছন্নে মেঘস্বনা, মায়া

ও ছত্রেশ্বরী ॥ ২৩॥ মহাপীঠ কালীঘাটে কালী ও কালাত্মিকা। লিঙ্গাখ্যপীঠে ভৈরবী ও বিদ্যা। জাহ্নবীতটে বিজয়া।২৪। সুরগণার্চ্চিতে মহেশ্বরি! এই অতি গুহ্য দিব্যপীঠক্রম তোমার নিকট কথিত হইল, তুমি আমার ভক্তমণ্ডলে ইহা প্রকাশিত কর। তাঁহাদিগেরই ভাগ্যবশতঃ ইহা আমার মুখ হইতে বহির্গত এবং তোমার নিকট কথিত হইল। শিবে সুন্দরি ভদ্রে! তুমি অতি প্রিয়তমা বলিয়াই তোমার নিকটে অকথ্য গুপ্ত তত্ত্বও কথিত হইল ; অধিক কি, এ জগতে যাহা কিছু সারাৎসার, তাহা সমস্তই তোমার নিকটে কথিত হইয়াছে ॥ ২৫। ২৬। ২৭।

মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে—

মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালীযুতঃ সদা।
দেহমধ্যে মহেশানি লিঙ্গাকারেণ বেষ্টিতঃ ॥ ১।
মূলাধারে স্বয়ম্ভূশ্চ কুণ্ডলীশক্তিসংযুতঃ।
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু ত্রৈলোক্যপালকঃ সদা ॥ ২।
মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ।
অনাহতে ঈশ্বরোহহং সর্ব্বদেবনিষেবিতঃ ॥ ৩।
বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শাব্জে সদাশিব ইতি স্মৃতঃ।
আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাৎ চিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ ॥৪।
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণনিলয়ান্তরে।
বিন্দুরূপো মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥ ৫।
বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরোহহ্যহং।
কৈলাসে জ্যোতীরূপেণ কৈলাসেশ্বর-সংজ্ঞকঃ ॥ ৬।

হিমালয়ে মহেশানি পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভঃ।
কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বরস্তথৈবচ ॥ ৭ ।
শম্ভুনাথ শ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ ॥ ৮ ।
নেপালে চ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ।
হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথ স্তথোদ্ধৃতঃ ॥ ৯
দ্বারকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ।
হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্থিতঃ ॥ ১০ ।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যে চ কেশবঃ।
গোকুলে গোপিনী-পূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ ॥ ১১ ।
মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ।
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ ॥ ১২
কাঞ্চীনগর মধ্যে তু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ।
চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যপর্ব্বতে ॥ ১৩ ।
বাণলিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা।
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ ॥ ১৪ ।
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈবচ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥ ১৫ ।
ঘণ্টেশ্বর শ্চ দেবেশি রত্নাকরনদীতটে।
ভাগীরথীনদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ ॥ ১৬ ।
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি।
নকুলেশঃ কালীহট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ ॥ ১৭ ।
অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতি স্থিতঃ।
উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহং কলৌ। ১৮।

নীলাচলারণ্য মধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ।
রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ ।১৯।
রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ।
লক্ষ্মীকান্তো মহেশানি সদা শ্রীশৈলপর্ব্বতে ॥ ২০ ॥
ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণেচ ত্রিলোচনঃ।
বদরিকাশ্রম-মধ্যে কপিনাথেশ্বরো হ্যহং ॥ ২১ ॥
স্বর্গলোকে দেবদেবো মর্ত্ত্যলোকে সদাশিবঃ।
পাতালে বাসুকীনাথো যমরাট্ কালমন্দিরে ॥ ২২ ॥
নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে হরিশ্বরস্তথা।
গন্ধর্ব্বলোকে দেবেশি পুষ্পদন্তেশ্বরো হ্যহং ॥ ২৩ ॥
শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহেচৈব জগদ্‌গুরুঃ।
অবতারে শঙ্করোহহং বিরূপাক্ষ স্তথৈবচ। ২৪।
কামিনীজনমধ্যে তু কামেশ্বর ইতি স্থিতঃ।
চক্রমধ্যে কুলেশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ। ২৫।
আশুতোষো ভক্তমধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ।
শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমোগুরুঃ। ২৬।
চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ভানুর্ভানুমণ্ডলে।
ত্রৈলোক্যে লোকনাথোহহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ। ২৭।
সমুদ্রমথনে কালে নীলকণ্ঠ স্ত্রিলোকজিৎ।
জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ। ২৮।
কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ।
মণিদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে শশীধরঃ। ২৯।
অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ।
বেদমধ্যে বাসুদেবো গুরুমধ্যে নিরঞ্জনঃ। ৩০।

পুরাণে পরমেশানি ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ।
আগমে নাগভট্টশ্চ নিগমে নাদরূপধৃক্। ৩১।
সর্ব্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে।
দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তুথৈবচ। ৩২।
রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপানাং নগনন্দিনি।
পরংব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনন্তশ্চ রসাতলে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে। ৩৩।

মহেশ্বরি! মহাশূন্যে [নিত্যধামে] আমি মহাকালীর সহিত যুগলাঙ্গনিজড়িত মহাকাল। দেহমধ্যে আমি শক্তি বেষ্টিত লিঙ্গমূর্ত্তি। ১। মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তিসংযুক্ত স্বয়ম্ভূ, স্বাধিষ্ঠানে ত্রৈলোক্য পালক মহাবিষ্ণু। ২। মণিপুরে সর্ব্ব-সংহারকারক মহারুদ্র, অনাহতে আমি সর্ব্বদেবনিষেবিত ঈশ্বর। ৩। বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্মে আমি সদাশিব, আজ্ঞাচক্রে আমি চিত্তরূপী শিব। ৪। সহস্রার মহাপদ্মে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে আমি বিন্দুরূপী পরমেশ্বর। ৫। মহেশ্বরি! জীবের শরীরান্তর্গত ষট্‌চক্রে আমার এই সকল স্বরূপ ও নাম, এতদ্ভিন্ন বাহ্যরূপে আমি নানারূপধারী; যথা——

কৈলাসধামে আমি জ্যোতীরূপে কৈলাসেশ্বর নামে অবস্থিত। ৬। হিমালয়ে পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভ, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর ও বাণেশ্বর। ৭। চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে শম্ভুনাথ ও চন্দ্রনাথ। সিন্ধুতীরে আদিনাথ। কামরূপে বৃষধ্বজ॥ ৮। নেপালে পশুপতি, কেদারে পাবকেশ্বর, হিঙ্গুলায় কৃপা-

নাথ ও রূপনাথ। ৯। দ্বারকায় হর, পুষ্করে প্রমথেশ্বর, হরিদ্বারে গঙ্গাধর। ১০। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশ, বৃন্দাবনে কেশব, গোকুলে গোপিনীপূজ্য গোপেশ্বর। ১১। মথুরায় কংসনাথ, মিথিলায় ধনুর্দ্ধর, অযোধ্যায় কৃত্তিবাসাঃ, কাশ্মীরে কপিলেশ্বর। ১২। কাঞ্চীনগরে ত্রিপুরেশ্বর চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, বিন্ধ্যপর্ব্বতে যোগীন্দ্র। ১৩। নর্ম্মদায় বাণলিঙ্গ, প্রভাসে শূলভৃৎ, ভোজপুরে ভোজনাথ, গয়াক্ষেত্রে গদাধর। ১৪। ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বরে বক্রেশ্বর, বীরভূমিতে সিদ্ধিনাথ, রাঢ়ে তারকেশ্বর। ১৫। রত্নাকরনদীতটে ঘণ্টেশ্বর, ভাগীরথীতীরে কপালেশ্বর। ১৬। ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর, কল্যাণেশ্বরে কল্যাণেশ্বর, কালীঘাটে নকুলেশ, হাটে হাটকেশ্বর। ১৭। কোচবধূপুরে [কোচবিহারে] আমি জল্পেশ্বর নামে অবস্থিত। উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে কলিযুগে আমি জগন্নাথ। ১৮। নীলাচল বনমধ্যে আমি ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, লঙ্কায় রাবণেশ্বর। ১৯। রজতাচলমধ্যে আমি কুবেরেশ্বর, শ্রীশৈলপর্ব্বতে লক্ষ্মীকান্ত। ২০ গোমতীতীরে ত্র্যম্বক, গোকর্ণে ত্রিলোচন, বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিনাথেশ্বর। ২১। স্বর্গলোকে দেবদেব, মর্ত্ত্যলোকে সদাশিব, পাতালে বাসুকীনাথ, কালমন্দিরে যমরাট। ২২। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ, গোলোকে হরিহর, দেবেশ। গন্ধর্বলোকে আমি পুষ্পদন্তেশ্বর। ২৩। শ্মশানে আমি ভূতনাথ, গৃহে আমি জগদ্গুরু, অবতারে আমি শঙ্কর * ও বিরূপাক্ষ ‡

* শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য।

‡ বীরভূমিতে অবতীর্ণ স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব সিদ্ধ পুরুষ।

২৪। কামিনীজন মধ্যে আমি কামেশ্বর, চক্রমধ্যে আমি কুলেশ্বর সলিলে বরুণেশ্বর। ২৫। ভক্তমধ্যে আমি আশুতোষ, শক্রর মধ্যে ত্রিপুরান্তক, শিষ্যমধ্যে আমি গুরু এবং পরমগুরু। ২৬। চন্দ্রলোকে আমি সোমনাথ, ভানুমণ্ডলে স্বর্ভানু, ত্রৈলোক্যে লোকনাথ, রুদ্রলোকে মহেশ্বর। ২৭। সমুদ্রমন্থন সময়ে আমি ত্রৈলোক্যবিজয়ী নীলকণ্ঠ, জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা, শাকদ্বীপে চতুর্ভুজ। ২৮। কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ, মণিদ্বীপে মীননাথ, প্লক্ষদ্বীপে শশিধর। ২৯। পুষ্করদ্বীপে আমি পুরুষোত্তম, বেদমধ্যে বাসুদেব, গুরুমধ্যে নিরঞ্জন। ৩০। পরমেশ্বরি। পুরাণে আমি ব্যাসেশ্বর, আগমে নাগভট্ট, নিগমে নাদরূপধৃক্। ৩১। জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মধ্যে আমি সর্ব্বজ্ঞ, যোগশাস্ত্রে যোগেশ্বর, দীনমধ্যে দীননাথ ও উমানাথ। ৩২ নগনন্দিনি। নৃপগণের মধ্যে আমি রাজরাজেশ্বর, সত্যলোকে আমি পরব্রহ্ম, রসাতলে অনন্ত এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমি লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত। ৩৩।

—+—

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ-পীঠ নামানি।

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনং।
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার মমলেশ্বরম্ ॥ ১।
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥ ২।

বারাণস্যান্তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে।
হিমালয়েতু কেদারং ঘুস্বণেশং শিবালয়ে ॥" ৩

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ [১] শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন (২) উজ্জয়িনীতে মহাকাল (৩) মান্ধাতৃপুরে ওঙ্কার ও অমলেশ্বর (৪) পরলীতে [বৈদ্যনাথ ধামে] বৈদ্যনাথ [৫] ডাকিনীক্ষেত্রে ভীমশঙ্কর(৬)সেতুবন্ধে রামেশ্বর [৭] দারুকাবনে নাগেশ্বর (৮) বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর (৯) গোমতীতটে (গোদাবরীতীরে সহ্যপর্ব্বতে) ত্র্যম্বক [১০] হিমালয়ে কেদার (১১) শিবালয়ে [ইলাপুরে] ঘুস্বণেশ্বর (১২) ।

—— + ——

যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়ভাগে চতুর্থপটলে——

দেব্যুবাচ ।—

যদি প্রসন্নো মে দেব বরার্হা যদিবা তব
কস্মিন্স্থানে ভবন্নাম কিং তদ্বদ মম প্রভো !
কেষু কেষু চ হোমেষু ত্বাং পশ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ
নাম্নাচ কতমং স্থানং শোভতে ধরণীতলে ।

ভগবানুবাচ ।——

পুষ্করেঽহং সুরেশানো গয়ায়াংবৈ স্থশর্ম্মদঃ
কান্যকুব্জে বেদগর্ব্ভো ভৃগুকচ্ছে পিতামহঃ । ১
কৌবের্য্যাং সৃষ্টিকর্ত্তা চ নন্দিপুর্য্যাং বৃহস্পতিঃ
প্রভাসে পদ্মজন্মাচ স্বর্গনক্ত্যাং সুরপ্রিয়ঃ । ২
দ্বারবত্যান্তু বাগদেবো নাটকে নাটকেশ্বরঃ
নীলাচলে চ কামেশঃ পিঙ্গলো হস্তিপর্ব্বতে । ৩
কুশাবর্ত্তে চ বিজয়ো জয়ন্তঃ পুষ্করাচলে

ভস্মাচলেঽভয়ানন্দ শ্চন্দ্রকূটে চ মাধবঃ। ৪
অন্তর্গৃহে পদ্মহস্তো মঙ্গলায়াঞ্চ ত্র্যম্বকঃ
ভদ্রপীঠে চ দিব্যেশো হ্যশ্বক্রান্তে জনার্দ্দনঃ। ৫
অহিচ্ছত্রেঽতুলানন্দঃ শ্রীশৈলে চ জগৎপ্রিয়ঃ
পদ্মপানিঃ কুশহস্তে মানশৈলে মুনীশ্বরঃ। ৬
শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাসশ্চ নীলকণ্ঠে বৃষধ্বজঃ
কন্যাশ্রমে ভবেদ্রুদ্রো মৈনাকে বিশ্বনাদকঃ। ৭
একাম্রে চৈব নাগেশো বিরজায়াং মহেশ্বরঃ
মুলিকাখ্যে তথাবিষ্ণু র্মহেন্দ্রে ভার্গব স্তথা। ৮
কৌশিক্যাস্তু তথাবোধি রযোধ্যায়াস্তু ভার্গবঃ (রাঘবঃ)
মণিকূটে হয়গ্রীবো বরাহো বিন্দুপর্ব্বতে। ৯
জটাধরস্তু গোদন্তে গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বরঃ
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মপুত্রে বিশ্বশৈলে তু গহ্বরঃ। ১০
চিত্রশৈলে তু চিত্রেশো দেবিকায়াং চতুর্ভুজঃ
বৃন্দাবনে পদ্মপাণিঃ কুশহস্ত স্তু নৈমিষে। ১১
মন্দরে চ মহাবোধি র্গোপীন্দ্রো হনুপর্ব্বতে
ভাগীরথ্যাং পদ্মগর্ভ্ভঃ কাম্পিল্যে কনকাপ্রিয়ঃ। ১২
করণে চৈবকাশ্মীরঃ কাপোতে হব্যবাহনঃ
বশিষ্ঠ শ্চার্ব্বুদে চৈব শ্বেতনদ্যাং মনোভবঃ। ১৩
ধবলায়াং পিনাকীচ পিচ্ছিলায়াং ত্রিবিক্রমঃ
যজ্ঞগর্ভ্ভস্তু আগস্ত্যে উর্ব্বশ্যাং মধুসূদনঃ। ১৪
রুক্মিনীশে হরিশ্চৈব পৈত্রিকেতু রুচিস্তথা
বামনশ্চ গোমন্তে চ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাহ্বয়ঃ। ১৫
প্রজাপতিঃ প্রয়াগে চ বিদর্ভায়াং দ্বিজপ্রিয়ঃ

গঙ্গাধরো মন্দ্রপীঠে মাতঙ্গে চৈব ত্র্যম্বকঃ। ১৬
ত্রিপুরারি র্নন্দশৈলে পাণ্ডুশৈলে ত্রিলোচনঃ
গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশো ভিত্তিপুর্য্যাং দিবাকরঃ। ১৭
বমটে মিঙ্গিলানাথো দারুশৃঙ্গে কলানিধিঃ
দারুবনে মহালিঙ্গো হুশোকেতু বিনাশকঃ (বিশোককঃ)১৮
হরিসেন শ্চুল্লুকায়াং কর্ণাটেষু [পর্ণাটেষু] অনন্তকঃ
মার্কাণ্ডেয়ো বটে চৈব ইক্ষুদ্বারে দিবাকরঃ। ১৯
গোকর্ণে চ বিকর্ণাখ্যো মন্দারে মধুসূদনঃ
অষ্টোত্তরশতং স্থানং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং।
যত্র বৈ মম সান্নিধ্যং নিত্যন্তু তব সুব্রতে। ২০
এতেষামপি যস্ত্বেকং পশ্যেৎ স ভক্তিমান্ নরঃ
স্থানং বিরজাঃ সংলব্ধা মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ। ২১

—*—

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—নাথ! তুমি যদি প্রসন্ন থাক, আর আমি যদি তোমার বরপ্রাপ্তি-যোগ্যা হই, তাহা হইলে প্রভো! কোন্ স্থানে তোমার কি নাম, কোন্ কোন্ উপাসনায় দ্বিজগণ নিয়ত তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন এবং ধরণীতলে তোমার অধিষ্ঠান হেতু কোন্ কোন্ মহাক্ষেত্র, কোন্ কোন্ নামে সুশোভিত হইতেছে তাহা আমাকে বল।

ভগবান্ মহেশ্বর উত্তর করিলেন——পুষ্করক্ষেত্রে আমি সুরেশান [সুরেশ্বর] নামে অভিহিত, গয়াধামে সুশর্ম্মদ, কান্যকুব্জে বেদগর্ভ, ভৃগুকচ্ছে পিতামহ॥ ১॥ কুবেরপুরীতে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরীতে বৃহস্পতি, প্রভাসে পদ্মজন্মা,

স্বর্গনদীতে সুরপ্রিয়। ২। দ্বারাবতীতে বাসুদেব, নাটক-পর্ব্বতে নাটকেশ্বর, নীলাচলে কামেশ্বর, হরিপর্ব্বতে পিঙ্গল। ৩। কুশাবর্ত্তে বিজয়, পুষ্করাচলে জয়ন্ত, ভস্মাচলে অভয়ানন্দ, চন্দ্রকূট পর্ব্বতে মাধব। ৪। হস্তুগৃহে পদ্মহস্ত, মঙ্গলায় ত্র্যম্বক, ভদ্রপীঠে দিব্যেশ, অশ্বক্রান্তে জনার্দ্দন। ৫। অহিচ্ছত্রে অতুলানন্দ, এ শৈলে জগৎপ্রিয়, কুশহস্তে পদ্ম-পাণি, মানশৈলে মুনীশ্বর। ৬। শ্রীকণ্ঠক্ষেত্রে শ্রীনিবাস, নীলকণ্ঠক্ষেত্রে বৃষধ্বজ, কন্যাশ্রমে রুদ্র, মৈনাকে বিশ্ব-নাদক। ৭। একাম্রকাননে নাগেশ্বর, বিরজাক্ষেত্রে মহেশ্বর, মূলিকক্ষেত্রে বিষ্ণু, মহেন্দ্রপর্ব্বতে ভার্গব। ৮। কৌশিকী নদীতে বোধি, অযোধ্যায় ভাগব [রাঘব] মণিকূটে হয়-গ্রীব, বিন্দুপর্ব্বতে বরাহ। ৯। গোদন্তে জটাধর, গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বর, ব্রহ্মপুত্রনদে পরমেষ্ঠী, বিশ্বশৈলে আমি গহ্বর নামে অভিহিত।১০। চিত্রশৈলে চিত্রেশ, দেবিকায় চতুর্ভুজ, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে কুশহস্ত। ১১। মন্দরে মহা-বোধি, হনুপর্ব্বতে গোপীন্দ্র, ভাগীরথীতে পদ্মগর্ভ, কাম্পিল্যে কনকাপ্রিয়। ১২। করণক্ষেত্রে কামীর, কাপোতক্ষেত্রে হব্য-বাহন, অর্ব্বুদক্ষেত্রে বশিষ্ঠ, শ্বেতনদীতে মনোভব। ১৩। ধবলায় পিনাকী, পিচ্ছিলায় ত্রিবিক্রম, অগস্ত্যক্ষেত্রে যজ্ঞ-গর্ভ, উর্ব্বশীক্ষেত্রে মধুসূদন। ১৪। রুক্মিণীশে হরি, পৈপ্রিক-ক্ষেত্রে রুচি, গোমন্তে বামন, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর। ১৫। প্রয়াগে প্রজাপতি, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়, মন্দ্রপীঠে গঙ্গাধর, মাতঙ্গক্ষেত্রে ত্র্যম্বক। ১৬। নন্দশৈলে ত্রিপুরারি, পাণ্ডুশৈলে ত্রিলোচন, গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশ, ভিত্তিপুরীতে দিবাকর।১৭

বমটে মিঙ্গিলানাথ, দারুশৃঙ্গে কলানিধি, দারুবনে মহা- লিঙ্গ, অশোকে বিনাশক [বিশোকক] । ১৮ । চুল্লুকায় হরিসেন, কর্ণাটে (পর্ণাটে) অনন্তক, বটক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয়, ইক্ষুদ্বারে দিবাকর, গোকর্ণে বিকর্ণ, মন্দারে মধুসূদন । ১৯ । এই অষ্টোত্তর শত স্থান * তোমার নিকটে কীর্ত্তিত হইল, সুব্রতে! যে যে স্থানে আমার ও তোমার নিত্য সান্নিধ্য । ভক্তিমান্ হইয়া নর যদি ইহার একটী ক্ষেত্রও দর্শন করে এবং একটি তীর্থেও স্নান করে, তাহা হইলেই বিরজা [রজস্তমোগুণ নির্মুক্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক] হইয়া নিত্য স্বর্গ- বাসের অধিকারী হয় ॥

—৪৪—

বিশেষ সিদ্ধপীঠম্ ।

তারাপীঠম্ ।

তারারহস্যে—

তারাপুরং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা ।
লক্ষত্রয়জপাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
ঈশানে চক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ ।
তারাপুর মিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্ল্লভং ॥ ২ ॥

---

* গ্রন্থে যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অষ্টোত্তর শত সংখ্যা পূর্ণ নাই । ৭৭ টি স্থানের মাত্র উল্লেখ আছে । এক্ষণে সম্পূর্ণ সংখ্যা সহজে পাইবারও কোন উপায় নাই—অগত্যা যতদূর পাওয়া গেল, তাহাই সম্প্রতি প্রকাশিত হইল ।

সাধক সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক তারাপুর মহাপীঠে গমন করিবেন। তথাতে তিনলক্ষ জপ করিলেই তিনি সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বর হইবেন ॥ ১ ॥ চক্রনাথের ঈশানকোণে ও বৈদ্য-নাথের পূর্ব্বে তারাপুর নামে বিখ্যাত এই নগর ভূমণ্ডল-দুর্ল্লভ ॥ ২ ॥ *

---

* এ স্থানে দেবতা তারা, ভৈরবের নাম চন্দ্রচূড়। তারাপীঠের নিম্নবাহিনী নদীর নাম দ্বারকা। বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধিস্থান মহাশ্মশানে —শাল্মলীতরুমূল। কয়েক বৎসর অতীত হইল শাল্মলীতরু শুষ্ক হইয়া যায়, তৎপরে তত্রত্য বর্ত্তমান ভৈরবাবধূত বামাচরণ তাহাকে ভস্মীভূত করেন।

চীনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে ——"একাদশসহস্রানি সাধকাঃসিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ" কলিযুগে শাল্মলীতরুর অন্তর্দ্ধানের পর একাদশ সহস্র সাধক ৺ তারা-পীঠে সিদ্ধিলাভ করিবেন। কেহ কেহ বলেন—বামাচরণই এই একাদশ সহস্র সাধকের প্রথম পুরুষ।

৺ তারাপীঠে বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধিতিথি আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী, ঐ তিথিতে তারাপীঠে বিশেষ সমারোহ সহকারে জগদম্বার সাধনোৎসবাদি হইয়া থাকে এবং অনেক দিগ্দেশ হইতে সাধক সাধিকা, ভৈরব ভৈরবীগণ ঐ সময়ে ত্রিলোকতারিণী মাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (লুপ্‌লাইন) রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ তিন ক্রোশ ব্যবধানে বীরভূম জেলাতে ৺ তারাপীঠ অবস্থিত। ঐ ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনই নলহাটী। ষ্টেশন হইতে ক্রোশমাত্র ব্যবধানে পর্ব্বতোপরি ৺ মহাপীঠ নলহাটী—মায়ের মন্দির ——(পীঠমালা ৪৪ শ্লোক)

সিদ্ধোপপীঠম্‌—

বিন্ধ্যাচলঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীবাক্যং

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে
শুম্ভো নিশুম্ভ শ্চৈবান্যা বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ।
নন্দগোপগৃহেজাতা যশোদা-গর্ব্বসম্ভবা
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী।

শুম্ভ নিশুম্ভবধের পর দেবগণের প্রতি মহাদেবীর আজ্ঞা—বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে অষ্টাবিংশতি যুগে আবার অন্য শুম্ভ নিশুম্ভ মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে, নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া [কংসাসুরহস্তচ্যুতা হইয়া] আমি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী হইব এবং তদনন্তর সেই অসুর দ্বয়ের বিনাশ করিব। (বিন্ধ্যাচলে জগদম্বা ত্রিকোণ যন্ত্রাকারে ত্রিমূর্ত্তি—অবলম্বনে অধিষ্ঠিতা। বিন্ধ্যাচল ও গঙ্গার সম্মিলনস্থানে নিম্ন কোণ— তথাতে দেবীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী ও অষ্টভুজা, পর্বতোপরি প্রথম উৰ্দ্ধকোণ "কালীখো" তথাতে দেবতা মহাকালী, তৎপশ্চিমে এক্রোশ ব্যবধানে অপর উৰ্দ্ধকোণে যোগমায়া অধিষ্ঠিতা— এই যন্ত্র-কোণত্রয় পরস্পর এক এক ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। এই ত্রিকোণে ত্রিমূর্ত্তিই সাধারণতঃ বিন্ধ্যবাসিনী নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। বিন্ধ্যপীঠে ভৈরবকুণ্ড রামেশ্বর প্রভৃতি অন্তর্গত তীর্থ আরও অনেক আছেন।) [বিন্ধ্যমাহাত্ম্য]

মহাপীঠে মহাপীঠে সঙ্কর।

। ১ । শ্রীশৈল শ্রীশৈলে প্রথম মহাপীঠে মহালক্ষ্মী, তথাতে দেবীর গ্রীবা পতিত হয়। দ্বিতীয় মহাপীঠে শ্রীসুন্দরী, এ স্থলে দেবীর দক্ষিণ গুল্‌ফ পতিত হয়।

। ২ । গোদাবরী-নদীতীর এ স্থানে দেবীর (দক্ষিণ) গণ্ড পতিত হয়, ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম বিশ্বেশী এবং বিশ্বমাতৃকা, ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি। (পীঠমালা ৪০ শ্লোক) ইহার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "বামগণ্ডেতু রাকিণী ভৈরবোবৎসনাভস্ত" যে স্থলে আমার বাম গণ্ড পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম রাকিণী, ভৈরবের নাম বৎসনাভ। এই বাম গণ্ডপাতের উল্লেখ কালে স্থানের কোন ভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই, অথচ দক্ষিণ গণ্ডপাতের উল্লেখের অব্যবহিত পরেই বাম গণ্ডপাতের উল্লেখ করিয়াছেন — এতাবতা ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অনুমিত হয় যে, গোদাবরী-তীরেই বাম দক্ষিণ উভয় গণ্ড পতিত হইয়াছে এবং অব্যবহিত ক্ষেত্রেই উভয় পীঠ অধিষ্ঠিত।

মহাপীঠে ও সিদ্ধপীঠে সঙ্কর।

(যে সমস্ত ক্ষেত্র মহাপীঠ ও সিদ্ধপীঠ উভয় প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)

হিঙ্গুলা। ১। করবীরপুর। ২। বৈদ্যনাথ ধাম। ৩। উজ্জয়িনী। ৪। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত। ৫। কুরুক্ষেত্র। ৬।

কাঞ্চী। ৭। শোণনদ। ৮। নর্ম্মদা। ৯। চিত্রকূট। ১০। জ্বালামুখী। ১১। কাল্যাশ্রম বা কালীবন। ১২। শ্রীপর্ব্বত। ১৩। বৃন্দাবন (মথুরা পর্য্যন্ত *)। ১৪। প্রয়াগ। ১৫। নেপাল। ১৬। কালীঘাট। ১৭। নীলপর্ব্বত [কামাখ্যা]। ১৮। কিরীটেশ্বরী। ১৯। অট্টহাস। ২০। সুগন্ধা। ২১। প্রভাস। ২২। কাশী। ২৩। অবন্তী। ২৪। জয়ন্ত বা জয়ন্তী। ২৫। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ২৬। ত্রিস্রোতাঃ। [তিস্তা নদী]। ২৭॥

—+—

উপপীঠ।

১ম। বৈদ্যনাথ ধাম। মহাপীঠ সৃষ্টির পর রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস ধাম হইতে আনীত কামনালিঙ্গ। (বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি)

২য়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৺ জগন্নাথ দেব। দেবী বিমলা। (উৎকলখণ্ড প্রভৃতি)

৩য়। ৺ কাশীধাম। ৺ বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, আদিকেশব, কেদারনাথ, দুর্গা, চতুঃষষ্টিযোগিনী প্রভৃতি অসংখ্য পীঠ ও তীর্থ। (কাশীখণ্ড)

৪র্থ। কামরূপ ক্ষেত্র। যোগিণীতন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য শত শত পীঠ ও তীর্থ।

৫ম। বৃন্দাবন বা মথুরামণ্ডল। দেবতা কাত্যায়ণী, (পৌর্ণমাসী) লক্ষ্মী, গোপেশ্বর, গোবর্দ্ধন, শ্রীকৃষ্ণ

---

* ৺ ভূতেশ্বর ভৈরব মথুরায় অবস্থিত।

শ্রীরাধিকা এবং উভয়ের বিভূতি বর্গ। তীর্থ—কালিন্দী, কালিয়হ্রদ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, মানসী গঙ্গা প্রভৃতি।

৬ষ্ঠ। অযোধ্যা। দেবতা—শ্রীরামচন্দ্র শ্রীজানকী ও উভয়ের বিভূতি—লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন,—উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি এবং মহারুদ্রাবতার শ্রীমান্ হনূমান্, বিভীষণ, অঙ্গদাদি। তীর্থ—সরযূ, লক্ষ্মণঘাট, বৈকুণ্ঠদ্বার প্রভৃতি।

৭ম। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত। দেবতা—আদিনাথ চন্দ্রনাথ প্রভৃতি, তীর্থ—বাড়বকুণ্ড প্রভৃতি।

৮ম। গয়াধাম। দেবতা—গদাধর, জনার্দ্দন, ব্রহ্মা, মঙ্গলাগৌরী, ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের শিখরস্থিত মহাযন্ত্র-পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী নামে অভিহিতা চণ্ডী প্রভৃতি। তীর্থ—ফল্গু, আকাশগঙ্গা প্রভৃতি।

৯ম। হিমালয় পর্ব্বত। পাষাণময় অংশ। দেবতা পার্ব্বতী, তীর্থ—স্বয়ং গঙ্গা।

১০ম। হিমালয় পর্ব্বত। জ্যোতির্ম্ময় অংশ। দেবতা স্বয়ং ব্রহ্মময়ী উমা, তীর্থ—স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ী মন্দাকিনী।

এই সমস্ত উপপীঠকেই "সিদ্ধপীঠে সিদ্ধপীঠে সঙ্কর" বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ একতঃ ইঁহারা সিদ্ধপীঠ স্থলে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছেন— দ্বিতীয়তঃ সকল পীঠই কোথাও দুইটি, কোথাও চারিটি, কোথাও পাঁচটি পীঠে পীঠে পরস্পর সংকীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বিভাগ নির্দ্দেশ করিলে কেবল অকারণ পুনরুক্তি হয়, এ জন্য আমরা ক্ষান্ত হইলাম, সাধকবর্গ ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব স্থান দেখিলেই উহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি-

বেন। এ সমস্ত পীঠ, মহাপীঠ সিদ্ধপীঠ এবং সাক্ষাৎ মুক্তি-ধাম হইলেও মহাপীঠ ও সিদ্ধপীঠের অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল পীঠ গণনায় ইহাঁরা উপপীঠ, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা, মহানির্ব্বাণভূমি বারাণসী বৃন্দাবন প্রভৃতি নিত্য-ধাম, স্বয়ং জগদম্বারই রূপান্তর বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন।

পীঠ-তত্ত্ব।

ভগবান্ মহেশ্বর ও ভগবতী মহেশ্বরী তন্ত্রশাস্ত্রে এবং ভগবদ্ভগবতী-তত্ত্বপরায়ণ মহর্ষিবর্গ ও পুরাণাদি শাস্ত্রে সাধকের সিদ্ধিসাধনাকার্য্যে মহাপীঠ সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠকেই দ্রুতসিদ্ধির বিশেষ উপায় বলিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন। সাধারণ তীর্থ অপেক্ষা পীঠতীর্থে বিশেষ এই যে—সাধারণ তীর্থে স্নান, দান, দেবদর্শন ও পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস ইত্যাদি কয়েকটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই তীর্থকৃত্য সমাপ্ত হইল, পীঠতীর্থে তাহা নহে—অন্য তীর্থ রাজরাজেশ্বরীর রাজধানী মাত্র, কিন্তু মহাপীঠ সিদ্ধপীঠ উপপীঠ তাঁহার নিত্যলীলায় নিত্য মন্দির। রাজধানীতে রাজকর দিয়াই অবসর লইতে পারি, কিন্তু রাজমন্দিরে আসিয়া যদি রাজরাজেশ্বরীর প্রসাদই না পাইলাম, ব্রহ্মাণ্ডের মা যদি কেবল আমারই মা হইয়া আদরে সোহাগে আমায় "আয় আয়" বলিয়াই ডাকিয়া না লইলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি কোটী কোটী দেবমণ্ডলীর কিরীটকোটী-

সংঘট্টে-চরণপীঠ বিশ্লিষ্ট করিয়া স্খলিতচরণে, ব্যাকুলকুন্তলে চঞ্চলনয়নে, বিত্রস্তবস্ত্রাভরণে উভয় অভয়বাহু প্রসারণ করিয়া মা যদি আমার জন্যই না ছুটিলেন, তবে বৃথা আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম, কেবল বৃথাই মায়ের সন্তান বলিয়া জগতে অভিমানের ভার বহিয়া এখন দুরন্ত লজ্জার ভারে রসাতলে চলিলাম—হায়! কি করিতে কি করিলাম, মা বলিয়া বাহু তুলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে মায়ের মন্দিরে আসিলাম—ঘোর নারকী মহাপাতকী শত অপরাধী কুপুত্র আমি, মা আমার করুণাময়ী হইয়াও ঘৃণায় মন্দিরের কবাট খুলিলেন না, তাই বড় আশায় আসিয়াছিলাম হাঁসিতে হাঁসিতে—এখন নিজ কর্ম্মদোষে বুঝি ফিরিয়া যাইতে হইল কাঁদিতে কাঁদিতে। তাই বলিতেছিলাম ভাই সাধক! যেখানে কেবল মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ—সেখানে এত পাপপুণ্যের গন্ধ থাকিবে কেন? আমি যদি নিজেই স্নান করিব, তবে আর মায়ের মন্দিরে আসিলাম কেন? ছেলের গায়ে ধূলা লাগিলে ছেলে কি তাহা আপন হাতে ধুইয়া থাকে? স্নান না করিলে পীড়া জন্মিবে, তাহা কি ছেলে বুঝে? ক্ষুধা তৃষ্ণা স্নান অস্নান এ জ্ঞান যাহার আছে, সে কি আবার মায়ের নিকটে আসিতেই চায়? না! আসিতেই পায়? মায়ের কোলের ছেলে যে হইতে চায়, সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝিয়াও বুঝে না, কিসে অসুখ হইয়াছে, তাহা সে কি জানে? অসুখ হইয়াছে, যাতনা অসহ্য হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া কাঁদিয়াই তাহার অবসর, তারপর অসুখ জানে আর মা জানে। আমি জানি—আমি ধূলামাখা

ভূত সাজিয়া ভয়ে ভয়ে মায়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব, মা ক্রোধের বেগে ছুটিয়া আসিয়া কত ভৎসনা তিরস্কার করিবেন—আমি অমনি দুটি হাত একত্র করিয়া শিষ্ট শান্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইব, মাথাটি নত করিয়া মিটি মিটি চাহিব আর মিটি মিটি হাসিব—মা অমনি স্বহস্তে আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে [করুণার] স্বচ্ছশীতল জলের ধারা ঢালিয়া দিবেন, সর্ব্বাঙ্গের ধূলামাটি ধুইয়া যাইবে। মা ধমকাইতে ধমকাইতে তাঁহার [স্নেহের] অঞ্চলে সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিবেন, আমি অমনি অর্দ্ধাঙ্গ মুছাইতে না মুছাইতে ঝাঁপিয়া মায়ের কণ্ঠ ধরিয়া নাচিয়া তাঁহার কোলে উঠিব, সেই দিনে আমার তীর্থস্নান সম্পন্ন হইবে। তাই বলিতেছিলাম লোকে স্নান করিতে পারে— আমার স্নান হয় কৈ ? অন্যতীর্থে স্নানের অধিকার থাকিলেও মহাপীঠে আমার তাহা নাই— স্নান যদি করিতে হয়, তবে সেই স্নানই করিব— যাহার পর আর কখন স্নান করিতে না হয়, নইলে স্নান করিয়া উঠিয়া আবার তখনই যদি হাতীর মত সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া অবসর হইলাম, তবে সে স্নান ত প্রত্যহই করিয়া থাকি, তাহার জন্য আর মহাপীঠে আসা কেন ? তাই আমার স্নানের অধিকার নাই।

বড়ই হাঁসির কথা যে, মায়ের মন্দিরে আসিয়া আমি দান করিব—সত্য আমি রাজরাজেশ্বরীর কুমার, কিন্তু মা যদি সে কুমারত্ব মঞ্জুর না করেন ; তবে আমি কিসের কুমার ? মায়ের কুমার হইলেও আমি তাঁহার ত্যাজ্য পুত্র, দীন দরিদ্র পথের ভিখারী চিরকাঙ্গাল!!! তাই যতক্ষণ তাঁহার মুখে

"হাঁ" না শুনিতেছি, ততক্ষণ আমার দান করা ঘটিতেছে না। আবার ততোধিক হাঁসির কথা এই যে, মা কুমার বলিয়া স্বীকার করিলে তখন আমি দান করিব! হাঁরে ভাই! মা যাহাকে "আমার সন্তান" বলিয়া কোলে উঠাইয়া লয়েন, তাহার কি আবার নিজের বলিতে কিছু থাকে যে, সে তাহা দান করিবে? সে যে তাহার "ইতঃ পূর্ব্বং-প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতঃ" আমার বলিতে যাহা ছিল, সর্ব্বস্ব মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়া মা-ময় মনঃ প্রাণে আত্মহারা হইয়া যায়, আবার আত্মজ্ঞান হইলেও যে তখন জগন্ময় মা বই আর কেহ নাই, কিছু নাই, দান করিব কি? কাহাকে? তাই বলি —অন্যের পক্ষে দান থাকিলেও সাধকের পক্ষে দান নাই।

তীর্থে গিয়া লোকে আপনি দেবতাকে দর্শন করে—মহাপীঠে আমি আপনি গিয়া দর্শন করিব কাহাকে? আমার যদি নিজের দর্শন করিবার বা দর্শন পাইবার অধিকারই থাকিবে, তাহা হইলে আর মহাপীঠে আসা কেন? মা যদি সহজেই এ চক্ষুর গোচর হইবেন, তবে আর জগতে তাঁহার সাধন ভজন আরাধনা উপাসনা কিসের জন্য? মাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়াই ত সকল ছাড়িয়া মায়ের মন্দিরের দ্বারে আসিয়া এ ক্রন্দন, এ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া মা যদি তাঁহার মন্দিরের কবাট খুলিয়া আপন হাতে চোখের জল মুছাইয়া দেন, জ্ঞানের উত্তাপে, প্রেমের ঘৃতে, প্রাণের পাত্রে স্নেহের কজ্জল প্রস্তুত করিয়া মা যদি স্বহস্তে এ চক্ষু সুরঞ্জিত সমুজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ করিয়া দেন, যদি দয়া করিয়া

আপন স্বরূপ প্রকাশিয়া স্বপ্রকাশস্বরূপিণী আপনি আমাকে দর্শন দেন, তবেই ত তাঁহার স্বরূপরূপ দর্শন করিবার কথা! অন্যথা, অন্যের মত এ দর্শন আর অদর্শন, আমার চক্ষে দুইই ত সমান; তাই বলিতেছিলাম অন্য তীর্থের মত মহাপীঠে গিয়া সাধকের সহজে দেবদর্শন করিবার অধিকার নাই!!!

তীর্থে গিয়া দেবতা দর্শন করিয়া তবে ত লোকে তাঁহাকে পূজা করে! আমার দর্শন লইয়াই যে বিভ্রাট, পূজা ত পরের কথা; মনে প্রাণে বড়ই সাধ ছিল যে, দর্শন পাইলে একবার সাধ মিটাইয়া পূজা করিব, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি? শুনিতে পাই নাকি—সর্ব্বনাশীর সঙ্গে একবার দেখা হইলে পূজা করিবার আর তখন কিছু থাকে না, "সর্ব্বং ব্রহ্মাণি লীয়তে" সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী ব্রহ্মরূপিণীর সত্তা-সাগরে ডুবিয়া যায়। এত জননীর দেখা নহে, যেন বাঘিনীর দেখা— যেমন দেখা, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বনাশ—সর্ব্বগ্রাস। আবার ইহাও শুনিয়াছি——যাহারা বাঘিনীর সন্তান হইয়া বাঘিনীর সম্মুখে যায়, তাহারাই কেবল এ সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা পায়——তাই ত পূজা করিবার সাধ থাকিলে যজমান না হইয়া, যাত্রী না হইয়া বাঘিনীর ছেলে হইয়া বাঘিনী মায়ের কাছে যাইবার কথা। জ্ঞানরাজ্যের বিশ্ব-গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাই ত ভক্তি-রাজ্যের প্রজা হইয়া "তুমি মা আমি সন্তান" এই ভাবে উপাসনা করিবার কথা। তাই বলিতেছিলাম, যাকে

যাহারা পূজা করিতে চায়, " মা " নামকে তাহারা এমনি করিয়াই প্রাণের সঙ্গে জড়াইয়া রাখে—তাই সাধকের পক্ষে মায়ের পূজা অনেক দূরের কথা।

লোকে তীর্থে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করে, আমি যদি সেই দেখা দেখি মহাপীঠে আসিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধই করিলাম, তবে আর নিজের শ্রাদ্ধ করিব—কোথায় গিয়া? সাংসারিক তীর্থযাত্রীর পুত্র থাকে, কন্যা থাকে, অন্য উত্তরাধিকারী থাকে, তাই তাহারা পিতামাতার পিণ্ড দিয়াই তীর্থ হইতে চলিয়া যায়—শেষে পুত্রকন্যার পিণ্ড পাইয়া নিজে কৃতার্থ হইয়া যায়, আমার এ সংসারে " আমার " বলিতে এক-মাত্র মা ভিন্ন আর কে আছে? আমি কাহার ভরসায় নিজে নিশ্চিন্ত থাকিব? তাই স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার অবসর আমার নাই। আমাকে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিতে হইবে, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির; তবে লোকে বলিবে আমি স্বার্থপর—তাহা লোকে বলিবে কেন? আমিই ত নিজ মুখে বলিতেছি আমি স্বার্থপর—আর—লোকে বলিলেই বা তাহাতে আমার ভয় কি? লোকে বলিবে—শ্রাদ্ধের অভাবে পিতৃপুরুষের অধোগতি হইল, সেই কথাই শুনিব? না! শ্রাদ্ধ করিলে যাঁহার আজ্ঞায় পিতৃপুরুষের ঊর্দ্ধগতি হইবে, তাঁহার কথাই শুনিব? শুনিয়াছি বেদ তন্ত্র পুরাণে তিনি ত সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন—" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন " " অপিবঃ স্বকুলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি " " কে যে গোত্রে সমুৎপন্নাঃ কালীং সাধিতু মুদ্যতাঃ। তৎক্রমধা পিতরঃ-

সর্ব্বে নৃত্যন্তি হৃষ্টমানসাঃ” “কদাস্মাকং কুলে পুত্রঃ কালী-মন্ত্র মুপাশ্রয়েৎ” “অহোধন্য মহোধন্যং সুকৃতং জন্মজন্মনি। যদস্মাকং কুলে কশ্চিৎ কুলতত্ত্বপরায়ণঃ। মহাবিদ্যাং সমা-সাদ্য স্বয়ংসিদ্ধো ভবিষ্যতি। অস্মানপি মহাদেব্যাঃ পরং-ধাম নয়িষ্যতি। বংশ্যানাং কোটিকোটীশ্চ অধঊর্দ্ধং গতা-গতান্ স তারয়তি তারিণ্যাঃ পরদেব্যাঃ প্রসাদতঃ”

“কুলকে পবিত্র, জননীকে কৃতার্থা এবং বসুন্ধরাকে তিনিই পুণ্যবতী করিয়াছেন, জ্ঞানানন্দ-সমুদ্রস্বরূপ পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে” “নিজবংশের কোন একটী সন্তানকে সিদ্ধিসাধনায় অগ্রসর দেখিলে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণ আনন্দে অধীর হইয়া গান করিতে থাকেন—“এত দিনে আমাদের কুলে কেহ কুলজ্ঞানী হইবে।” সাধনার উদ্যোগ আরম্ভের বার্ত্তা শুনিয়া স্বর্গস্থ সমস্ত পিতৃলোক সমবেত হইয়া হর্ষাকুলহৃদয়ে নৃত্য করিতে করিতে বলিয়া থাকেন—“আহা! আমাদিগের গোত্রে কোন্ কোন্ সন্তান এমন সৌভাগ্যশালী জন্মিয়াছে, যাহারা সেই কালভয়বারিণী কালমনোমোহিনীর সাধনার জন্য উদ্যত হইয়াছে” “আহা! কবে সেই দিন আসিবে? যে দিন আমাদিগের কুলোৎপন্ন কুলতিলক পুত্র সেই কুলকৈবল্যরূপিণী মহা-কালীর মহামন্ত্র আশ্রয় করিবে” “আমাদিগের জন্মজন্মা-ন্তরের সঞ্চিত সুকৃতসকল অহোধন্য অহোধন্য, যে হেতু আমাদিগের কুলোৎপন্ন কুলতত্ত্বপরায়ণ কোন সন্তান আজ জগদারাধ্যা মহাবিদ্যার সাধনা করিয়া স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া আমাদিগকেও মহাদেবীর পরম ধামে উপনীত করিবে,

অধিক কি, পরমদেবতা তারিণীর প্রসাদে বংশের উর্দ্ধগত ও অধোগত কোটি কোটি পুরুষকে সে আজ উত্তীর্ণ করিবে।” তবে আর ·· করিব, কাহার উপদেশে? কাহার উদ্দেশে? অন্যের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে গিয়া নিজের স্বার্থ নষ্ট করা অপেক্ষা নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে গিয়া অন্যের স্বার্থ যদি অযত্নসুলভ সিদ্ধ করিতে পারি, তবে তাহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? শ্রাদ্ধ না করাই স্বার্থপরতা, কি শ্রাদ্ধ করাই স্বার্থপরতা তাহাও ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না——জিজ্ঞাসা করি, আমি যে শ্রাদ্ধ করিতে যাই, তাহা পিতৃপুরুষের সুখসদ্গতি বিধানের জন্য? না! আত্ম-প্রত্যবায় পরিহারের জন্য? যদি পিতৃপুরুষের সুখসদ্গতি বিধান করাই উদ্দেশ্য হইবে, তবে তাঁহাদিগের ভাবিসুখের জন্য ভাবিলাম কৈ? আমি যেন যে কয়েকদিন আছি, শ্রাদ্ধ করিয়া গেলাম—তাহার পর! হয় নির্ব্বংশ, নয় কুবংশ——তখন উপায়? আমার প্রদত্ত পিণ্ড ত অক্ষয় নহে—যে, তাহা তাঁহাদিগের অক্ষয়স্বর্গবাসের কারণ হইবে? যদি তাহাই হইত, তবে কি আর প্রতিবর্ষে, প্রতিমাসে, প্রতিপর্ব্বে, প্রতিদিনে, শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিত? কৈ? কোন শাস্ত্রই ত বলেন নাই যে, সাধকের সিদ্ধিপ্রভাবে পিতৃপুরুষসকল মুক্ত হইলেও আবার সিদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধার করিতে হইবে।—যাহা হইল তাহা একেবারেই “ন পুনর্ভবায়” আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। আমি ত পিতৃপুরুষের সে সকল সুখ দুঃখ দেখিতেও চাই না, ভাবিতেও চাই না,

বুঝিতেও পারি না; আমি বুঝি এই পর্য্যন্ত যে, পিতৃপুরুষ স্বর্গে থাকুন্ আর নরকে যাউন্, আমার পাপ না হইলেই হইল——তাই আমি কাশী গঙ্গা প্রভৃতি মহাতীর্থে মৃত মুক্ত পুরুষেরও শ্রাদ্ধ করিতে যাই।—জানি ত আমার এ শ্রাদ্ধে তাঁহার না আছে উপকার, না আছে অপকার, ইহা জানিয়া শুনিয়াও শ্রাদ্ধ করি কেন? না—মনে মনে সংস্কার আছে যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ হউক্ আর না হউক, আমার পাপের কোন কথা না থাকে। ভাই সাধক! বল দেখি এরূপ শ্রাদ্ধ না করাই স্বার্থপরতা? না! করাই স্বার্থপরতা? এমন বিষম স্বার্থপরতা কোথাও কি শুনিয়াছ যে, শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"পুনরাকর্ষণং কৃত্বা শাপঃ পততি মূর্দ্ধনি" (যোগিনীতন্ত্রে) গয়াদি মহাতীর্থে একবার যাঁহার পিণ্ডদান করা হইয়াছে, তাঁহাকে যদি পিণ্ডদানের জন্য মুক্তিধাম হইতে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার মস্তকে পিতৃলোকের অভিসম্পাতরূপ বজ্র পতিত হয়। তথাপি——হউক না কেন বজ্রপাত, আমার পাপ না থাকে——ইহাই ত আমার সিদ্ধান্ত!!

এরূপ নিঃস্বার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপরতা আমার শত সহস্র গুণে শ্লাঘ্য; এই জন্য মহাপীঠে কেবল শ্রাদ্ধ করিয়া আমার অব্যাহতি নাই। লোকে তীর্থে গিয়া ত্রিরাত্রবাস করে, মহাপীঠে আসিয়াও আমাকে তাহাই করিতে হইবে, এ কথা মনে করিতেও ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। মায়ের কোলে আসিয়াও যদি ত্রিরাত্রবাস করিব, তবে এ অনন্তকাল কাটাইব কোথায় গিয়া?

মা-হারা হইয়া যে যন্ত্রণা, তাহা ভোগ করিয়াই ত মায়ের দ্বারে আসিয়াছি—আবার এখানেও যদি ত্রিরাত্রবাস করিয়াই চলিয়া যাইব—তবে এ পাপ প্রাণের জ্বালা জুড়াইব কোথায়? ইহা ভাবিতেও যেন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।—সব সহিতে পারি, কিন্তু ত্রিরাত্রবাসের কথা সহিতে পারি না। অনন্তরূপিণীর কোলে বসিয়া আমি অনন্ত দিনরাত্রি কাটাইব, মাকে ধরিয়া জগন্ময় মহাপীঠ করিয়া লইব, যে রাত্রি যেখানে থাকি, জগদ্ধাত্রীর কোলে বসিয়া চৈতন্যশয়নে আনন্দনিদ্রায় মা-ময় স্বপ্ন দেখিব, তাই মহাপীঠে ত্রিরাত্রবাস অসম্ভব। এ সাধ পূর্ণ হইবার একমাত্র উপায় তাঁহার সাধনা।—অনেকে মনে করে, কিছু দিন মায়ের নিকটে বসিয়া কাকুতি মিনতি কান্নাকাটি করার নাম সাধনা—কিন্তু ইহা তাহারা মনে করে না যে, মা আমাদের বিশ্বশ্রবাঃ, যেখানে বসিয়াই কেন কান্নাকাটি না করি, মায়ের কর্ণ ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; মা শত সহস্র গৃহকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকিলেও সন্তানের ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কর্ণ অগ্রসর হইয়া থাকে। ভাই! ভ্রান্ত তুমি, তুমি কি মনে করিয়াছ যে, নিকটে আসিয়া অথবা চিৎকার করিয়া মাকে তুমি ক্রন্দন শুনাইবে? তুমি ক্রন্দন করিবে, ইহা ভাবিবার পূর্ব্বে যিনি তোমার ক্রন্দন শুনিয়া বসিয়া আছেন, তুমি সে অন্তর্যামিনীকে শুনাইবে কি? তাই বলিতেছি মাকে কিছু শুনাইবার জন্য মহাপীঠে আসা নহে; কিন্তু মায়ের নিকটে কিছু শুনিবার জন্য মহাপীঠে আসা—তিনি যে অন্তরে বসিয়া এতকাল শুনিতে-

ছেন, এখন বাহিরে আসিয়া তাহার উত্তর কি দেন, তাহাই শুনিতে হইবে—যতক্ষণ তাহা না শুনিতেছি, ততক্ষণ আমার মহাপীঠে আসা সিদ্ধ হইতেছে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। তিনি শুনিতেছেন—অন্তরে বসিয়া, অথচ উত্তর দিবেন—বাহিরে আসিয়া, এ কথাটা শুনিতে হয় ত আপাততঃ বিস্ময় বোধ হইবে; কিন্তু সে বিস্ময় ততক্ষণ, যতক্ষণ অন্তর বাহির দুইটি পদার্থের পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠিতে না পারিতেছি। মহাপীঠে আসিলে শীঘ্র সিদ্ধি হইবে কেন? এ কথা ভাবিতে গেলেই প্রথমতঃ দুইটী কথা মনে হয়—এক, মহাপীঠ বাহিরের বস্তু, দ্বিতীয়, সিদ্ধি অন্তরের বস্তু; অন্তরে বাহিরে এ সংমিশ্রণ কিরূপ তাহাও একবার বুঝিবার কথা।—ফলের নিশ্চয় আছে বলিয়াই যেরূপ বৃক্ষ-রোপণের কর্ত্তব্যতা, সিদ্ধির নিশ্চয় আছে বলিয়াই তদ্রূপ সাধনার কর্ত্তব্যতা। যথাবিহিত-রূপে সাধনা করিতে পারিলে অবশ্য সিদ্ধি হইবে, ইহা যাঁহার দৃঢ়ধারণা না আছে—অথবা সাধনার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধির লক্ষণ যাঁহার প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, মহাপীঠাদি সাধনার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবের জৈবী শক্তিকে পরাভূত করিয়া ঐশী শক্তির আবির্ভাবের নাম সিদ্ধি। মানবত্ব বিদূরিত করিয়া দেবত্বে উপস্থিতির নাম সিদ্ধি। মায়াপাশ উচ্ছেদন পূর্ব্বক মায়াতীত শিবস্বরূপ সাক্ষাৎকারের নাম সিদ্ধি। এই ঐশী দৈবী শৈবী শক্তি যাহাই কেন না বলি, ইহার কিছুই জীবের আত্মশক্তির

অতীত নহে; সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তি জীবের দেহেই নিত্য-বিরাজিতা—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী হইয়াও জীবের অদৃষ্টক্রমে তিনি আপন লীলায় আপন মায়ায় ধুম-রাশিসমাবৃতা। সাধকের সাধনা-বায়ুর অজস্র ঘাত প্রতিঘাতে দোধূয়মান হইয়া সেই বহ্নিমণ্ডলবাসিনী যখন মায়াময় ধুম-রাশি বিদীর্ণ করিয়া স্বপ্রকাশজ্যোতিঃ প্রসারণে দশ দিগন্ত আলোকিত করিয়া দাঁড়াইবেন, তখনই সাধক আপনি আপনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া স্ব-স্বরূপ হারাইয়া মায়ের স্বরূপে ডুবিয়া পড়িবেন—ইহাই সিদ্ধির চরমাবস্থা। এই স্থানেই ভগবান্ বলিয়াছেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" হৃদয়ের গ্রন্থি সমস্ত ভিন্ন হয়; সংশয় সমস্ত ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মসমস্ত ক্ষীণ হয়, সেই পরাবর (হিরণ্যগর্ব্ভেরও জন্মভূমি) পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে।

তীব্রসাধনার প্রভাবে যিনি এইরূপে জ্যোতির্ম্ময়ীকে জাগাইয়া মায়াধুমের অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আপন অন্তরে অন্তর্যামিনীকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মময়ীর অনুগ্রহে এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে সর্ব্বত্রই সমান পীঠ, সর্ব্বত্রই সমান সিদ্ধস্থান; কিন্তু যিনি তাহাতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।——মুমূর্ষু—শয্যাশায়ী রোগী যখন হিমাঙ্গ হইয়া যায়, তখন বাহিরে অগ্নি জ্বালিয়া সেই অগ্নির উত্তাপ তাহার দেহে সংক্রামিত করিয়া চিকিৎসক যেমন দেহস্থ অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিয়া রোগীর জীবন রক্ষার উপায় করেন;

ভবরোগের মহাবৈদ্য ভগবান্ বৈদ্যনাথও তদ্রূপ সংসার-রোগে মুমূর্ষু জীবের অন্তরাগ্নি-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে নিদ্রাভরনিমীলিতা দর্শন করিয়াই বাহিরের মহাপীঠে নিত্য-প্রজ্বলিত-মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী জগদম্বার সমীপস্থ এবং শরণাগত হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্ববশ দেহেই অন্তরের স্বতঃ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে যে রক্ষা করিতে পারে নাই, এখন অবশদেহে সে বাহিরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে—সে আশা সুদূরপরাহত, তাই দীনদুর্গতিহারিণী ত্রৈলোক্য-জননী দাক্ষায়ণী দক্ষলীলাছলে ভক্তের জন্য, সাধকের জন্য, ত্রৈলোক্যময় পুত্রের জন্য, নিজ নিত্যচ্ছায়াময় দেহকে দান করিয়া ইচ্ছাময়—দেহান্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন—দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু নারায়ণ. সেই পতিতপাবন জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিকে একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—করুণাময় ভূতভাবন, জীবের দেহে সেই অগ্নিতাপ সংক্রামিত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং ভৈরবমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহাপীঠে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—তাই মহাপীঠে চিকিৎসা ও রোগ-মুক্তির যেমন সুব্যবস্থা, এমন্ আর কোথায়ও নহে।

জগদম্বার মৃতদেহ নিত্য হইল কিরূপে? ইহা যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে সে সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে আমা-দিগের কিছু বলিবার নাই; কারণ সে সন্দেহ যাঁহার আছে, তিনি "তন্ত্রতত্ত্ব" দেখিতে পারেন, "পীঠমালা" তাঁহার জন্য নহে—তথাপি আমরা ইহা বলিতেছি যে, সত্য-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী, নিজ অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে দেহ ধারণ করিয়াছেন, ইহা যিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন

নাই, তিনি তাঁহার সেই নিত্য চৈতন্য-চ্ছটাময়ী মূর্ত্তিকে মৃত বা অনিত্য বলিয়া মনে করিবেন কোন্ যুক্তিতে? কোন্ সাহসে? তাঁহার জন্মও মিথ্যা, আবির্ভাব মাত্র; মৃত্যুও মিথ্যা, অন্তর্দ্ধানমাত্র; তাঁহার মূর্ত্তিকে যদি পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে তাহাও মিথ্যা; স্বরূপতঃ উহা কেবল চিন্ময়ীর চিন্ময়লীলা মাত্র। তোমার আমার দেহ যেমন আত্মার প্রকাশ হইতে স্বতন্ত্র, জগদম্বার দেহ তাহা নহে; তাঁহার সে মূর্ত্তির পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ই আত্মা—কেবল তাঁহার লীলাশক্তিপ্রভাবে মহাদেবের সাধনাসিদ্ধির জন্য তাহা মূর্ত্তি-রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ।

তাঁহার দেহ যে, স্বরূপতঃ কি পদার্থ, তাহা ত তিনিই দেহত্যাগের পর ও পূর্ব্বে দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাদেবের মোহান্ধকার দূর করিবার জন্য কৈলাসধামে একাকিনী সতী যখন কালী তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যারূপে দশ দিগন্ত আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আবার সে দশ-রূপ সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার যখন প্রশান্ত কালীরূপে একা-কিনী সতী হইয়া দেবাধিদেবের নিকটে বিদায়যাত্রা গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই ত বুঝা গিয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তির স্বরূপ কি? তবে যাঁহার যেরূপ সাধনা, তিনি তদ্রূপ দর্শন করেন।—কৈলাসে মহাদেব দেখিলেন—একাকিনী সতী তাঁহার—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী দশমহাবিদ্যা; যজ্ঞস্থলে দক্ষ দেখিলেন তাঁহার কন্যা সতী, মহাদেবী হইলেও মানবীর ন্যায় মৃতাঙ্গী; এ বিস্ময়ের রহস্যচ্ছেদ কে করিবে?

পুরাণের কাহিনী শুনিয়া তুমি আমি হয় ত জানি, দক্ষ-নন্দিনী পতিব্রতা ছিলেন, তাই তাঁহার নাম সতী; কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী যোগীন্দ্রগণ জানেন—নিত্য-সত্যস্বরূপিণী বলিয়াই তাঁহার নাম "সতী"। সতীর অঙ্গ কখনও অনিত্য হইতে পারে না। জগৎ, অসত্য অনিত্য; তিনিই কেবল চিন্ময় সত্য, তাই তাঁহার নাম সতী।—সতীর মৃত্যু অসম্ভব, তাই তাঁহার দেহ সত্য। দেহ সত্য, ইন্দ্রিয় সত্য, কর-চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সত্য, সমস্ত নিত্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি কেবল ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপিণী।—জ্যোতির মণ্ডলও জ্যোতিঃ, স্ফুলিঙ্গও জ্যোতিঃ——তাঁহার সমবেত দেহও জ্যোতিঃ, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও জ্যোতিঃ। স্ফুলিঙ্গে ও মণ্ডলে জ্যোতির বস্তুশক্তিগত কোন তারতম্য হয় না, দাহ্যবস্তু নিকটে পাইলে স্ফুলিঙ্গই তখন বিশাল বহ্নিমণ্ডলে পরিণত হয়, তাই মহাপীঠসমূহে মহাদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাত হইলেও সম্পূর্ণ মূর্ত্তিময়ী দেবতাই তথাতে জাজ্বল্যমানা; অন্যথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপেই তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা হইত। এই জন্যই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে——

" ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়। ও তাঁর, নয়নব্রহ্ম দিয়ে, হৃদয়-ব্রহ্মে নিয়ে, চরণব্রহ্মে মনন ব্রহ্মাঞ্জলি হয়। (তাঁর)

১। ও তাঁর, কর চরণ, শ্রবণ নয়ন, ভৌতিক ইহার কিছুই ত নয়; সে যে, ব্রহ্মময় মূর্ত্তি, কেবল ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি, পদাঙ্গুষ্ঠ হোতে ব্রহ্মরন্ধ্র ময়॥ (তাঁর)

২। ও তাঁর, দেহতত্ত্ব, জানেন সত্য, স্বয়ং বিষ্ণু জগন্ময় ; যাঁর, সুদর্শনচক্রে, একান্নপীঠচক্রে, প্রতি অঙ্গে তাঁর পূর্ণ-মূর্ত্তি হয় ॥ (দেখ)

৩। ও তাঁয়, ভজে যে জন, জানে সে জন, অঙ্গযোজন কি রূপে হয় ; মূল,-পূজা সমাপনে, ষড়ঙ্গ পূজনে, প্রকাশিত নিগূঢ়-ব্রহ্মতত্ত্বচয় ॥ (মাগো)

৪। তোমার, জন্মভূমি, নিজেই তুমি, তোমায় তোমার প্রকাশ হয় ; তুমি, হৃদয়মাঝে তোমার, শিরে শিখায় আবার, কবচে লোচনে অস্ত্রে তুমিময় ॥ (তোমার)

৫। সাধক, তুমি হোয়ে, তোমায় ল'য়ে, তোমায় " আমি " ডুবায়ে দেয় ; আবার, পূজা সমাপনে, তোমায় আমায় এনে, তোমাতে আমাতে মিলিয়ে এক হয় ॥ (তখন)

৬। পূজার, আগে সোঽহং, পরে সোঽহং, মধ্যে যে ত্বং সেও অহংময় ; নইলে, তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে, আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয় ॥ (বল)

৭। প্রেম, জাগে যখন, আর কি তখন, তোমায় আমায় সাধনা হয় ; তখন, অভেদ সম্বন্ধে, মাতি প্রেমানন্দে, ব্রহ্ম-ময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময় ॥

৮। শিব, কেঁদে আকুল, শিবের কি ভুল, ষড়ঙ্গে নাই শ্রীপদদ্বয় ; তোমার, সকল অঙ্গে তুমি, পদে কিন্তু আমি, তাইতে বলি ও পদ গণনার ভুল নয় ॥

ভক্তকুলের উদ্ধারার্থ বিষ্ণুচক্রে বিভক্ত সেই জ্যোতিঃই ভূমণ্ডলে পাষাণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে জ্যোতিঃ

এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন—তিনি মানব চক্ষুতে পাষাণরূপে লক্ষিত হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে—যোগিনীতন্ত্রে ও পীঠার্চ্চনচন্দ্রিকাদি তান্ত্রিক সংগ্রহগ্রন্থে কথিত হইয়াছে——

"যত্র যত্র মহাদেব্যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতনং
মহাবিষ্ণু শ্চক্রপাণি শ্চকার ধরণীতলে।
তত্র তত্র জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপিণী
পাষাণং রূপমাস্থায় ভক্তানাং মুক্তিহেতবে।
সাধকানাঞ্চ সিদ্ধ্যর্থং নিত্যং বিহরতি ক্ষিতৌ।
তত্রৈব ভৈরবঃ শম্ভু র্নানারূপধরঃ স্থিতঃ।
রক্ষার্থং সাধকানাঞ্চ হিতায় জগতামপি
উপাসতে স্বয়ং দেবীং করুণানিধিরীশ্বরঃ॥

মহাবিষ্ণু, চক্রপাণি হইয়া ধরণীতলে যে যে স্থানে মহাদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পাতিত করিয়াছেন, ভক্তগণের মুক্তির নিমিত্ত এবং সাধকগণের সিদ্ধির নিমিত্ত, ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপিণী হইয়াও জগদ্ধাত্রী পাষাণরূপ অবলম্বনে সেই সেই স্থানে বিরাজিতা হইয়াছেন; ভগবান্ শম্ভুও সেই সেই স্থানে নানারূপ ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধকগণের রক্ষার্থ এবং জগতের মঙ্গলার্থ, স্বয়ং তাঁহার অভিন্ন ঈশ্বর হইয়াও করুণানিধি কেবল করুণাপরতন্ত্র হইয়াই পীঠপ্রভাবকে নিত্য জাগ্রৎ রাখিবার জন্য দেবীর উপাসনা করিতেছেন।" এ উপাসনা কেবল রোগীর জন্য সেই অগ্নিরক্ষা। বাহিরের অগ্নিতাপ অন্তরে প্রবেশ করিয়া রোগীকে যেমন পুনর্জীবিত করে, মহাপীঠের পীঠশক্তিও তদ্রূপ

সাধনাপ্রভাবে সাধকের শরীরে সংক্রামিত হইয়া অন্তর্যামিনী মহাশক্তির স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ভক্তকুল কৃতার্থ করেন। এই জন্যই যিনি যে পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে মহাপীঠের প্রভাব অনুভব করিতে সমর্থ। যদি মহাপীঠে গিয়া সিদ্ধ বা সাধনার কিছুই করিতে না পারিলাম, তবে আমি মহাপীঠের মাহাত্ম্য বুঝিব কিসে ? তাই ঘোরসাংসারিক বিষয়কীট জীব আমি, আমার চক্ষুতে মহাপীঠ সিদ্ধপীঠ উপপীঠও যাহা, হাট ঘাট মাঠও তাহাই ; হস্ত ও দন্ত দুইই যাহার নাই, তাহার পক্ষে ইক্ষুদণ্ড ও বংশখণ্ড উভয়েরই সমান মাধুর্য্য। তাই বলিতেছিলাম—মায়ের পীঠে আসিতে হইলে, মায়ের কোলে বসিতে হইলে—মা-গত প্রাণ লইয়া যাত্রা করিতে হইবে—" মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং " মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, এ প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় নির্ভর রাখিতে হইবে, তবেই মায়ের মন্দিরে কবাট খুলিবে——সাধকের সাধনাশক্তি, পীঠশক্তি ও মন্ত্রশক্তি, বাহিরের এই ত্রিশক্তিতে সংমিলিত হইয়া অন্তরস্থ ব্রহ্মশক্তি যখন পূর্ণভাবে মন্ত্রসাধ্য মহামূর্ত্তিতে দর্শন দিবেন, তখনই অন্তরে বাহিরে, বাহিরে অন্তরে এক হইয়া যাইবে—তাই বলিতেছিলাম—এত কাল অন্তরে বসিয়া তিনি যাহা শুনিলেন—এখন বাহিরে আসিয়া তাহার কি উত্তর দেন, তাহাই একবার শুনিতে হইবে। অন্তরে বসিয়া উত্তর দেওয়া সে ত তাঁহারই প্রভাব, তাহাতে আর আমার কি ? আমি যদি অন্তর হইতে একবার বাহিরে আনিয়াই কিছু না শুনিতে, না

বলিতে পারিলাম, তবে আর এতকাল ধরিয়া "মা" বলিয়া কাঁদিলাম কাহার জন্য ? জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালে অনাহারে অনিদ্রায় চিতাভস্ম-শবশয্যায় এ সুদীর্ঘ দিনরাত্রি কাটাইলাম কাহার জন্য ? জগতের ঘৃণা লজ্জা রোগ শোক সুখ দুঃখ একদিকে রাখিয়া, নিজে একাকী অন্য দিকে এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছুটিলাম কাহার জন্য ? কেবল তাঁহারই শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিবার জন্য ! যদি তাহাই না শুনিলাম, তাঁহাকেই না ভজিলাম, তবে মহাপীঠে আসিলাম কেন ? মায়ের মন্দিরের কবাটে ঘা দিয়া যদি তাঁহাকে জাগাইতেই না পারিলাম, তবে বৃথা কেন মন্দিরের দ্বারে আসিয়া মায়ের অদর্শনে অভিমানে মনে প্রাণে জ্বলিয়া মরিলাম ! তাই বলিতেছিলাম—এ আসা অপেক্ষা না আসাও বরং ভাল ছিল।—সাধন ভজন অভাবে আমার আসিয়াও আসা ঘটিল না——মহাপীঠে আসিয়াও আমার সে আশা ত মিটিল না, আসা যাওয়ার এ বন্ধন কিছুতেই আর ছুটিল না !!

——*——

(উপপীঠ ।)

মহাপীঠ অপেক্ষা উপপীঠে বিশেষ এই যে,——অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতের অভাবেও ভগবান্ বা ভগবতী করুণালীলা বিস্তারের জন্য নিজ নিজ শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞা বশতঃই তাঁহারা তথাতে নিত্য অধিষ্ঠিত। সাধনার উপযোগিতা ও ফল মহাপীঠেও যেরূপ, উপপীঠেও তদ্রূপই——উপপীঠ

নাম কেবল নির্দ্দিষ্ট মহাপীঠ অপেক্ষায়; ফলের তারতম্য অনুসারে উপপীঠ নাম নহে। ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপসত্তা সর্ব্বত্রই সমান।

—ঃ৪ঃ—

(সিদ্ধপীঠ।)

উপপীঠে তাঁহার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে যেরূপ প্রতিজ্ঞা, সিদ্ধপীঠেও তাহাই, তবে বিশেষ এই যে – উপপীঠে লীলাবিস্তারপ্রসঙ্গে স্বতঃকৃত প্রতিজ্ঞা, আর সিদ্ধপীঠে সাধক সাধিকার প্রতি পূর্ণপ্রসন্নতার পরিচয় এবং তাঁহাদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ কৃত প্রতিজ্ঞা। উপপীঠে অধিষ্ঠানের হেতু নিজলীলা, সিদ্ধপীঠে অধিষ্ঠানের হেতু ভক্তলীলা। মহাপীঠ উপপীঠ সিদ্ধপীঠ, যেখানেই কেন না হউক, সকল পীঠেরই মহিমার মূল কেবল তাঁহার অধিষ্ঠান। আরও বিশেষ এই যে, সমস্ত মহাপীঠ ও সমস্ত উপপীঠ শাস্ত্রে নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ এবং সংখ্যাবদ্ধ, সিদ্ধপীঠ তাহা নহে —ইহা অসংখ্য।——কারণ, সিদ্ধপীঠের সৃষ্টি পূর্ব্বে হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে। এই জন্যই আধুনিক সাধকগণের সিদ্ধিস্থানসমূহও সিদ্ধপীঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে।—সিদ্ধপীঠের লক্ষণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"জাতো লক্ষবলির্যত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ
মহাবিদ্যাজপাঃ কোট্যঃ সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

যথাশাস্ত্র লক্ষ বলিদান, কোটীসংখ্যক হোম এবং মহাবিদ্যার মহামন্ত্রের বহু কোটী কোটী জপ যে স্থানে

হইয়াছে, তাহাই সিদ্ধপীঠ নামে প্রকীর্ত্তিত।" সাধনার অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ সাধিত হইলেই তথাতে দেবতার প্রভাব প্রকটিত এবং সিদ্ধিসকল প্রত্যক্ষ হয়। বঙ্গদেশের আধুনিক সাধকগণের যে সকল সাধনাস্থান সিদ্ধপীঠ বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহার সামুদায়িক নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব; কারণ একতঃ তাহার সম্পূর্ণ সত্য বিবরণ পাইবার উপায় নাই—দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল স্থানে সিদ্ধপীঠের কার্য্যসমস্ত সম্পূর্ণ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। তৃতীয়তঃ, অনেক স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—চতুর্থতঃ সাধনার অভাবে এই সকল স্থানের প্রভাব চিরস্থায়ী থাকিবার নহে। তথাপি দিগ্দর্শনের জন্য কয়েকটি বিখ্যাত স্থানের নাম আমরা এস্থলে উল্লিখিত করিতেছি, ভবিষ্যতে ইহার বিস্তৃতসংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হইব।

+ ১। ভবানীপুর * (দিনাজপুর) ২। জীনমূল * (মেহার, মতঙ্গাশ্রম; ৺ সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিস্থান) ৩। কয়ড়া

+ মহাপীঠমালার ৩৫ শ্লোকে এই স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ভবানীপুরের নিম্নেই করতোয়া প্রবাহিতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভবানীপুর সিদ্ধপীঠ। ৺ শ্রীশ্রীশ্বর শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের আজ্ঞা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে—ভবানীপুর মূলতঃ মহাপীঠ, কিন্তু গুপ্তভাবে ছিলেন; পরে মহাপুরুষের সাধনা-সিদ্ধিপ্রভাবে সিদ্ধপীঠরূপে উহাঁর প্রকাশ হয়, তদবধি সিদ্ধপীঠরূপেই উহাঁর প্রসিদ্ধি।

সৌভাগ্যশালী সাধকের সে বিচিত্র সিদ্ধিকাহিনী যাহা শুনিয়াছি, তাহা মনে হইলে অধীর আবেগে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। বড়ই দুঃখ রহিল যে,

কালীবাড়ী। * (মহীশালা, করিদপুর, ৺ কামদেব তার্কিকের সিদ্ধিস্থান।) ৪। বরদেশ্বরী। * (নেপালদিঘী, রাজসাহী) ৫। বক্সার * "আত্রেয়ীতীরে শ্মশানে কালীবাড়ী।" [রাজা রামকৃষ্ণের সাধনস্থান, দিঘাপতীয়া, রাজসাহী] ৬। হালিসহর কুমারহট্ট * [রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ড-আসন] ৭। পোড়া মা * ও আগমেশ্বরী। * (নবদ্বীপ, আগমবাগীশের সিদ্ধিস্থান।) ৮। কমলাকান্তের সিদ্ধিস্থান ও দক্ষিণশ্মশান * [বৰ্দ্ধমান] ৯। গৌরীনদী। * ১০। আরুনাকালী। * [বহরমপুর]

৺ কালীঘাট।

মহাপীঠ প্রকরণে যে উক্ত হইয়াছে—কালীপীঠে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলিদল নিপতিত হয় এবং কালীঘাটে দেবীর মস্তক পতিত হয়। ঐ কালীপীঠই এক্ষণে কালীঘাট নামে বিখ্যাত হইতেছেন।—কারণ, তথাতেই নকুলেশ্বর ভৈরব এবং দেবী কালী নামে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। কালীঘাট বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র মহাপীঠ

পীঠমালার ক্ষুদ্র কলেবরে তাহা সাধকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ ইচ্ছাময়ী মা সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছাক্রমে তাহা স্বতন্ত্র আকারে সাধকবর্গের পবিত্র নয়নে পতিত হইবে। যে যে স্থানে জগদম্বার এইরূপ অপার করুণার অমৃতধারা প্রকট প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানগুলিকে এক্ষণে আমরা "*" নক্ষত্র-চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম, সময়ে সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সাধকবর্গ দেখিবেন, দূরে নক্ষত্র হইলেও নিকটে উহা শতচন্দ্রমণ্ডল-সমুজ্জ্বল—এবং চন্দ্রচূড়বল্লভার অনন্ত করুণাকিরণে দশ দিগন্তে উদ্ভাসিত।

বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা লিপিকর-প্রমাদবশতঃই কালীঘাট স্থলে কালীপীঠ এবং কালীপীঠ স্থলেই কালীঘাট লিখিত হইয়াছে। বহু গ্রন্থেই একরূপ পাঠ আছে বলিয়া আমরা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইলাম না।

--ঃঃ--

আধুনিক সন্দেহ।

এক্ষণে আশঙ্কাবশতঃ কেহ কেহ বলিতেও পারেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, "মহাপীঠ প্রকরণে "নলহাটী কালীঘাট" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া পীঠমালাকে আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।" তন্ত্রশাস্ত্রকে যাঁহারা শিবশিবার শ্রীমুখ-নির্গত আজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ আশঙ্কা কখনও স্থান পাইতে পারে না—কারণ, যাঁহারা অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততত্ত্বের অভিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্যামিনী, তাঁহারা সকল জানিয়াও নলহাটী ও কালীঘাটের নাম জানিতেন না, ইহা বিশ্বাস করিব কিরূপে? তবে নলহাটী ও কালীঘাট এই দুইটি ভাষা শব্দের প্রয়োগ কেন হইল? এ কথার উত্তর স্বতন্ত্র! যদি রস, অলঙ্কার, পদচ্ছটা, ভাবমাধুর্য্য প্রভৃতি কবিত্ব প্রদর্শনের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইত, তাহাহইলে এ আপত্তি গ্রাহ্য হইত। এখন দেখিতে হইবে তন্ত্রশাস্ত্রসৃষ্টির মূল কি? সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর ও সর্ব্বান্তর্যামিনী মহেশ্বরীর কোন্ তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা ছিল যে, তাঁহারা তাহা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়া অভিজ্ঞ হইয়াছেন? যখন যিনি যে

প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন, তখনই তিনি প্রথমে বলিয়াছেন—"সর্ব্বং বেৎসি কুলেশ্বর" "সর্ব্বং বেৎসি মহেশ্বরি" "অনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি" "সর্ব্বং জানাসি সুন্দরি" ইত্যাদি। "কুলেশ্বর! তুমি সমস্তই জান" "মহেশ্বরি! সমস্তই জান" "দেবি! যেন অনভিজ্ঞা হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছ!" "সুন্দরি! সমস্তই ত জান" (তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছ)। আবার অনেক স্থানে প্রত্যুত্তরের প্রথমেই বলিয়াছেন—"তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে" ইত্যাদি—এতাবতা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পরম দেব দেবীর পরস্পর এ কথোপকথন কেবল ভক্তকুলের প্রতি করুণার প্রবাহ।

ভগবান্ ভগবতীর মহামন্ত্রে দীক্ষালাভ' ইত্যাদি মানবজীবনের শেষসৌভাগ্য, ভারতবর্ষীয় পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তেই সুসম্ভব; কারণ শাস্ত্রপ্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিপরম্পরার দ্বারা ইহা দৃঢ়সিদ্ধান্তিত যে, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে আর্য্যাবর্ত্ত ও ভারতবর্ষই জীবের কর্ম্মভূমি ও মোক্ষভূমি—তদ্ভিন্ন স্বর্গাদি ধাম পর্য্যন্তও কেবল ভোগভূমি; এই জন্য দেবগণও মুক্তিকামনায় ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; সুতরাং ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ—আর্য্যাবর্ত্তে চাতুর্ব্বর্ণ-বিভাগে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে, মানবমণ্ডলীমধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-জীবসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা—ভগবৎপ্রসাদে এ অহঙ্কার আমাদিগের চিরাগত এবং চিরস্থায়ী—অটল অচল। মন্ত্রসাধকগণের সুবিধান—সুব্যবস্থার নিমিত্তই পীঠমালার সৃষ্টি ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন; সে ভাবনা আর্য্যা-

বর্ষেই সুসম্ভব। এ জন্য আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যে যে স্থানে বৈকুণ্ঠনাথ দেবীদেহ পাতিত করিয়াছেন এবং কলিযুগে কালক্রমে সেই সেই স্থান যে যে নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সাধককুলের সুবিধার্থ জগদম্বা সেই সেই স্থানের সেই সেই নামই কীর্ত্তিত করিয়াছেন,—এতাবতা ইহা সন্দেহের বিষয় নহে যে—নলহাটী কালীঘাট প্রভৃতি নামের সৃষ্টি হইল কলিযুগে, দেবীর দেহপাত হইয়াছে সত্যযুগে, সে সময়ে নলহাটী কালীঘাট প্রভৃতি নাম আসিল কোথা হইতে? ঘোরকলি-কলুষমগ্ন জীবের উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া—কলিযুগের প্রথমেই অনেক তন্ত্রের অবতারণা; এজন্য কলিযুগপ্রসিদ্ধ নামসমূহই কীর্ত্তিত হইয়াছে—এতাবতা যে স্থানে নলহাটী ও কালীঘাট সেই স্থানেই দেবীর দেহপাত হইয়াছে, ইহা না বুঝিয়া—যে স্থানে দেবীর দেহপাত হইয়াছে, সেই স্থানই নলহাটী ও কালীঘাট, ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে 'অপশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে' ইহাই যদি সন্দেহের বিষয় হয়, তবে তাহার উত্তর আর আমাদিগকে করিতে হইবে না, ভগবান্ ভূতভাবন স্বয়ংই সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গিয়াছেন; যথা——

মৎস্যসূক্তে——

যানি তন্ত্রাগমোক্তানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ
ঈশ্বরেণ প্রণীতানি যস্মাত্তস্মাদ্দ্বিজাতিভিঃ।

তন্ত্রে এবং আগমে (বেদে) যে সমস্ত বস্তু উক্ত হইয়াছে, দ্বিজাতিগণ হেতুবাদ দ্বারা তাহাকে খণ্ডিত করিবেন না, যে হেতু ঐ সমস্ত শাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রণীত (প্রকাশিত)

কিঞ্চ——

জ্যোতিষে মন্ত্রবাদেচ বৈদ্যকে বেদকর্ম্মণি
অর্থমাত্রন্তু গৃহ্নীয়ান্নাপশব্দং বিচারয়েৎ।

জ্যোতিষে, মন্ত্রবাদে (তন্ত্রে) বৈদ্যকে (আয়ুর্ব্বেদে) এবং বেদ ও বেদোক্ত কর্ম্মে (কর্ম্মাঙ্গমন্ত্রে) অর্থমাত্রকেই গ্রহণ করিবে, অপশব্দের বিচার করিবে না।

অপিচ তত্রৈব——

শব্দে মাসংশয়ং কুর্য্যাদদৃষ্ট স্থিতি কুত্রচিৎ
শ্রদ্ধাতব্যং বিনিশ্চিত্য আনন্ত্যাচ্ছব্দরূপতঃ।

"কোথাও দৃষ্ট হয় নাই" বলিয়া অ-দৃষ্ট শব্দে সংশয় করিবে না, প্রত্যুত বিশেষরূপ নিশ্চয়সহকারে শ্রদ্ধা করিবে—যে হেতু শব্দের স্বরূপ অনন্ত।

নির্ব্বাণতন্ত্রে—শিববাক্যং।

শব্দব্রহ্মস্বরূপঞ্চ মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং
সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো যদি মুক্তিং সমিচ্ছতি
সন্দেহাৎ পরমং যাতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ।

একতঃ শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ আমার মুখ হইতে বিনির্গত; অতএব জীব যদি মুক্তি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে কখনও ইহাতে সন্দেহ করিবে না। সন্দেহবশতঃ জীব পিতৃলোকের সহিত নিদারুণ রৌরব নরকে গমন করিবে।

শব্দব্রহ্মের অধিষ্ঠাতা যে স্থলে স্বয়ং বলিতেছেন——শব্দস্বরূপ অনন্ত, সে স্থলে তুমি আমি "কোথাও দেখি নাই" বলিয়া তাহাকে অপশব্দ মনে করা, বড়ই ধৃষ্টতার কথা !!!

—ঃ—

উপসংহার।

যোগিনী-তন্ত্রে——

যদি বসতি গুহায়াং পর্ব্বতাগ্রে চিরং বা
যদি বসতি ত্রিখণ্ডং পুষ্করং বা প্রয়াগং।
যদি পঠতি পুরাণং বেদ সিদ্ধান্ততত্ত্বং
যদি হৃদয় মশুদ্ধং সর্ব্ব মেতদ্বিরুদ্ধং ॥ ১ ॥
ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি নচাশ্রমাঃ
দুষ্টাশয়ং দুষ্টরতিং প্রণষ্টব্যাধিতেন্দ্রিয়ং ॥ ২ ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যত্র তত্র বসেন্নরঃ
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুষ্করং গয়া ॥ ৩ ॥

যদি পর্ব্বতের গহ্বরে বা শিখরেও চিরকাল বাস করে, যদি ত্রিখণ্ড, পুষ্কর অথবা প্রয়াগেই বাস করে, অথবা যদি পুরাণ কিম্বা বেদসিদ্ধান্ত তত্ত্বই পাঠ করে, হৃদয় যদি অশুদ্ধ হয়, তবে ইহার সমস্তই বিরুদ্ধ, অর্থাৎ বিপরীত ফল প্রদান করে। ১। দুষ্টাশয় দুষ্টরতি এবং যাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত প্রনষ্ট অথবা ব্যাধিগ্রস্ত, এতাদৃশ পুরুষকে, কি তীর্থ, কি দান, কি ব্রত, কি আশ্রম, ইহার কেহই পবিত্র করেন না। ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া মানব যে কোন স্থানেই বাস করিবেন, সেই স্থানেই তাঁহার কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ পুষ্কর গয়া নিত্যসন্নিহিত হইবেন।

মা!——

উপসংহার হইলেও ইহা আমাদিগের ন্যায় অধিকারীর পক্ষে সংহারবিশেষ! পিতা যে, সংহারভৈরব, এই স্থলেই

তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আপন বলেই তোমায় যদি ধরিতে পারিব, তবে আর তোমার গৃহদ্বারে আসিয়া এ হৃদয়ভেদী রোদন কেন ? মা ! যাহার দেহশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি হইয়াছে, তাহার আত্মশুদ্ধি ত নিত্যপ্রত্যক্ষ— আজ্ সে শুদ্ধি, সে সিদ্ধি হারাইয়াই ত সিদ্ধেশ্বরীর শরণাপন্ন হইয়াছি—মা ! একবার গৃহের কবাট খুলিয়া বাহির হও। তুমি সচ্চিদানন্দরূপিণী, চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী বলিয়া তোমার নিকটে আসি নাই——শুনিয়াছি, তুমি পতিতপাবনী, দীন-দুর্গতিহারিণী ত্রৈলোক্যনিস্তারিণী—তাই মা। আমরা পতিত অধম ঘোরনারকী মহাপাতকী হইয়াও সাহস করিয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, তুমি—অহেতুকরুণাময়ী—— তাই শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াছি। ভাগীরথীর স্বতঃপ্রবৃত্ত স্রোতের ধারায় কীটাণু-কীটও যোগীন্দ্রদুর্লভ কৈবল্যধামে যাত্রা করে, সেই ভরসাতেই মা ! তোমার স্বাভাবিক-করুণার তীরে আসিয়াছি ; তুমি আপন করুণার বিমলজলে এ ধূলধূষরিত পাপমলিন অদান্ত অজিতেন্দ্রিয় কুসন্তানদলকে নির্ম্মল করিয়া কোলে লও মা ! তোমার অনন্ত অগাধকরুণা ফুরাইবার ধন নহে। বলিতে পার—"কিসে তোমরা দয়ার পাত্র ?" আমরা বলি মা ! আমরা দয়ার পাত্র নয় বলিয়াই ত দয়ার পাত্র ! যাহার কোন উপায় না থাকে, সেই তোমার দয়া চায় ; আমাদিগের দয়া পর্য্যন্ত চাহিবারও উপায় নাই, তাই দয়ার পাত্র। হৃদয়ের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সংযম, দাও বা না দাও— তাহা তুমি জান, আমরা তাহা চাই না, কুরুক্ষেত্র গয়া

গঙ্গা প্রভাস পুষ্কর চাই না—তুমি একবার এই সংসারানল-সন্তপ্ত পাপতাপজর্জ্জরিত জ্বলন্তবক্ষঃস্থলে ঐ যোগীন্দ্রহৃদয়-নিধি চিরশান্তিশোভাময় সুশীতল চরণকমল সংস্থাপিত কর, আমাদিগের সকলতীর্থের পূর্ণাহুতি শেষ হইয়া যাউক। শুনিয়াছি, মহেশ্বর তোমার চরণাম্বুজে প্রণত হইলে, চরণাঙ্গুষ্ঠে তাঁহার জটাজূট সংস্পৃষ্ট হয়—সেই স্পর্শফলে তাঁহার উত্তমাঙ্গ-বিহারিণী গঙ্গা ত্রৈলোক্যতারিণী হইয়াছেন; তাই তোমার চরণদর্শনের ভিখারী যাহারা, তাহারা তীর্থের 'ধার ধারে না—কিন্তু তীর্থ তাহাদিগের অনেক ধার ধারেন।—এই জন্যই সাধকসঙ্গীতে শুনিতে পাই "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যার জটাতে বিরাজে, [ও সে] জটাসহ লটাপটা শ্যামা-পদাম্বুজে;" তাই বলি মা! সকল তীর্থের অধীশ্বর যে তীর্থে শরণাগত, সে তীর্থের দাস হইয়া আবার কোন্ তীর্থের অপেক্ষা করিব? তীর্থে মুক্ত হইয়া তোমার দ্বারে যাইব, তাই ত তীর্থের এত আদর। সেই তুমিই যদি ছেলে বলিয়া কোলে তুলিলে, তবে আর কিসের তীর্থ মা! তাই বলি মা! একবার মন্দিরের কবাট খুলিয়া দাও, তোমার আলোকে তোমাকে দেখিয়া একবার গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজা করিয়া লই! নিখিলপীঠের অধীশ্বরি! একবার হৃদয়পীঠে জাগিয়া উঠ, ত্রিনেত্র উন্মীলিত করিয়া মা একবার চাহিয়া দেখ, তোমার দৃষ্টিতে দৃষ্টিসংযোগ করিয়া—ও ভুবনমোহনরূপের ছটা একবার হৃদয়মধ্যে ভরিয়া লই। আয় মা। আয়, হয় হৃদয় হইতেই বাহিরে আয়! না হয় বাহির হইতেই হৃদয়ে আয়!—হর অন্তর্দৃষ্টিই

আনিয়া দে, না হয় বহির্দৃষ্টিতেই তুই দেখা দে—আমার অন্তর বাহির, বাহির অন্তর, এক হইয়া যা'ক্। এ অভক্ত-হৃদয়ে দেখা দিবি না বলিয়াই যদি অভিমান করিয়া থাকিস্—তবে না দিলি দেখা এ হৃদয়ে, তোর মন্দিরেই দেখা দে! একবার কবাট খুলিয়া মণিদ্বীপে সিংহাসনে শবাসনে পদ্মাসনে দাঁড়া মা! বিভূতিবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্ব-স্বরূপে দেখা দে—চিন্ময়রূপতরঙ্গে মহাপীঠ, উপপীঠ, সিদ্ধপীঠ ভাসিয়া যাউক—সিদ্ধসাধকসাধিকাকুল প্রাণভরিয়া পান করিয়া স্নান করিয়া কৃতার্থ হউক—ভারতের পর্ব্ব-তিথি, পর্ব্ববার, পর্ব্বদিন, পর্ব্বরাত্রি, পর্ব্বতপুত্রীর গর্ব্বভরে আবার একবার জাগিয়া উঠুক। আয় মা। আয় মা! আনন্দে আনন্দময়ি নাচিয়া নাচিয়া আয় মা! পাগলের সোহাগ-ভরে পাগলা সাজিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া হেলিয়া দুলিয়া আয় মা। চলিতে চলিতে ঢলিতে ঢলিতে গলিতকেশে স্খলিত-বেশে—পাগলের বুক্ভরাধন। পাগলের বুকে দাঁড়া মা! দেখিয়া আমরা পাগল হইয়া সকলজ্ঞান হারাই মা! অসংখ্যযোগিনীদলে ভৈরবকুলে করতালী দিয়া নাচাও মা—ভারতের গগণাঙ্গনে মুক্তবেণী ত্রিশূলপাণি রণরঙ্গিণীর সঙ্গিনী-দল ভৈরবের মাভৈ-রবে যোগ দিয়া আজ্ বিজয়দুন্দুভি বাজাক্ মা! ঘোর-মধুরবদনে—অধীর-অঘোর-উন্মাদিনী সাজিয়া কুললীলা-বিনোদিনি! একবার—মহাকালের বক্ষঃ-স্থলে প্রেমের হিল্লোলে দোল মা! গলিতকুন্তলে শ্রীমুখ-মণ্ডলে ঢল ঢল নয়নে—আধ-উৎফুল্ল নীলোৎপলে সে রঞ্জিত রক্তশোভা একবার উদ্ভাসিত কর মা! সজলজলদকান্তি-

সুন্দর ক্লান্তিমধুর শ্যামাঙ্গে সেই টলমল-লাবণ্যলহরী একবার প্রবাহিত কর! অলস-অবশ-সরসঅঙ্গে ঢলিয়া ঢলিয়া মণিমঞ্জীরশিঞ্জিত চরণাম্বুজে তালে তালে সে নৃত্য একবার দেখাও মা! কালভয়ভঞ্জিনি! কালহৃদয়রঞ্জিনি! কালজলদগঞ্জিনি! মাগো! আনন্দে করতালী দিয়া আনন্দময়ি নাচ মা! তোমার প্রেমতরঙ্গে নৃত্যরঙ্গে ত্রিভুবন টলমল করুক্, তোমার করতালীর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিজগতের——

“জয় কালী, জয় তারা” ধ্বনি জাগিয়া উঠুক্!

সুরাসুর-কিন্নর-নরের উদ্বেল-আনন্দসাগরে—**“জয়দুর্গা”** নামের তরঙ্গ বহিয়া যাক্! তুমি হাসিয়া হাসাও, সাজিয়া সাজাও, নাচিয়া নাচাও মাগো! জাগো গো চৈতন্যময়ি! কুলকুহর-কুণ্ডলিনি! জাগো! স্বয়ম্ভূশায়িনি শম্ভুমোহিনি শাম্ভবপথসন্দর্শিনি মাগো! একবার উঠিয়া দাঁড়াও আনন্দময়ি! সবাই দেখি মা! সংসার অন্ধকারে চন্দ্রাননে হাসিয়া দাঁড়াও মা! ব্রহ্মময়ি! ইচ্ছাময়ি! লীলাময়ি! নৃত্যময়ি! বিশ্বময়ি! মা! তোমার রূপের ছটায়—স্নেহের ঘটায় ভুবন ভরিয়া যাক্ মা! একবার হৃদয় খুলিয়া বাহু তুলিয়া সবাই বলি————————জয় মা!——

জয় মা, জয় মা, জয় মা, মা! মা!

